NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ প্রতীকের দলবদল ঘিরে লাল শিবিরে অস্বস্তি, সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোল

আইনি নোটিসের মাঝেই রাজীব কুমারকে তোপ সুকান্ত মজুমদারের ৩

কলকাতা ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ১০ ফাল্গুন ১৪৩২ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ২৫৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 23.02.2026, Vol.19, Issue No. 253, 8 Pages, Price 3.00

বাহিনীর অভিযানে খতম দুই জইশ জঙ্গি

জম্মু, ২২ ফেব্রুয়ারি: জম্মু ও কাশ্মীরের কিশতওয়াড় জেলার এক প্রত্যন্ত এলাকায় রবিবার নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিষিদ্ধ পাক সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদ-এর দুই জঙ্গি খতম হয়েছে। নিহতদের মধ্যে 'মোস্ট ওয়ান্টেড' জইশ কম্যান্ডার সইফুল্লা রয়েছে বলে খবর। এই সইফুল্লা কমপক্ষে ২০ বার সেনা-পুলিশের চোখে ধুলো দিয়েছিল। এমনকী, দাড়ি কামিয়ে গা-ঢাকা দেওয়ারও চেষ্টা করে। সেনা সূত্রে খবর, সইফুল্লা পাকিস্তানি নাগরিক। পাক অধিকৃত কাশ্মীরে জইশের প্রশিক্ষণ শিবির থেকে উত্থান তার। এক সময় আইএসআইয়ের মদতে পাহাড়-জঙ্গলের পথে ভারতে ঢোকে সে। এর পর একাধিক ষড়যন্ত্র চালায়।

সেনাবাহিনীর 'হোয়াইট নাইট কোর'-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, চটরু বেল্টের পাসরকুট এলাকায় 'ট্র্যাশি-আই' অপারেশন চলাকালীন ওই দুই জঙ্গি নিহত হয়। তাদের কাছ থেকে দু'টি একে-৪৭ রাইফেল-সহ বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে। গোয়েন্দা সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার সকাল ১১টা নাগাদ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ফোর্স (সিআইএফ) ডেল্টা, পুলিশ এবং সিআরপিএফ যৌথভাবে দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় জঙ্গিদের ঘিরে ফেলে। সেনাবাহিনী জানিয়েছে, অত্যন্ত নিখুঁত রণকৌশল এবং সাহসিকতার সঙ্গে অভিযান চালিয়ে দুই জঙ্গিকে সফলভাবে খতম করা হয়েছে।

প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে আধিকারিকরা জানিয়েছেন, নিহত দুই জঙ্গিই পাকিস্তানের নাগরিক এবং তারা জইশ-ই-মহম্মদের সক্রিয় সদস্য ছিল। পাহাড়ের পাদদেশে একটি মাটির বাড়িতে তারা লুকিয়ে ছিল এবং তল্লাশি দল সেখানে পৌঁছলে জঙ্গিরা গুলি চালাতে শুরু করে। এর ফলেই দু'পক্ষের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ শুরু হয়। বর্তমানে এলাকাটি নিরাপত্তা বাহিনী ঘিরে রেখেছে এবং তল্লাশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

উত্তর প্রদেশের মেরঠের শতাব্দী নগর নমো ভারত স্টেশন থেকে রবিবার মেরঠ মেট্রো এবং নমো ভারত ট্রেনের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। (সবিস্তার পৃ. ৭)

দেশজুড়ে জঙ্গি নাশকতার ছক বানচাল, গ্রেপ্তার আট

নয়াদিল্লি, তিরুপুর ও কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি: দেশজুড়ে বড়সড় নাশকতার ছক ভেস্তে দিয়ে পাক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই ও বাংলাদেশভিত্তিক জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে আট জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। রবিবার জানা গেছে, ধৃতদের মধ্যে দু'জন পশ্চিমবঙ্গে আত্মগোপন করে ছিল। তাঁদের মধ্যে একজনের অতীতে জঙ্গিযোগের অভিযোগ রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। বাকিদের তামিলনাড়ুর তিরুপুর জেলা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উথুকুলি থেকে দু'জন, পাল্লাদম থেকে তিন জন এবং তিরুমুরুগানপুন্ডি এলাকা থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, বিদেশি চক্রের নির্দেশে ভারতে বড়সড় সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনা চলছিল। তিরুপুরের বিভিন্ন পোশাক কারখানা থেকে মিজানুর রহমান, মহম্মদ শাবাত, উমর, মহম্মদ লিটন, মহম্মদ শাহিদ ও মহম্মদ উজ্জ্বল নামে ছ'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের মালদা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় উমর ফারুক এবং রবিউল ইসলাম নামে দু'জনকে।

সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে কয়েকজন বাংলাদেশি নাগরিক এবং পরিচয় গোপন করতে তারা জাল আধার কার্ড ব্যবহার করছিল। তারা পাকিস্তান-ভিত্তিক সন্ত্রাসী সংগঠনের সমর্থনে সোশ্যাল মিডিয়ায় কন্টেন্ট পোস্ট করছিল। অনলাইনে সন্ত্রাসে উসকানিমূলক পোস্টের সূত্র ধরেই তদন্ত শুরু হয়। দিল্লি পুলিশের বিশেষ সেল স্থানীয় পুলিশের সহায়তায় তিরুপুরে অভিযান চালায়। অভিযানের সময় আটটি মোবাইল ফোন ও ১৬টি সিম কার্ড উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধার হওয়া সামগ্রী খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং আইনি প্রক্রিয়ার জন্য তাঁদের দিল্লিতে আনা হচ্ছে। এই চক্রের সঙ্গে আর কারা যুক্ত, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সন্ত্রাসীদের সহায়তা করার জন্য এই অভিযুক্তরা বেশ কয়েকটি শহরে রেকি করেছিল। দিল্লিতে 'মুক্ত কাশ্মীর'-এর পোস্টার লাগানো হয়েছিল।

দিল্লি পুলিশের অতিরিক্ত সিপি (স্পেশ্যাল সেল) প্রমোদ কুমার কুশওয়াহা সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'বাংলাদেশে বসে লস্কর-ই-তইবার এক হ্যান্ডলার গোটা চক্রটি পরিচালনা করছিল।' তিনি আরও জানান, 'সময়ে পদক্ষেপ না করলে বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটতে পারত।' তদন্তকারীরা এখন ধৃতদের জেরা করে বৃহত্তর নেটওয়ার্কের খোঁজে নেমেছেন। গোটা ঘটনায় আন্তঃরাজ্য ও আন্তর্দেশীয় যোগ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৭ এবং ৮ ফেব্রুয়ারি দিল্লি এবং কলকাতায় বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনে 'ফ্রি কাশ্মীর', 'কাশ্মীরে গণহত্যা বন্ধ হোক' জাতীয় স্লোগান তুলে যে বিক্ষোভ হয়েছিল, তা থেকেই প্রাথমিক সূত্র মেলে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলিই দিল্লি পুলিশকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করে। এর পরেই তদন্তে নামে অমিত শাহের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনস্থ দিল্লি পুলিশের স্পেশ্যাল সেল। তদন্তকারীদের সূত্র জানিয়েছে, এই জঙ্গি মডিউলটির হ্যান্ডলার বাংলাদেশে রয়েছে। তার নাম শাব্বির আহমেদ লোন। সে-ই ধৃতদের নিয়ন্ত্রণ করছিল। পুলিশ সূত্রেরই দাবি, ২০০৭ সালে একটি আত্মঘাতী হামলা চালানোর চক্রান্ত করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছিল শাব্বির। সেই সময় জেলও হয় তার। জেলমুক্তির পর সে ভারত ছেড়ে লস্করে যোগ দেয়। এর পর বাংলাদেশেই নিজের ঘাঁটি তৈরি করে শাব্বির। যোগাযোগ বজায় রাখে পাকিস্তানের সঙ্গেও। পুলিশ সূত্রের দাবি, শাব্বির ছাড়াও সইদুল ইসলাম নামে আরও এক বাংলাদেশি হ্যান্ডলারের সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগে ছিল ধৃতদের।

রবিবার জানা গেছে, ধৃতদের মধ্যে দু'জন পশ্চিমবঙ্গে আত্মগোপন করে ছিল। বাকিদের তামিলনাড়ুর তিরুপুর জেলা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, বিদেশি চক্রের নির্দেশে ভারতে বড়সড় সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনা চলছিল।

এআই-বিক্ষোভে নিশানা কংগ্রেসকে

'আপনারা তো নগ্নই', আক্রমণ প্রধানমন্ত্রীর

মেরঠ, ২২ ফেব্রুয়ারি: দিল্লির এআই সম্মেলনে খালি গায়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে স্লোগান তুলে বিক্ষোভ দেখায় যুব কংগ্রেস। এই ঘটনায় দেশজুড়ে তুমুল বিতর্কের মধ্যে এবার মুখ খুললেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি এদিন বলেন, 'বেশ কিছু রাজনৈতিক দল রয়েছে, যারা দেশের সাফল্যকে হজম করতে পারছে না।' এর পর মোদী কংগ্রেসকে তোপ দেগে বলেন, 'শেষ পর্যন্ত বয়ঃবৃদ্ধ দলটি নোংরা ও নগ্ন রাজনীতির জন্য একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনকে ব্যবহার করল। আপনারা তো নগ্নই, নতুন করে জামা খোলার কি প্রয়োজন ছিল?'

রবিবার মেরঠের অনুষ্ঠান থেকেই দিল্লির এআই সম্মেলনে খালি গায়ে কংগ্রেসের বিক্ষোভের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দেন প্রধানমন্ত্রী। বলেন, 'কংগ্রেস নেতারা সেখানে (এআই সামিটে) যা করেছেন, তাতে স্পষ্ট যে দেশের প্রাচীনতম দলটি আদর্শগত ভাবে কতটা দেউলিয়া এবং দরিদ্র হয়ে পড়েছে। কংগ্রেস নিজের দেশেরই বদনাম করতে ব্যস্ত।' যোগ করেন, 'বেশ কিছু রাজনৈতিক দল রয়েছে, যারা দেশের সাফল্যকে হজম করতে পারছে না। আমরা ভারতে বিশ্বের বৃহত্তম এআই সম্মেলনের সাক্ষী হয়েছি। কিন্তু কংগ্রেস কী করছে? তারা ভারতের অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনকে নোংরা এবং নগ্ন রাজনীতির প্ল্যাটফর্মে পরিণত করেছে।'

রাজনীতি আর দেশের স্বার্থের মধ্যে পার্থক্য গুলিয়ে ফেলেছে কংগ্রেস, দাবি করেন মোদী। তিনি বলেন, 'কংগ্রেস নেতারা আমাকে ঘৃণা করে। ওরা আমার কবর খুঁড়তে চায়। এমনকী আমার মাকে অপমান করতেও ছাড়ে না। কংগ্রেসের মনে রাখা উচিত ছিল এআই সম্মেলন বিজেপির অনুষ্ঠান ছিল না, এমনকী সেই সময় ঘটনাস্থলে কোনও বিজেপি নেতাও ছিলেন না। কিন্তু কংগ্রেস সেদিন ভব্যতার তোয়াক্কা করেনি। তাদের জঘন্য নীতির নিন্দা করছে গোটা দেশ।'

প্রসঙ্গত, এআই সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন জনাচারেক কংগ্রেস কর্মী। শনিবার তাঁদের আদালতে হাজির করানো হয়েছিল। ধৃতদের পুলিশি হেপাজতে চেয়ে সওয়াল করতে গিয়ে আদালতে তদন্তকারীদের বক্তব্য, 'নেপালে যে জেন-জি আন্দোলন হয়েছিল, তা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই বড় ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। অভিযুক্তদের মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করা প্রয়োজন। অনেক ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণও সংগ্রহ করা দরকার। এটা ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ তদন্ত।' প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে স্লোগান লিখে যে টি-শার্ট তৈরি করা হয়েছিল, তা কোথা থেকে কেনা হয়েছে, এই বিক্ষোভের জন্য অর্থসাহায্য কে বা কারা করেছে, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা। দিল্লির পাতিয়ালা হাউস কোর্টের বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট ধৃতদের জামিনের আর্জি খারিজ করে জানিয়ে দিয়েছেন, প্রতিবাদের নামে দেশের ভাবমূর্তিকে বিপন্ন করা যাবে না।

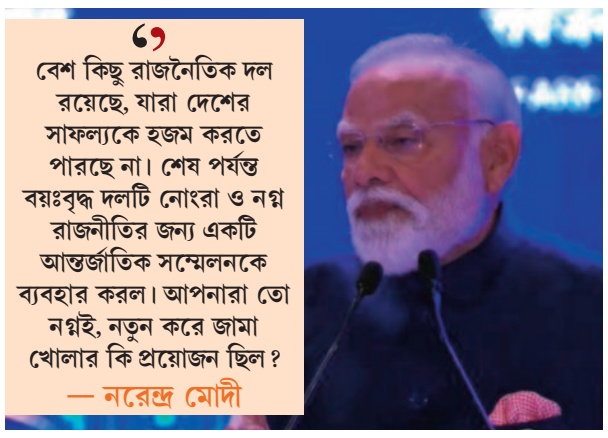

> **বেশ কিছু রাজনৈতিক দল রয়েছে, যারা দেশের সাফল্যকে হজম করতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত বয়ঃবৃদ্ধ দলটি নোংরা ও নগ্ন রাজনীতির জন্য একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনকে ব্যবহার করল। আপনারা তো নগ্নই, নতুন করে জামা খোলার কি প্রয়োজন ছিল?**
> — নরেন্দ্র মোদী

নিন্দায় সরব তৃণমূল-সপা

■ দিল্লির এআই সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে স্লোগান তুলে যুব কংগ্রেস কর্মীদের অর্ধনগ্ন প্রতিবাদের নিন্দায় সরব হল ইন্ডিয়া জোটের অন্যান্য শরিক দলগুলি। শুক্রবারের ঘটনা দেশের পক্ষে লজ্জাজনক, মতপ্রকাশ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন মন্ত্রী তথা তৃণমূলের তারকা বিধায়ক বাবুল সুপ্রিয়। একইভাবে দেশের সম্মানহানির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব। দিল্লির ওই সম্মেলন নিয়ে কেন্দ্রকে আক্রমণ করতে গিয়ে যেভাবে বিদেশি অতিথিদের সামনে নিজেদের তুলে ধরা হল, তা দেশের পক্ষে অত্যন্ত অপমানজনক, মেনে নিচ্ছে বিরোধী শিবিরও।

রবিবার এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে রাজ্যের মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় যুব কংগ্রেসের ওই বিক্ষোভের তীব্র নিন্দা করেন। বিক্ষোভকারীদের 'নাট্যকর্মী' বলে কটাক্ষ করে তিনি লেখেন, 'সারা বিশ্বের সামনে ভারত প্রতিনিধিত্ব করছে। এমতাবস্থায় দলীয় নাট্যকারদের আরও পরিণতমনস্ক, সংযমী হতে হত। রাজনৈতিক মতপার্থক্য তো থাকবেই। কিন্তু দেশের সম্মান, মর্যাদার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কোনও শর্তে তা ক্ষুণ্ণ করা উচিত না।' বাবুল সুপ্রিয়র সঙ্গে সহমত সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদবও। ঝাঁসির এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'গোটা দেশ জানে, বিজেপি মিথ্যে বলে। আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব আছে। কিন্তু বিশ্বের প্রতিনিধিদের সামনে যেভাবে প্রতিবাদ হয়েছে, তা করা উচিত হয়নি।'

বাণিজ্য বৈঠক স্থগিত, চুক্তি ভেস্তে যাওয়ার শঙ্কা

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি: ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতিকে বেআইনি ঘোষণা করেছে আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট। খারিজ করেছে ভারত-সহ বিভিন্ন দেশের উপরে তাঁর বসানো যাবতীয় শুল্ককে। এই পরিস্থিতিতে বণিকমহলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, ভারত-আমেরিকার বাণিজ্যচুক্তি থমকে যাবে না তো? সেই আশঙ্কাই আরও জোরালো হল দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য বৈঠক স্থগিত হয়ে যাওয়ায়।

সোমবার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে আমেরিকায় বৈঠকে বসার কথা ছিল দু'দেশের প্রতিনিধিদের। তিন দিন ধরে সেই বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, দু'দেশের মধ্যে যে বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা শীঘ্রই, তারই কিছু শেষ পর্যায়ের কাজ চলছে এখন। আরও কিছু খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল ভারত এবং আমেরিকার প্রতিনিধিদের মধ্যে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ওই বৈঠক বাতিল করা হয়। আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বিষয়টি নিয়ে দু'দেশের তরফে আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু জানানো না হলেও, নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক কেন্দ্রের এক সিনিয়র আধিকারিক জানিয়েছেন, আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টের রায় ভালো করে খতিয়ে দেখে সব দিক পর্যালোচনা করতে চাইছে দু'দেশই। শুধু আদালতের রায়ই নয়, ট্রাম্পও কিছু পদক্ষেপ করেছেন পরে। প্রথমে তিনি ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫০ দিনের জন্য ১০ শতাংশ শুল্ক বসানোর কথা বলেছিলেন। পরে আবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন, শুল্ক বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করবেন তিনি। আগামী দিনে আরও শুল্ক বসানোর পথও খুঁজবেন। যদি তেমনটা হয়, সেক্ষেত্রে বাণিজ্যচুক্তিতে কী কী পরিবর্তন হতে পারে, তা-ই খতিয়ে দেখতে চাইছেন প্রশাসনিক আধিকারিকেরা।

প্রসঙ্গত, শনিবার কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রকও জানিয়েছে, আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট শুল্ক সংক্রান্ত বিষয়ে যে রায় দিয়েছে, তা তারা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রায়ের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যে বিবৃতি দিয়েছেন, তা-ও তাদের নজরে ছিল। বিবৃতিতে বাণিজ্য মন্ত্রক বলেছে, 'মার্কিন প্রশাসন কিছু পদক্ষেপের ঘোষণা করেছে। এই সমস্ত বিষয়গুলির কী প্রভাব হতে পারে, তা আমরা খতিয়ে দেখছি।'

এরই মধ্যে খবর, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের খামখেয়ালিপনায় বিরক্ত আমেরিকার সাধারণ নাগরিক। দেশের ৬০ শতাংশ মানুষ চান ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতা থেকে সরে যাক। সম্প্রতি মার্কিন সমীক্ষক সংস্থা প্রকাশ্যে এনেছে এমনই চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী, ডোনাল্ড ট্রাম্প যে নীতিতে দেশ চালাচ্ছেন তাতে একেবারেই খুশি নন সেখানকার জনগণ। বিশেষ করে এই সরকারের শুল্ক নীতি।

ট্রাম্পের রিসর্টে হত বন্দুকবাজ

■ আমেরিকার ফ্লোরিডায় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রিসর্টে নিরাপত্তারক্ষীদের গুলিতে হত এক অনুপ্রবেশকারী। তাঁর সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। আমেরিকার সিক্রেট সার্ভিসের মুখপাত্র জানিয়েছেন, পাম বিচে অবস্থিত মার-এ-লাগো রিসর্টে অনুমতি ছাড়া অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছিল ওই ব্যক্তি। নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁকে ঠেকানোর চেষ্টা করলেও তিনি থামেননি। বাধ্য হয়েই শেষমেশ তাঁর উপর গুলি চালান নিরাপত্তারক্ষীরা। তাতেই নিহত হন আগন্তুক। রবিবার এই ঘটনার কথা জানিয়েছে আমেরিকার সিক্রেট সার্ভিস। যদিও ঘটনার সময় রিসর্টে ছিলেন না মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্প বর্তমানে হোয়াইট হাউসে রয়েছেন।

'এআই সম্মেলনে ভারতের অদ্ভূত ক্ষমতা দেখার সুযোগ পেল দুনিয়া'

প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত'

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি: 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানের ১৩১তম পর্বে ইন্ডিয়া এআই ইম্প্যাক্ট সামিটের কথা উল্লেখ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, বহু রাষ্ট্রপ্রধান, শিল্পজগতের নেতৃত্ব, উদ্ভাবক এবং স্টার্ট আপ জগতের সঙ্গে জড়িত মানুষজন এআই ইমপ্যাক্ট সামিটের জন্য একত্রিত হয়েছেন ভারত মণ্ডপমে। আগামী দিনে এআই শক্তির প্রয়োগ কীভাবে করবে দুনিয়া, সেই প্রসঙ্গে নির্ণায়ক হয়ে দেখা দিয়েছে এই শীর্ষ সম্মেলন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'শীর্ষ সম্মেলনে বিশ্ব নেতৃত্ব এবং প্রযুক্তি সংস্থার সিইও-দের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ হয়েছে আমার। প্রদর্শনীতে দেখানোর জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল সুশ্রুত সংহিতা। প্রথম ধাপে দেখানো হয় যে কীভাবে প্রযুক্তির সহায়তায় আমরা পাণ্ডুলিপির ছবি সংশোধন করে সেটাকে পাঠযোগ্য করে তুলছি। দ্বিতীয় ধাপে এই চিত্রকে মেশিনের পড়ার উপযোগী বানানো হয়েছে। পরের ধাপে মেশিনের পাঠযোগ্য লিপি পাঠ করেছে এক এআই অবতার এবং পরের ধাপে আমরা এও দেখিয়েছি যে কীভাবে এই অমূল্য ভারতীয় জ্ঞান বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা এবং বিদেশি ভাষায় প্রযুক্তির সাহায্যে অনুবাদ সম্ভব। ভারতের প্রাচীন জ্ঞানকে আধুনিক অবতারের মাধ্যমে জানার ব্যাপারে বিপুল আগ্রহ দেখান বিশ্ব নেতৃত্ব। এআইসামিট প্রদর্শনীতে, আমি বিশ্বনেতাদের অসংখ্য জিনিস দেখিয়েছি। এই সামিটে, এটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, কী ভাবে এআই আমাদের পশুদের চিকিৎসায় সাহায্য করছে এবং কী ভাবে কৃষকরা এআই সহায়তার সাহায্যে তাদের দুগ্ধজাত পণ্য এবং পশুদের খোঁজখবর রাখেন।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এই শীর্ষ সম্মেলনে এআই ক্ষেত্রে ভারতের অদ্ভূত ক্ষমতা দেখার সুযোগ পেল দুনিয়া। এই সময় তিনটে 'মেড ইন ইন্ডিয়া' এআই মডেলও সামনে এনেছে ভারত। এখনও পর্যন্ত সবথেকে বড় এআই শীর্ষ সম্মেলন ছিল এটা। এই শীর্ষ সম্মেলন ঘিরে তরুণদের উৎসাহ আর উদ্দীপনা ছিল দেখার মত। প্রতিটি দেশবাসীকে এই শীর্ষ সম্মেলনের সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানাই আমি।'

এদিন ডিজিটাল এরেস্ট ও ডিজিটাল জালিয়াতি নিয়েও 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, "'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের সঙ্গে ডিজিটাল এরেস্ট সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এর পরে, আমাদের সমাজে ডিজিটাল এরেস্ট ও ডিজিটাল জালিয়াতি সম্পর্কে অনেক সচেতনতা তৈরি হয়েছিল, কিন্তু তবুও, এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। আপনাদের সকলের অবশ্যই কেওয়াইসি-আপনার গ্রাহককে জানুন প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত থাকতে হবে।'

অনুষ্ঠানে ফের ভোকাল ফর লোকালেও জোর দিলেন প্রধানমন্ত্রী। দেশবাসীর কাছে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান, স্থানীয় পণ্য বেছে নিন। মোদী বলেন, 'আমাদের সবসময় 'ভোকাল ফর লোকাল'-এর মতো কিছু মন্ত্র মনে রাখতে হবে। হোলির সময় অথবা এমনকী অন্যান্য উৎসবে ব্যবহৃত অনেক জিনিস আমাদের বাজারে প্রবেশ করেছে যা বিদেশে তৈরি। এই পণ্যগুলিকে উৎসব থেকে দূরে রাখুন। স্থানীয় পণ্য বেছে নিন। যখন আপনি স্থানীয় পণ্য কিনবেন, তখন আপনি দেশকে স্বাবলম্বী করার উদ্যোগকেও সমর্থন করেন।'

বেতার অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন, দেশ এখন দাসত্বের প্রতীকগুলি পিছনে ফেলে আসছে। তিনি বলেন, 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের সময়, আমি লালকেল্লা থেকে 'পঞ্চ-পণ' এর কথা বলেছিলাম। এর মধ্যে একটি হল দাসত্বের মানসিকতা থেকে মুক্তি।

পশ্চিমবঙ্গ জঙ্গি কার্যকলাপের নিরাপদ আশ্রয় হয়ে উঠেছে: শমীক ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পশ্চিমবঙ্গ জঙ্গি কার্যকলাপের একটা নিরাপদ আশ্রয় হয়ে উঠেছে। রবিবার পানিহাটিতে দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে এমনটাই বললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। প্রসঙ্গত, দিল্লি পুলিশের স্পেশ্যাল সেল জঙ্গি মডিউলের সঙ্গে যুক্ত থাকার সন্দেহে আট জনকে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁদের মধ্যে ছয়জনকে তামিলনাড়ু থেকে এবং বাকি দু'জনকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে গ্রেপ্তার করেছে। এপ্রসঙ্গে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী উন্মুক্ত অবস্থার জন্য আজকে অবৈধ অনুপ্রবেশ হচ্ছে। জেহাদি চিন্তা ভাবনা গত সাত বছর ধরে এরাজ্যে চলছে। পশ্চিমবঙ্গের জমি ব্যবহার করে সারা দেশে

তাদের মডিউল প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চলেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের নির্বাচনে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর যে জামাতের উত্থান হয়েছে, তা উদ্বেগজনক। প্রসঙ্গত, শনিবার রাতে ভাঙড়ে ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লার গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ার অভিযোগ উঠেছে। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, ওটা ওদের পারিবারিক ব্যাপার। কারণ, তৃণমূল তৃণমূলকে মারছে। গত তিন বছরে যত রাজনৈতিক খুন হয়েছে। তার মধ্যে ৭৫ শতাংশের বেশি তৃণমূলের লোকজন খুন হয়েছেন। প্রতি ক্ষেত্রেই মৃতের পরিবারের দাবি সিবিআই তদন্তের। অভিযোগের তির নিজের দলের বিরুদ্ধেই। তাঁর জোরালো দাবি, বাংলায় তৃণমূল নেই। তৃণমূল সরকার চলে গেছে। যেটা আছে, সেটা জীবন্ত জীবাশ্ম।

কলকাতায় আয়োজিত শক্তি স্বরূপা নারী সমাবেশ অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশুবিকাশ মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবীর হাতে সারদা মায়ের প্রতিকৃতি তুলে দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

আমতায় সুকান্তের কড়া আক্রমণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়ার আমতায় দলীয় কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়ে রাজ্যের শাসকদল ও বাম শিবিরকে একসঙ্গে নিশানা করলেন বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। বক্তব্যের শুরুতেই তিনি বিতর্কিত দলবদল প্রসঙ্গকে গুরুত্বহীন বলে উড়িয়ে দেন। তাঁর কথায়, এ নিয়ে আলোচনার কিছু নেই। মিডিয়া অকারণে বিষয়টাকে বড় করছে। এখানে উল্লেখযোগ্য কেউ নেই।

বাম কর্মীদের তৃণমূলমুখী হওয়ার জল্পনা টেনে তিনি কটাক্ষ করেন, আগে ওরা অন্য কথা বলত, এখন দলে দলে ঘাসফুলের দিকে যাচ্ছে। সিপিএমের বহু কর্মী শেষমেশ তৃণমূলেই ভিড়বে। তাঁর দাবি, এই স্রোত আদর্শগত অবস্থানের দুর্বলতারই প্রমাণ।

এক অসুস্থ দলীয় কর্মীর প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠলে তিনি সংক্ষিপ্ত জবাব দেন, ব্যক্তিগত বিষয়ে রাজনীতি টানা উচিত নয়। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ ঘিরে রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়েও সরব হন তিনি। নাম না করে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে বলেন, সর্বোচ্চ আদালতের মতামত স্পষ্ট। কিন্তু রাজ্য প্রশাসনের আচরণে আদালতের প্রতি আস্থা দেখা যাচ্ছে না। আরও যোগ করেন, এই সরকার জনগণের নয়, নির্দিষ্ট একটি দলের স্বার্থে পরিচালিত হচ্ছে। সভার শেষে কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, লড়াই চালিয়ে যান, সত্য সামনে আসবেই।

দিল্লির হাল সামলে তবেই বাংলার সমালোচনা করুন: শশী পাঁজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার রবিবার বাংলাকে ঘিরে করা মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানালেন রাজ্যের মন্ত্রী ডা. শশী পাঁজা। কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে তিনি সরাসরি আক্রমণ শানিয়ে বলেন, বাংলার নারীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার আগে দিল্লির বাস্তব ছবিটা দেখুন। শশী পাঁজার দাবি, রাজধানীতেই নারী সুরক্ষার পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। তাঁর কথায়, ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসেই শতাধিক নয়, শত শত মহিলা নিখোঁজ হয়েছেন। তাঁদের খোঁজ কোথায়? প্রশাসন কী জবাব দেবে? তিনি আরও প্রশ্ন তোলেন, দিল্লিতে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটল, নিরাপত্তা ব্যর্থতার দায় নেবে কে? কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে কি কোনও জবাবদিহি আছে? দূষণ পরিস্থিতি নিয়েও দিল্লি সরকারের সমালোচনা করেন তিনি। ত্বছরভর বায়ুদূষণে মানুষ দমবন্ধ অবস্থায় থাকে। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কী কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে? এই প্রশ্নও ছুঁড়ে দেন শশী পাঁজা। বাংলায় এসে রাজনৈতিক বক্তব্য রাখার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এখানকার মহিলারা নিরাপদ ও আত্মবিশ্বাসী। অকারণে অপমান করার চেষ্টা বরদাস্ত করা হবে না। শেষে তাঁর কটাক্ষ, নিজের রাজ্যের সমস্যার সমাধান করুন, তারপর অন্যকে উপদেশ দিন।

শিলিগুড়ির বহুতল মার্কেট কমপ্লেক্সে ভয়াবহ আগুন, অল্পের জন্য রক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ির মহাবীর স্থান সংলগ্ন একটি বহুতল মার্কেট কমপ্লেক্সে রবিবার দুপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। তবে রবিবার হওয়ায় মার্কেটের অধিকাংশ দোকান বন্ধ ছিল, যার ফলে বড়সড় কোনো প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, শট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয় এবং তা দ্রুত ইলেকট্রিক মিটার বক্সের অংশ থেকে ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের খবর পেয়েই দমকলের তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আতঙ্কে মার্কেট কমপ্লেক্সে থাকা মানুষজন দ্রুত বাইরে বেরিয়ে আসেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে শিলিগুড়ি থানার পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছে এলাকাটি নিয়ন্ত্রণে নেয়। এলাকাটি অত্যন্ত জনবহুল এবং গলি সরু হওয়ায় দমকলের ইঞ্জিনগুলি ভেতরে ঢুকতে বেশ সমস্যার সম্মুখীন হয়। পরিস্থিতি মোকাবিলায় দমকল কর্মীদের প্রথমে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ফ্লাইওভারের ওপর থেকে জল দিয়ে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করতে হয়। পরে আরও দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

দমকল সূত্রে জানা গেছে, ওই বহুতল ভবনে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার যথেষ্ট অভাব ছিল, যার ফলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সময় লাগে। এই গাফিলতির কারণে দমকল বিভাগ বিল্ডিং কর্তৃপক্ষকে তলব করেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, ঘটনাটি যদি সপ্তাহের অন্য কোনো ব্যস্ত দিনে হতো, তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরও ভয়াবহ হতে পারত।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৩শে ফেব্রুয়ারি। ১০ ই ফাল্গুন। সোম বার। ষষ্ঠী তিথি । জন্মে মেষ রাশি, অষ্টত্তরী ও বিংশোত্তরী শুক্রে র মহাদশা কাল , মৃতে দোষ নাই।

মেষ রাশি : পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : প্রেমিক কে বিশ্বাস করে সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ। আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : নতুন উদ্যমে আবার, জমি জমা কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সামান্য আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত সাংবাদিক- লেখক মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সম্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো। তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতি র সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনী স্ত্রত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

(গোরূপিণীষষ্ঠী, সম্রাট আদি পি.সি. সরকারের জন্মদিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

CHANGE OF NAME

I, Rajat Panikar, son of Rabindra Panikar of 37/A/H/4 Suren Sarkar Road, P.S. & P.O. – Beleghata, West Bengal-700710. That my father unfortunately died on 27-11-2013. By Virtue of Affidavit dated 16-02-2026 have declared That My Father Name Has Been recorded As "P P Ravindranathan" in his Death Certificate, and "Rabindra Panikar", "Rabindranath Panikar" and "Panikar Palpoo Ravindranathan" in some other documents. That "P P Ravindranathan", "Rabindra Panikar", "Rabindranath Panikar" and "Panikar Palpoo Ravindranathan" is the same and one identical person.

NOTICE

My Client Sri Nemai Chandra Das, son of Late Dhiren Chandra Das, residing at 106/4, Raj Pukur Path, Athpur, PS-Jagaddal, District-North 24 Parganas, PIN-743128 have misplaced the original Deed (Bengali Kobala Dolil) bearing No. 10597 of 1962, 5093 of 1960 and 712 of 1955 all registered before the ADSR Naihati, in respect of the property situated at 106/4, Raj Pukur Path, Athpur, PS-Jagaddal, District North 24 Parganas, PIN-743128 and lodged a General Diary at Jagaddal Police Station vide GDE No. 1239 dated 19.02.2026. If any person find the above mentioned Deeds or any person have any claim in the said property then come up with valid proof and contact to below person within 10 days from the date of publication, after elapsing 10 days no claim will be entertained.

Partha Saran Ghosh
Advocate Contact No.: 9674302211
Mail id : advlaw@rediffmail.com

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন-** ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ-** ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬
হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ** ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ** ৯৮৩১৬৯৯২৪৪
নদিয়া
টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ** ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ** ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ** ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-** ৮১০১৩ ৭৩৫৮১

তোলাবাজি ঘিরে খড়দায় তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর লড়াই: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: খড়দার পাতুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রুইয়া শিল্পতালুকে জলাজমি ভরাটকে ঘিরে শনিবার তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর কোন্দল প্রকাশ্যে এসেছে। রহড়া থানার সামনে শাসকদলের দুই গোষ্ঠীর বিবাদ ঠেকাতে পুলিশকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়েছে। রবিবার নৈহাটি পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে গৃহসম্পর্ক অভিযানে অংশ নিয়ে খড়দার ঘটনা নিয়ে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তিনি বলেন, সারা রাজ্য জুড়ে পুকুর ভরাট হচ্ছে। পুকুর

ভরাট মমতা ব্যানার্জির সাংবিধানিক অধিকার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওনার 'জল ধরো জল ভরো' প্রকল্প আজ ভাঁওতাবাজিতে পরিণত হয়েছে। তাঁর দাবি, খড়দায় তোলাবাজি ঘিরে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মারপিট হয়েছে। ওখানে সাংসদ পার্থ ভৌমিক বনাম খড়দার বিধায়ক গোষ্ঠীর তোলাবাজি নিয়ে লড়াই চলছে। তাঁর দাবি, শিল্পতালুক থেকে অধিকাংশ কারখানা উঠে গেছে। যেগুলো টিকে আছে। সেগুলোতে অস্ত্র তৈরি হয়। প্রসঙ্গত, এসআইআরের চাপে নাকি টিটাগড়ের বাসিন্দা পেশায় স্কুল শিক্ষক গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। এপ্রসঙ্গে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, এসআইআরের চাপে আত্মহত্যার চেষ্টার অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আসলে মমতা ব্যানার্জির দল সর্বদা মিথ্যা কথা বলে। এটা বাংলার মানুষ-ও জানেন। প্রসঙ্গত, সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন প্রতীক উর রহমান। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, মুসলিমরা সিপিএমে থাকবে না। মুসলিমরা তৃণমূলে যাবে। আর হিন্দুরা বিজেপিতে থাকবে। গৃহসম্পর্ক অভিযানে অংশ নিয়ে পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতা বলেন, তাঁদের টার্গেট বাংলা। ২০২৬ সালে বাংলায় নিশ্চিতরূপে বিজেপি ক্ষমতায় আসবে। প্রসঙ্গত, এদিন গৃহসম্পর্ক অভিযানে এদিন হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি তাপস ঘোষ, জেলার সহ-সভাপতি মনোজ সিং, যুব নেতা সূর্য চৌধুরী, সৌমদীপ মোদক প্রমুখ।

মোহরকুঞ্জ শুরু হল পুষ্প প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বসন্তের আমেজে তিলোত্তমার বুকেই এখন সাজো সাজো রব। বৃহস্পতিবার থেকে কলকাতার মোহর কুঞ্জে শুরু হয়ে গেল তিনদিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় পুষ্প প্রদর্শনী। কলকাতা পুরসংস্থার উদ্যান বিভাগের সহযোগিতায় আয়োজিত এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের নেপথ্যে রয়েছেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা পুরমাতা সুস্মিতা ভট্টাচার্য চ্যাটার্জি। সারাবছর নানা সামাজিক কাজে যুক্ত থাকলেও, প্রতি বছর তাঁর বিশেষ উদ্যোগে আয়োজিত এই ফুলের মেলা শহরবাসীর কাছে অন্যতম বড় আকর্ষণ।

এদিন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিধায়ক দেবাশিস কুমার এবং সন্দীপ রঞ্জন বক্সি। উদ্বোধনী মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। পুষ্প প্রদর্শনীর পাশাপাশি এদিন বিভিন্ন বিভাগ থেকে আসা প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। যাঁরা অত্যন্ত যত্ন সহকারে ফুল, ফল এবং সবজি চাষ করে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন, তাঁদের উৎসাহ দিতেই এই বিশেষ সম্মান। বাহারি ফুল আর সবুজের এই সমারোহ দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন অসংখ্য মানুষ। সুস্মিতা ভট্টাচার্য চ্যাটার্জির এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সকলে। সাধারণ মানুষ ও প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য মোহর কুঞ্জ যেন এখন এক টুকরো স্বর্গ।

মহেশতলায় শুরু হল দু'দিনের 'কোল্ড ফায়ারওয়ার্কস' প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সাবেকি বাজি শিল্পের খোলনলচে বদলে দিতে মহেশতলায় শুরু হল এক অভিনব প্রশিক্ষণ কর্মশালা। বুধবার মহেশতলার টেকনো ইন্টারন্যাশনাল বাটানগর চত্বরে 'কোল্ড ফায়ারওয়ার্কস' বা শীতল বাজির ওপর দু'দিন ব্যাপী এই অত্যাধুনিক শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। লদীনারায়ণ ইনোভেশন টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটি (নাগপুর) এবং মহেশতলা ফায়ারওয়ার্কস ইন্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচিটি গ্রহণ করা হল। মহেশতলা অঞ্চলের কয়েক হাজার মানুষের জীবন-জীবিকা এই বাজি শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। তবে প্রায়শই নিরাপত্তা এবং পরিবেশগত বিধিনিষেধের কারণে এই ব্যবসায় মন্দা দেখা দেয়। ক্ষতিগ্রস্ত বাজি শ্রমিক ও ব্যবসায়ীদের কথা মাথায় রেখে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই বিশেষ উদ্যোগটি নেওয়া হল। এদিন প্রশিক্ষণ শিবিরে দেশ-বিদেশের অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীরা উপস্থিত হয়ে আধুনিক ও নিরাপদ বাজি তৈরির পাঠ দেন। মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এই কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন সংস্থার দুই কান্ডারী শুকদেব নস্কর ও শক্তিপদ জানা।

২০২১ সালে নন্দীগ্রামে যা ঘটেছিল, সেই বার্তাই ছিল পরিবর্তনের সূচনা: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, নন্দীগ্রাম: রবিবার নন্দীগ্রামে দলীয় কর্মসূচি থেকে রাজ্যের শাসক দলকে নিশানা করে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বক্তব্যে উঠে এল কর্মসংস্থান, আইনশৃঙ্খলা, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সীমান্ত নিরাপত্তার মতো একাধিক স্পর্শকাতর ইস্যু।

তিনি বলেন, তৃণমূলের চক্রান্ত কতদিন চলবে, তা বাংলার মানুষই ঠিক করবেন। ২০২১ সালে নন্দীগ্রামে যা ঘটেছিল, সেই বার্তাই ছিল পরিবর্তনের সূচনা। তাঁর দাবি, রাজ্যে শিল্প ও বিনিয়োগের অভাবে হাজার হাজার চাকরি হারিয়ে যাচ্ছে। ২৬ হাজার চাকরি চলে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি আর হতে দেওয়া যাবে না। বাংলার যুবকদের কাজের খোঁজে অন্য রাজ্যে পাড়ি দিতে হবে; এটা আমরা মেনে নেব না, মন্তব্য করেন তিনি। নারী নিরাপত্তা প্রসঙ্গেও সরব হন বিরোধী দলনেতা। তাঁর কথায়, মহিলাদের উপর নির্যাতনের ঘটনা বেড়েই চলেছে। এই অবস্থা বদলাতে হবে। পাশাপাশি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে বাধা ও মন্দিরে হামলার অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, হিন্দুদের বিশ্বাস ও সংস্কৃতির উপর আঘাত বরদাস্ত করা হবে না। সীমান্ত প্রসঙ্গে তাঁর কটাক্ষ, খোলা সীমান্ত দিয়ে অবৈধ বাংলাদেশিদের ঢুকিয়ে রাজ্যের জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট করা হচ্ছে। খালা মমতাই তাঁদের আশ্রয় দিচ্ছেন। সব মিলিয়ে, আগাম রাজনৈতিক লড়াইয়ের আগে বিরোধী শিবির যে আক্রমণাত্মক অবস্থান নিচ্ছে, রবিবারের ভাষণ তারই ইঙ্গিত বহন করছে।

রেশন মজুত খতিয়ে দেখতে রাজ্যজুড়ে বিশেষ অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সরকারি খাদ্যশস্যের হিসাব নিয়ে ভবিষ্যতে কোনও প্রশ্ন না ওঠে, সে লক্ষ্যে রাজ্যজুড়ে কড়া যাচাই প্রক্রিয়া শুরু করতে চলেছে খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর। জেলার গুদামগুলিতে বাস্তবে কত পরিমাণ চাল মজুত রয়েছে, তা সরাসরি পরিদর্শনের মাধ্যমে মিলিয়ে দেখা হবে।

দপ্তরের এক কর্তার কথায়, কাগজে যা দেখানো আছে, মাটিতে দাঁড়িয়ে তা-ই আছে কি না; এই সরল প্রশ্নেরই স্পষ্ট উত্তর চাই। সেই কারণেই দুই সদস্যের বিশেষ দল গঠন করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা গুদামে গিয়ে বস্তা গুনবেন, নমুনা হিসেবে কয়েকটি বস্তার ওজনও মাপবেন। প্রতি বস্তায় নির্ধারিত পরিমাণ শস্য রয়েছে কি না, তা যাচাই করাই মূল লক্ষ্য। যদি কোথাও অমিল ধরা পড়ে, তবে রেজিস্টার ও দপ্তরের ডিজিটাল নথি মিলিয়ে বিশদ পর্যালোচনা হবে। স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এক জেলার আধিকারিককে অন্য জেলায় তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। পরিদর্শনের রিপোর্ট নির্দিষ্ট ফরম্যাটে তৈরি করে জেলা নিয়ন্ত্রকের অনুমোদনের পর তা অনলাইনে আপলোড করতে হবে, পাশাপাশি হার্ড কপিও জমা থাকবে।

ফাগুনের রঙে...। বাগবাজারে তোলা ছবি।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০ ফাল্গুন ১৪৩২ সোমবার

‘ওঁর ভাবমূর্তি নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই’,

আইনি নোটিসের মাঝেই রাজীব কুমারকে তোপ সুকান্ত মজুমদারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারকে আইনি নোটিস পাঠালেন রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন ডিজি রাজীব কুমার। সাত দিনের মধ্যে ক্ষমা না চাইলে মামলার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রাক্তন ডিজি। কয়লা ও গরু পাচারকাণ্ডে প্রাক্তন ডিজির নাম জড়িয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেছিলেন সুকান্ত। ফলে প্রাক্তন রাজ্য পুলিশ প্রধান রাজীব কুমারকে ঘিরে রাজনৈতিক তরজা আরও তীব্র হল। মানহানির অভিযোগ তুলে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দেওয়ার পরেই পাল্টা সুর চড়ালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা প্রাক্তন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এক প্রকাশ্য সভায় তিনি সরাসরি প্রশ্ন তোলেন রাজীবের প্রশাসনিক ভূমিকা নিয়ে। সুকান্তের কথায়, ওঁর ভাবমূর্তি নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। রাজ্যের মানুষ সব দেখেছেন। কয়লা ও গরুপাচার সংক্রান্ত তদন্তের প্রসঙ্গ টেনে তিনি দাবি করেন, যে সব মামলায় কেন্দ্রীয় সংস্থা নড়েচড়ে বসেছিল, সেখানে ওঁর নাম ঘুরে বেরিয়েছে। সিবিআই পর্যন্ত ওঁর দরজায় গিয়েছিল; এটা তো ইতিহাস।

আইনি নোটিসের জবাব প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, ভয় দেখিয়ে সত্যিকে থামানো যায় না। উনি আদালতের পথে যেতে চাইলে আমরা সেখানেই উত্তর দেব। প্রয়োজনে নথি-তথ্য জনসমক্ষে আনা হবে। তাঁর আরও সংযোজন, আমি কারও সম্মানহানি করতে চাই না, কিন্তু জনজীবনে যাঁরা দায়িত্বে ছিলেন, তাঁদের কাজকর্ম নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। এদিকে রাজীবের পাঠানো আইনি নোটিসে দাবি করা হয়েছে, সাত দিনের মধ্যে সমাজমাধ্যমে নিঃশর্ত ক্ষমা না চাইলে তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি ও দেওয়ানি আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নোটিসে আরও অভিযোগ, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মন্তব্যের মাধ্যমে তাঁর পেশাগত সুনাম ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে।

কালীঘাটে পুজো দিয়ে বিজেপি সম্মেলনে বদলের বার্তা দিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জাতীয় স্তরের নেতাদের আনাগোনা ক্রমাগত বাড়ছে। এই আবহে রবিবার সকালে কলকাতার ঐতিহ্যবাহী কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। এদিন ভোরেই কালীঘাট মন্দিরে পৌঁছন রেখা গুপ্তা। হালকা গোলাপি রঙের শাড়ি এবং গেরুয়া রঙের উত্তরীয় পরিহিত অবস্থায় কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে তিনি মন্দিরে প্রবেশ করেন এবং মা কালীর দর্শন ও বিধি মেনে পুজো সম্পন্ন করেন। ভোটের মুখে তাঁর এই কালীঘাট সফর রাজনৈতিক মহলে স্বাভাবিকভাবেই আলোচনার জন্ম দিয়েছে। তাঁর এই সফর কী নিছকই ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে, নাকি এর পিছনে কোনও রাজনৈতিক বার্তা রয়েছে; সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের

উত্তরে স্মিত হেসে যে কোনও রাজনৈতিক মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন তিনি।

বিজেপি সূত্রের খবর, রবিবার দুপুরে কলকাতার সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে বিজেপি মহিলা মোর্চা আয়োজিত একটি মহিলা সম্মেলনেও যোগ দেন রেখা গুপ্তা। এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরী সহ বিজেপির একাধিক শীর্ষ নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে জাতীয় নেতৃত্বের এই ঘনঘন বাংলা সফর কোনও সাধারণ ঘটনা নয়। এটি নেহাতই সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ নাকি কোনও বৃহত্তর নির্বাচনী কৌশলের অংশ, তার উত্তর দেবে ভবিষ্যৎ সময়।

বেহালায় চলন্ত গাড়িতে শ্লীলতাহানি, অভিযুক্তের পুলিশি হেপাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বেহালা: ফের শহরে চলন্ত গাড়িতে শ্লীলতাহানির অভিযোগ। এক তরুণীকে পৈলান থেকে এক পরিচিত তরুণ গাড়িতে তুলে বেহালার দিকে নিয়ে আসছিল। চলন্ত গাড়িতে তরুণীকে শ্লীলতাহানি ও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এরপর বেহালা চৌরাস্তার কাছে গাড়ি পৌঁছতেই সেখান থেকে ওই তরুণীকে লাথি মেরে চলন্ত গাড়ি থেকে ফেলে দেয় অভিযুক্ত। এই ঘটনার পরই তরুণী ঘটনাস্থলের কাছাকাছি থাকা কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশের আধিকারিককে ঘটনা জানান। এমন অভিযোগ জানার পরই পুলিশ গাড়িটির খোঁজ শুরু করে।

এরপরই শনিবার রাতেই গ্রেপ্তার করা হয় অভিযুক্ত তরুণ অর্ণব শা-কে। আলিপুর আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অভিযুক্তকে। জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত পদ্মপুকুরের বাসিন্দা। আদালত অভিযুক্তকে পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

এদিকে গত সপ্তাহেই দক্ষিণ কলকাতার কসবা এলাকায় এক যুবতীকে জোর করে গাড়িতে তুলে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছিল। গত শুক্রবার রাতের ওই ঘটনার পর শনিবার কসবা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর নথিভুক্ত করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় তিনজনকে। অভিযোগ অনুযায়ী, শুক্রবার রাত প্রায় ১১টা নাগাদ নিউ বালিগঞ্জ রোডে দাঁড়িয়ে ছিলেন ওই যুবতী। সে সময় একটি কালো রঙের চারচাকা গাড়ি এসে তাঁর সামনে থামে। গাড়িতে থাকা কয়েক জন যুবক তাঁকে জোর করে তুলে নেয় বলে অভিযোগ। যুবতীর দাবি, চলন্ত গাড়ির ভিতরেই তাঁর শ্লীলতাহানি করা হয়।

বহিষ্কারের ২৪ ঘণ্টা পরেও প্রতীকের নাম রাজ্য কমিটির তালিকায়

প্রশ্নের মুখে সিপিএমের ডিজিটাল নথি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রতীককে নিয়ে সিপিএমের বিড়ম্বনা যেন কাটার নামই নিচ্ছে না। রাজ্য রাজনীতিতে নতুন বিতর্কের জন্ম দিল সিপিএমের সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত। শনিবার একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে প্রতীক উর রহমানকে বহিষ্কারের ঘোষণা করে রাজ্য সিপিএম। যদিও তাতে ‘বহিষ্কার’ বানান ভুল থাকায় যথেষ্টই বিড়ম্বনার মুখে পড়েছিল দল। এরপর ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও, দলের সরকারি ওয়েবসাইটে রাজ্য কমিটির সদস্যদের তালিকায় এখনও প্রতীকের নাম বহাল রয়েছে। এই বৈপরীত্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। শনিবার দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে প্রতীক উর রহমানকে অবিলম্বে বহিষ্কার করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে অনলাইনে প্রকাশিত নথিতে তাঁর অবস্থান অপরিবর্তিত থাকায় প্রশ্ন উঠছে সিদ্ধান্ত কার্যকর করার প্রক্রিয়া নিয়ে। বিরোধী শিবিরের কটাক্ষ, ঘোষণায় দ্রুততা থাকলেও বাস্তবায়নে গাফিলতি স্পষ্ট।

এ প্রসঙ্গে সিপিএমের এক রাজ্য নেতা বলেন, ওয়েবসাইট আপডেটের প্রক্রিয়া চলছে। প্রশাসনিক কারণে কিছুটা সময় লাগতেই পারে। সিদ্ধান্তে কোনও দ্ব্যর্থতা নেই। তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে তথ্য হালনাগাদ না হওয়া সংগঠনের বার্তা ও ভাবমূর্তির উপর প্রভাব ফেলতে পারে। দলীয় অভ্যন্তরে এই ঘটনার তাৎপর্য নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে। বহিষ্কারের সিদ্ধান্তের পরও সরকারি তালিকায় নাম থেকে যাওয়া কেবল প্রযুক্তিগত ত্রুটি, নাকি প্রশাসনিক শৈথিল্য; তা নিয়েই এখন প্রশ্নের কেন্দ্রবিন্দুতে সিপিএম নেতৃত্ব।

প্রতীকের দলবদল ঘিরে লাল শিবিরে অস্বস্তি, সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের রাজনৈতিক পরিসরে নতুন করে চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে বাম শিবিরের একাংশের দলত্যাগ। সাম্প্রতিক কয়েকটি যোগদানের ঘটনায় সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয়েছে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের বন্যা। ফেসবুক, এক্স ও ইনস্টাগ্রামে একের পর এক মিম ছড়িয়ে পড়ছে, যেখানে মতাদর্শের ধারাবাহিক পরিবর্তনকে তুলে ধরা হচ্ছে কৌতুকের মোড়কে।

একটি বহুল শেয়ার হওয়া পোস্টে লেখা হয়েছে, প্রথমে বলল আদর্শ বিক্রি হবে না, তারপর বলল ওদের সঙ্গে বোঝাপড়া আছে, তারপর বিজেপিকে ভোট নয়; শেষে একদিন দেখা গেল ঘাসফুলের মঞ্চে দাঁড়িয়ে। আর এক নেটিজেনের কটাক্ষ, প্রতীক উর হোক বা

দেবরাজ; ছক একই, পথও একই। নিজেকে ‘ডিজিটাল যোদ্ধা’ পরিচয় দেওয়া এক ব্যবহারকারী লিখেছেন, সমস্ত অনলাইন কর্মীদের বলছি, স্ক্রিপ্ট বদলায়, চরিত্র বদলায় না। সেই পোস্টে হ্যাশট্যাগ জুড়ে দেওয়া হয়েছে, আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মতাদর্শের প্রশ্নে আপসের অভিযোগ নতুন নয়, তবে সামাজিক মাধ্যমে তা এখন মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে জনমত গঠনে প্রভাব ফেলছে। বাম শিবিরের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া না মিললেও, কর্মী সমর্থকদের একাংশ মনে করছেন, ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তকে দলীয় অবস্থানের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হচ্ছে। সব মিলিয়ে, দলবদলের ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্কের পাশাপাশি ভার্চুয়াল দুনিয়ায় রসিকতার ঝড় আরও তীব্র হচ্ছে।

‘ভাতাকে অধিকারের স্বীকৃতি’, ভোটের মুখে ভাতার সমর্থনে সিপিএম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের হাওয়া গরম হতেই বদলে গেল সুর। এতদিন নগদ সহায়তার রাজনীতিকে ‘ভোট টানার ফাঁদ’ বলে কটাক্ষ করত সিপিএম। এখন তারাই বলছে, ক্ষমতায় এলে মহিলাদের জন্য বর্তমানের চেয়ে বেশি টাকা দেওয়া হবে। রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন; এ কি কৌশলগত মোড়, না কি আদর্শগত আপস?

রবিবার কলকাতায় মহিলা সমিতির এক কর্মসূচিতে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম স্পষ্ট জানান, টাকা ছুঁড়ে দিয়ে দায় সারা যায় না। আমরা চাই এটি আইনি অধিকার হোক। দুর্নীতি বন্ধ করতে পারলে আরও বেশি অর্থ দেওয়া সম্ভব। তাঁর অভিযোগ, বহু প্রাপ্য নারী তালিকার বাইরে থেকে গিয়েছেন। দলীয় আনুগত্যের শর্তে সহায়তা; এটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি নয়, বলেন তিনি।

সমালোচকদের মতে, এতদিন যে নগদ সহায়তাকে ‘প্রলোভন’ বলা হয়েছে, আজ সেটাই নির্বাচনী অঙ্গীকারের কেন্দ্রে। এক রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকের কথায়, মাঠের বাস্তবতা কঠিন। তাই সিপিএমও অঙ্কের রাজনীতিতে নেমেছে।

রাজ্যের ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ প্রকল্পের প্রসঙ্গ টেনে সেলিমের কটাক্ষ, অল্প টাকাকে বড় করে দেখানো হচ্ছে। মানুষের প্রাপ্যকে সম্মান দিয়ে ফিরিয়ে দিতে হবে। পাশাপাশি তিনি বিজেপিকেও আক্রমণ করে বলেন, ভয় দেখিয়ে সমর্থন আদায়; এই রাজনীতিতে আমরা বিশ্বাস করি না। ১ মার্চ থেকে প্রচার শুরু ও পৃথক ইস্তাহারের ঘোষণা করেছে বাম শিবির। ভাতার অঙ্কই এখন মূল রাজনৈতিক মঞ্চ; আর সেখানে সিপিএমের অবস্থান বদল নিয়েই জোর জল্পনা।

এসআইআরের রায় ঘিরে শাসক দলের দাবির সত্যতা নিয়ে উঠল প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসআইআর সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক নির্দেশকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে। রবিবার রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাদের সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টে বিভিন্ন দাবি করা হয়। যাতে শাসক দলের দাবি, আদালতে যাওয়াই প্রমাণ করে আমরা গণতন্ত্র রক্ষায় লড়ছি, আদালতও আমাদের অবস্থানকে মর্যাদা দিয়েছে। যদিও রায়ের নথি পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে, শীর্ষ আদালত কোনও পক্ষের রাজনৈতিক অবস্থানকে সমর্থন করেনি। আবেদন গ্রহণ ও শুনানি মানেই অবস্থানকে বৈধতা দেওয়া; এমন ব্যাখ্যা আদালতের ভাষ্যে নেই।

দলের অপর একটি বক্তব্য, বিচার বিভাগীয় তত্ত্বাবধানের নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের উপর আস্থাহীনতার প্রমাণ। যদিও আদালতের পর্যবেক্ষণ স্পষ্ট করেছে, স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতেই এই ব্যবস্থা। কমিশনকে অকার্যকর বা পক্ষপাতদুষ্ট ঘোষণা করা হয়নি। ফলে এই দাবি পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয় না।

শাসক দলের আরও অভিযোগ, শুধু বাংলাতেই অদৃশ্য কারচুপির বিরুদ্ধে আদালতকে নামতে হয়েছে। যদিও রায়ে এ ধরনের কোনও মন্তব্য অনুপস্থিত। রাজনৈতিক কারচুপির প্রশ্নে আদালত নিরপেক্ষ অবস্থানই বজায় রেখেছে। সেই ক্ষেত্রেও এই দাবি রায়ের সঙ্গে বাস্তবসম্মত হয় না।

৪৫ লক্ষ ভোটার নথি সংকটে, আদালতের নজরে যাচাই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে রাজ্যে বড়সড় অনিশ্চয়তা। কমিশন সূত্রের দাবি, প্রায় ৪৫ লক্ষ ভোটারের কাগজপত্রে গরমিল বা অসম্পূর্ণতা ধরা পড়েছে। ফলে তাঁদের নাম তালিকায় থাকবে কি না, তা নির্ভর করছে বিশেষ যাচাই প্রক্রিয়ার উপর। এই প্রেক্ষাপটে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে আদালতের তত্ত্বাবধানে নথি পরীক্ষার আর্জি জানিয়েছেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে একজন করে বিচার বিভাগীয় আধিকারিক থাকবেন। তাঁদের উপস্থিতিতেই হবে শুনানি ও নথি মিলিয়ে দেখা। পুরো প্রক্রিয়া সিসিটিভি পর্যবেক্ষণে রাখার কথাও জানা গিয়েছে।

কমিশনের এক কর্তা বলেন, যাঁদের নথিতে সমস্যা রয়েছে, তাঁদের সুযোগ দেওয়া হবে। বৈধ কাগজ পেশ করতে পারলে নাম যুক্ত হবে। তবে সতর্কবার্তাও রয়েছে। সূত্রের বক্তব্য, কোনও অযোগ্য নথি গ্রহণ হলে তার ডিজিটাল রেকর্ড থাকবে। প্রয়োজনে উচ্চতর আদালতের দ্বারস্থ হওয়া হবে। অন্য রাজ্যগুলিতেও একই ধরনের পর্যালোচনার পরে বহু নাম বাদ পড়েছে বা যুক্ত হয়েছে। ফলে বাংলায় এই প্রক্রিয়ার ফলাফল ঘিরে কৌতূহল তুঙ্গে। নির্ধারিত দিনের আগে যতগুলি আবেদন নিষ্পত্তি সম্ভব, সেগুলিই মূল তালিকায় প্রতিফলিত হবে। বাকি সিদ্ধান্ত যাবে পরবর্তী পরিপূরক তালিকায়। ভোটের আগে তাই নথি-পরীক্ষাই এখন প্রধান ইস্যু।

দৃষ্টিহীনদের ফুলের হোলি। শ্যাম পার্কে ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

আজ ও মঙ্গলবার বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী ২ দিন দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস দিচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। আগামী ২৩ থেকে ২৪ তারিখের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের দক্ষিণের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ২৩ তারিখ শুধুমাত্র ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, দুই চব্বিশ পরগনা, দুই মেদিনীপুরে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ২৪ তারিখে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুরে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ২৪ তারিখ পূর্ব মেদিনীপুর, দুই ২৪ পরগনা, ঝাড়গ্রামে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, বসন্তকালে হঠাৎ এই বৃষ্টির নেপথ্যে রয়েছে নিম্নচাপ ও ঘূর্ণাবর্ত। দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ শক্তি হারিয়ে ঘূর্ণাবর্তে পরিণত হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন ভারত মহাসাগর এলাকায় ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। নিম্নচাপ নতুন করে তৈরি হবে এই এলাকায়। পূর্ব ভারত মহাসাগর এবং দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করবে আরও একটি শক্তিশালী নিম্নচাপ। তার জেরেই বৃষ্টি হবে। তবে এতে তাপমাত্রা খুব একটা পরিবর্তন হবে না।

অন্যদিকে ২৩ থেকে ২৪ উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়িতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকবে। বঙ্গোপসাগরের উপর থেকে জলীয় বাষ্প এবং উত্তর-পশ্চিমে শুষ্ক হওয়ার সংস্পর্শেই বৃষ্টিপাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

আগামী দু-দিনে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে দক্ষিণবঙ্গে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আরও সামান্য বাড়তে পারে বলে ইঙ্গিত

আবহাওয়া দপ্তরের। সকালে ও রাতে শীতের আমেজ ক্রমশ উধাও হবে। দিনে শীতের অনুভূতি ইতিমধ্যেই কমে গিয়েছে। সোম এবং মঙ্গলবার বৃষ্টি এবং মেঘলা আকাশের কারণে দিনের তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে দক্ষিণবঙ্গে। আগামী কয়েক দিন উত্তরবঙ্গে তাপমাত্রা পরিবর্তনের কোনও সম্ভাবনা নেই।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, রবিবার কলকাতায় ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে উঠল পারদ। অর্থাৎ, তাপমাত্রা আরও কিছুটা বাড়ল। দিনের তাপমাত্রাও ৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে রয়েছে। আরও একটু বাড়তে পারে রাতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। রবিবার সকালে ছিল মেঘলা আকাশ। ক্রমশ আংশিক মেঘলা আকাশ। বেলায় পরিষ্কার হয় আকাশ। আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া। তবে আজ সোমবার হালকা বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা লাগোয়া অংশে। মঙ্গলবার কলকাতা শহরেও হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতায় রবিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ০.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। শনিবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ০.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বা আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৩৮ থেকে ৮৩ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শহরের তাপমাত্রা থাকবে ২০ ডিগ্রি থেকে ৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে।

নিউটাউনে মদ্যপ যুবক-যুবতীদের দাপাদাপি, আক্রান্ত প্রতিবাদী

নিজস্ব প্রতিবেদন, নিউটাউন: নিউটাউনে মদ্যপ যুবক-যুবতীদের দাপাদাপি আর মত্ত অবস্থায় জোরে গান-বাজনা, চিৎকার। এই তীব্র আওয়াজের অসহ্য হয়ে ওঠায় এর প্রতিবাদ করেন এক প্রতিবেশী। তাতেই বেধড়ক মারধরে মাথা ফাটে যুবকের, এমনটাই স্থানীয় সূত্রে খবর। আঘাত এতোটাই গুরুতর যে ছয়টি সেলাইও দিতে হয়। এদিকে অভিযোগ নথিবদ্ধ হতেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তদন্তে নেমে সাতজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে, নিউটাউনের যাত্রাগাছি এলাকায়। থানা থেকে ঢিলছোঁড়া দূরত্বে এই ঘটনায় একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। জানা গিয়েছে, কিছুদিন আগে যাত্রাগাছির একটি আবাসনে ঘর ভাড়া নেয় এক যুবক-যুবতী। শনিবার তাঁদের ঘরে আসেন ওই যুগলের বন্ধুরা। গভীর রাত পর্যন্ত চলে পার্টি। তাঁদের ঘর

থেকে চিৎকার চেঁচামেচি, তীব্র গান বাজনার শব্দ আসতে থাকে। এই অত্যাচার সহ্য করতে পারেননি প্রতিবেশী শওকত আলি ও তাঁর পরিবার।

যুগলের ঘরে গিয়ে ঘটনার প্রতিবাদ জানান শওকত। তাঁদের অসুবিধা হচ্ছে সেই কথা জানান। অভিযোগ, তাতে বচসায় জড়িয়ে পড়েন যুগলের বন্ধু ও শওকত। অভিযোগ, প্রতিবাদ জানাতেই বচসা শুরু।

তা গড়ায় হাতাহাতিতে। অভিযোগ, ওই ঘরে থাকা ছয়-সাতজন যুবক-যুবতী ব্যাপক মারধর করেন শওকতকে। মারধরের জেরে মাথা ফাটে তাঁর। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর মাথায় ছয়টি সেলাই পড়ে। পরিবারের তরফে থানায় অভিযোগ জানানো হয়।

সম্পাদকীয়

অন্য রাজ্যে শেষ, রাজনীতির হাঁড়িকাঠে পড়ে এরাজ্যে শেষ হয় না এসআইআর

বাংলাজুড়ে গত তিনমাস ধরে এসআইআর উত্তাপ একেবারে তুঙ্গে। মৃত্যু, আতঙ্ক, হিংসা, ক্ষোভ, বিক্ষোভ, মামলা। মোকদ্দমা কিছুই বাদ গেল না। জল গড়াল সুপ্রিম কোর্টে। সেখানে সওয়াল করতে পৌঁছে গেলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। সবমিলিয়ে রীতিমতো সবমিলিয়ে হইহই রইরই কাণ্ড। এর যাঁতাকলে পড়ে আজও শেষ হল গোটা প্রক্রিয়া। প্রকাশ করা গেল না চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। দু'দুবার দিন ঘোষণা করেও পিছু হঠল কমিশন। আপাতত তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারি। সেটাও হবে কিনা এখনও নিশ্চিত নয়। এর ফাঁকে দেশের আরও ৫ রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে গোটা প্রক্রিয়া শেষ করে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করে দিল নির্বাচন কমিশন। রাজস্থান, ছত্তীসগঢ়, গোয়া, কেরল, মধ্যপ্রদেশ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হয়েছে শনিবার। রাজস্থানে চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে ৩১ লক্ষ ভোটারের নাম। মধ্যপ্রদেশে ৩৪ লক্ষ ২৫ হাজার ৭৮ জন ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। ছত্তীসগঢ়েও বাদ পড়েছে প্রায় ২৫ লক্ষের নাম। গোয়াতে ১ লক্ষ ২৭ হাজার ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। বামশাসিত কেরলে বাদ পড়েছে ৮ লক্ষ ৯৭ হাজার ২১১ জন ভোটারের নাম। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বাদ পড়েছে ৫২ হাজারের বেশি ভোটারের নাম। প্রতিবেশী বিহারের পর পশ্চিমবঙ্গ-সহ মোট ১২টি রাজ্য এবং দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআর শুরু করে কমিশন। ইতিমধ্যে গুজরাত, পুদুচেরি এবং লক্ষদ্বীপের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। শনিবার আরও ৫ রাজ্য এবং একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের চূড়ান্ত তালিকা সামনে এল। তার মানে একমাত্র বাংলাকে বাদ দিলে এসআইআরের কাজ মোটামুটি গুটিয়ে নিয়ে এসেছে কমিশন। তাহলে প্রশ্ন, সব রাজ্যে যা করা যায়, তা এখানে কেন হয় না? প্রশ্নটা কিন্তু জোরালো ভাবেই উঠছে। এতগুলো রাজ্যে হল, কে জানতে পেরেছে? কোথায় মৃত্যুমিছিল? দু'একটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা হয়তো হয়েছে। এর সবচেয়ে বড় কারণ, রাজনীতি নয়, প্রশাসনিক সহযোগিতা। যা মেলে না বাংলায়। এটাই তফাৎ।

শব্দছক ৮১

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. আকাল ৩. অতি দ্রুত গতিবেগ ৬. ঔৎসুক্য ৭. ষষ্ঠী ৮. ৯-এর স্থানাবলম্বি ১০. দময়ন্তী-র স্বামী ১২. পর্বত ১৩. পায়রার আত্মা ১৫ নোনাস্বাদের ১৭. কাব্যে ব্যবহৃত 'আমার' কথাটি ২০ ক্রোধ ২১. মন্ডপ ২২. মায়ের বোন বা দিদি ২৪. বাসস্থানের হদিশ ২৫. আদরে যা গৃহীত ২৬. শব্দযোগে প্রকাশিত

ওপর-নিচ: ১. শ্রীগণেশ ২. কোমল ৩. দারুণ মজবুত ৪. তট ৫ নির্মিত ৯. বাহুমূলের নিম্নদেশ ১১. লতিয়ে চলে যে গাছ ১৩. কণা দ্বারা নির্মিত ১৪. আয়ত্বাধীন শক্তি ১৬. শূকর ১৮. মনের ইচ্ছানুযায়ী ১৯. একাধিক পদের একত্রীকরণ ২১. ধ্বংশ ২৩. শেষ বা প্রান্ত

সমাধান ৮০ — পাশাপাশি: ১. প্রাজ্ঞ ২. নবনীত ৪. পিক ৬. ধিমাতাল ৮. বউনি ১০. কমা ১১. রতাপ ১২. বাসক ১৪.কাত ১৬. দাড়িম্ব ১৭. অমরত্ব ১৯. ধন ২০. পিতাসম ২১. ব্যথা

ওপর-নিচ : ১. প্রাণাধিক ২. নকল ৩. নীরবতা ৪. পিতা ৫. খনি ৭. মামাবাড়ি ৯. উপকার ১৩. সম্বলতা ১৫. তত্বকথা ১৬. দাতা ১৭. অধম ১৮. মন

আজকের দিন

- **১৯০৩** — কিউবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে গুয়ান্তানামো বে ইজারা দেয়।
- **১৯৪৭** — আন্তর্জাতিক মান সংস্থা (ISO) প্রতিষ্ঠিত হয়।
- **১৯৫৮** — এফ১ চ্যাম্পিয়ন জুয়ান ম্যানুয়েল ফ্যাঙ্গিও কিউবায় অপহৃত।
- **২০০৩** — ৪৫তম গ্র্যামি পুরস্কার নিয়ে নোরা জোন্স ৮ বার বিজয়ী হন।

জন্মদিন

১৮৪১ বিশিষ্ট লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহের জন্মদিন।

১৯৬৯ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ভাগ্যশ্রীর জন্মদিন।

১৯৭৪ বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় দেবজিৎ ঘোষের জন্মদিন।

ভাগ্যশ্রী

যুবসাথী: দীর্ঘ লাইন, দীর্ঘ প্রশ্ন

বেকারত্ব, ভাতা ও রাজনীতির বাস্তবতা

বরুণ মণ্ডল

পশ্চিমবঙ্গে 'যুব সাথী' প্রকল্প চালুর পর এক নতুন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। প্রতিদিন ৫০ টাকা, অর্থাৎ মাসে ১৫০০ টাকা ভাতা পাওয়ার আশায় বহু তরুণ-তরুণী লাইনে দাঁড়াচ্ছেন। যাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষক, ইঞ্জিনিয়ার বা অফিসকর্মী হওয়ার স্বপ্নে গড়ে উঠেছিল, তাদের অনেকেই আজ ভাতার লাইনে দাঁড়ানোকে বাধ্যতামূলক বাস্তবতা হিসেবে দেখছেন। এই দৃশ্য একদিকে যেমন সরকারের কাছে প্রকল্পের সাফল্যের প্রমাণ, অন্যদিকে বিরোধীদের কাছে এটি কর্মসংস্থানের সংকটের প্রতীক।

সরকারি ঘোষণায় তবাংলার যুব সাথীদ প্রকল্পে মাসিক ১,৫০০ ভাতা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আনুমানিক ২৭.৮ লক্ষ তরুণ এতে উপকৃত হতে পারেন এবং বাজেটে প্রায় ৫,০০০ কোটি বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সরকার পক্ষের যুক্তি, চাকরির অপেক্ষায় থাকা যুবকদের জন্য এটি একটি সহায়ক পদক্ষেপ। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে;এই সহায়তা কি স্থায়ী সমাধান, নাকি সাময়িক উপশম?

বেকারত্বের পরিসংখ্যান বনাম বাস্তব অভিজ্ঞতা

সরকারি পরিসংখ্যান দেখায় পশ্চিমবঙ্গের বেকারত্বের হার জাতীয় গড়ের নিচে। PLFS-এর তথ্য অনুযায়ী ২০২৫ সালের অক্টোবর,ডিসেম্বর সময়কালে রাজ্যে বেকারত্বের হার ছিল প্রায় ৩.৬ শতাংশ, যেখানে জাতীয় গড় ছিল ৪.৮ শতাংশ। এই সংখ্যাগুলো দেখে মনে হতে পারে পরিস্থিতি তুলনামূলক ভালো। কিন্তু পরিসংখ্যান সবসময় বাস্তব অনুভূতি তুলে ধরে না।

যুব সমাজের অভিযোগ, যোগ্যতা অনুযায়ী স্থায়ী ও মানসম্পন্ন চাকরির সুযোগ কমে গেছে। বহু কোচিং সেন্টার, যারা সরকারি চাকরির প্রস্তুতির জন্য পরিচিত ছিল, ব্যবসায়িক সম্ভাবনা কমে যাওয়ায় অন্য রাজ্যে কার্যক্রম সরিয়ে নিচ্ছে;এমন ধারণা সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে হতাশা ও অনিশ্চয়তা বাড়ছে।

নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক ও আস্থার সংকট

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত বিতর্ক পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে। আদালতের নির্দেশে ২০১৬ সালের স্কুল নিয়োগ প্রক্রিয়ার হাজার হাজার চাকরি বাতিল হওয়ার ঘটনা রাজ্যের চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে গভীর অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। প্রায় ২৪,০০০-২৫,০০০ নিয়োগ বাতিলের খবর ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়।

এই প্রেক্ষাপটে অনেক তরুণ মনে করছেন, দীর্ঘদিন প্রস্তুতি নিয়েও স্থায়ী চাকরি পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই। ফলত, ভাতা-নির্ভরতা একপ্রকার অনিবার্য হয়ে উঠছে। এখানে প্রশ্ন দেখা দেয়;ভাতা কি আত্মনির্ভরতার পথ খুলে দেয়, নাকি কর্মসংস্থানের চাপ কমিয়ে দেয়?

ভাতা সামাজিক সুরক্ষা নাকি রাজনৈতিক কৌশল?

যুব সাথীর অর্থ সরকার নিজস্ব দলীয় তহবিল থেকে নয়, জনসাধারণের করের অর্থ থেকেই দেওয়া হয়;এ কথা অনেকেই স্মরণ করিয়ে দেন। সেক্ষেত্রে, প্রকল্পের বিরোধীরাও যুক্তি দেন যে নাগরিক হিসেবে সুবিধা গ্রহণে তাদের আপত্তি থাকা উচিত নয়। এ যুক্তি সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য হলেও, সমালোচকেরা বলেন, দীর্ঘমেয়াদে ভাতা-নির্ভরতা অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা বাড়ায় না।

বেকারত্ব যখন একটি কাঠামোগত সমস্যা, তখন কেবল মাসিক ভাতা দিয়ে সেটি সমাধান করা যায় কি না; এই প্রশ্ন থেকেই যায়। সমালোচকদের ভাষায়, তগাছের গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়ারদ মতো অবস্থা যেন না তৈরি হয়। কারণ চাকরি সৃষ্টি না হলে ভাতা কেবল সময়ক্ষেপণ হিসেবেই দেখা যেতে পারে।

রাজনৈতিক ব্যাখ্যা ও সামাজিক বিভাজন

শাসক দলের কিছু নেতার মন্তব্য অনুযায়ী, বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের যুবকেরাও এই লাইনে দাঁড়াচ্ছেন; যা তাদের কাছে প্রকল্পের গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ। অন্যদিকে বিরোধীরা দাবি করেন, এটি আসলে শিক্ষিত যুব সমাজের আর্থিক অনিশ্চয়তার প্রকাশ। দুই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মূল পার্থক্য হলো;এক পক্ষ এটিকে সামাজিক নিরাপত্তা বলে দেখছে, অন্য পক্ষ কর্মসংস্থানের ব্যর্থতা হিসেবে ব্যাখ্যা করছে।

অর্থনৈতিক প্রভাব

যদি লক্ষাধিক মানুষ মাসিক ভাতার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন, তাহলে রাজ্যের আর্থিক চাপও বৃদ্ধি পাবে। ৫,০০০ কোটির মতো বড় বরাদ্দ সামাজিক সুরক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও, একই অর্থ শিল্প বিনিয়োগ বা দক্ষতা উন্নয়নে ব্যয় হলে দীর্ঘমেয়াদে কর্মসংস্থান বাড়তে পারে; এমন মত অর্থনীতিবিদদের মধ্যেও দেখা যায়।

উপসংহার

যুব সাথী প্রকল্প একদিকে বহু বেকার যুবকের জন্য সাময়িক স্বস্তি নিয়ে এসেছে, অন্যদিকে রাজ্যের কর্মসংস্থান পরিস্থিতি নিয়ে বড় প্রশ্নও তুলে দিয়েছে। দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ানো যুবকদের দৃশ্য শুধু একটি ভাতার জনপ্রিয়তার চিত্র নয়; এটি শিক্ষিত সমাজের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার প্রতিফলনও হতে পারে।

সত্যিকার সমাধান সম্ভবত ভাতা ও কর্মসংস্থানের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। ভাতা সাময়িক সহায়তা দিতে পারে, কিন্তু স্থায়ী উন্নতির জন্য প্রয়োজন স্বচ্ছ নিয়োগ, শিল্পায়ন, দক্ষতা উন্নয়ন এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। অন্যথায়, ভাতার লাইন দীর্ঘ হলেও স্বপ্নের লাইন ক্রমেই ছোট হয়ে আসবে।

এগিয়ে চলতে চলতে হারিয়ে ফেলা জীবন

শতদল ভট্টাচার্য

প্রকৃতির খোঁজে থাকা খ্যাপাকে শহরে বড় বেমানান লাগে; যাক না সে চলে পল্লী আর গাঁয়ে ! কিন্তু তাতেও লাভ নেই। সে পল্লী কই, সে গ্রাম কই? পল্লী তার মূল রূপ থেকে ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে দিন প্রতিদিন; গ্রামগুলি শহর হয়ে উঠছে। এদিকে আবার প্রতিটা শহর কালে একটু একটু করে মোটা হয়ে চারপাশের অঞ্চলগুলিকে গিলে নিচ্ছে । বাড়তে বাড়তে শহর গিয়ে শহরে জুড়ে যাচ্ছে। এক সময় দেখা যাবে চাষের জমি ছেড়ে সারা দেশের সমগ্র পরিসর জুড়ে টানা একটি মাত্র নিরবচ্ছিন্ন শহর বিরাজমান। তার নাম হতে পারে 'অতিনগর'। পল্লিগ্রাম আর পল্লিজীবন সম্ভবতঃ রূপকথায় স্থান পাবে। সবুজ প্রকৃতির মাঝে মানুষের বাস এক সোনার পাথরবাটি হয়ে দাঁড়াবে। তা সে দাঁড়ালেই বা ! উন্নতি সর্বব্যাপক ! পাহাড়-পর্বতের মাথা মুড়িয়ে উন্নতির মুকুট পরানো হলে তা এত মিষ্টি দেখায় যে তা বলবার নয়। পুরনো দিনের মতো সবুজে ঢাকা পাহাড় আজকাল যেটুকু রয়েছে সেটা বড় বিচ্ছিরি দেখায় যে! ইমারতে ইমারতে ছয়লাপ পাহাড়গুলি রাতে কেমন ঝলমল্ করে! গাছপালার আশেপাশে দেখা জোনাকির ঝিকিমিকি তাই লজ্জা পেয়ে চুপচাপ গা-ঢাকা দিয়েছে।

যতই খুঁজি না কেন, পাই কোথায়? চোখে পড়ে কই? তবু কে বলে বসন্ত এসে গেছে? কেনই বা বলে? বসন্ত তো চলে গেছে। ঠিক যেমন হেমন্ত চলে গেছে । শরৎ চলে গেছে। চলে গেছে ঠিক বলা চলে না। ওরা তো প্রায় আসেই না, আসতে পারে না। ভিড়ে-ঠাসা নগর-মহানগরে আমাদের বাস। আমাদের শহর-জীবনে ওদের আর দেখা নেই ; যেন চলে গেছে নিরুদ্দেশে। গেরামেও তাদের দেখা মেলে কি মেলে না । টান না থাকলে বিশ্বচরাচরে কিছু কাছে আসে না, আসার নিয়ম নেই। বিজ্ঞান তো তেমনটাই বলে। আমাদের আজকাল তেমন টান নেই কিনা, ঋতুদের জন্য। ওরা সে-হেতু আসে না। আমাদের তো চেয়ে দেখার সময় নেই, ওরা তাই আসে না। আমাদের মন অন্যদিকে; তা ওরা আর এসে কীই বা করবে? এ দিকে আমরা 'এসে গেছে' 'এসে গেছে' বলে যতই গলা সাধতে থাকি না কেন, এই কোমল ঋতুগুলি জনপদে এসে উঠতে আজকাল পারে কই ? এরা একটু নরম গোছের; গ্রীষ্ম, বর্ষা আর শীতের মত জোরদার নয় বলে একালে টিঁকে থাকার পথ খুঁজতে হয়রান হয়ে যাচ্ছে । মানবের উদগ্র সভ্যতার উগ্রগতির সামনে আত্মরক্ষা করা সহজ কর্ম নয়। দুর্বলদের দ্বারা হবে না। ডারউইন বলেছিলেন কিনা - প্রকৃতিতে হয় কেবল যোগ্যতমের উদ্বর্তন ? তাই কেবল বলবান ঋতুগুলিই টিঁকবে এবং তারা সবলতর হবে। গ্রীষ্ম হবে উষ্ণতর, শীত হবে শীতলতর, বর্ষা হবে অঝোরতর, তবেই না প্রগতি! জলবায়ু-পরিবর্তন তো প্রগতির গতি বটে। যারা বলছে গরম বাড়ছে ভুবনে, তারা খামোখা চিন্তা করছে। বাড়লেই বা। শীততাপ-নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র কিনতে থাকলেই তো হল। যত গরম, তত যন্ত্র । বেচো আর কেনো।এতে অর্থনীতির কত বিকাশ হবে ! বোঝে না পাগলা । বৃষ্টি আবার আজকাল নাকি যেখানে সেখানে অঝোরে হচ্ছে, যখন যেখানে হবার সেখানে হচ্ছে না। তাতে কী, প্রযুক্তি দিয়ে সব ঠিক করে দিলেই হবে। জনপদে বৃষ্টি হলেও বড় ঝামেলা। নালা-নর্দমা দিয়ে তো জল সরে না। বৃষ্টি না হলেই বরং কর্তাদের দায় কমে। শুকনো দিনেই তো ব্যবসা জমে ভালো। ঝড়জলে বাণিজ্যের ক্ষতি। তবে জল আর মাটি ছাড়া চাষ আবাদ হয় না, এই এক ঠেকা। নইলে কারখানাতেই ফসল ফলিয়ে নিতে পারলে কত জবরদস্ত উন্নতি হত ! মাঠ আর বৃষ্টিবাদলার কাদায় পড়ে উন্নতি এত শ্লথ হত না। কেন কে-জানে কেউ কেউ বড় বেরসিক, মুক্তকচ্ছ উন্নতির মর্ম বোঝে না; শুধু পিছন ফিরে চায়। বসন্ত হেমন্ত নিয়ে বিলাপ করে!

এমনই খেয়ালী কেউ কেউ মনে মনে ভাবে, ঋতুচক্রটি যেন কেমন গুলিয়ে গেছে। আগেকার সেই পেলব অনুভূতিগুলো এখন আর তেমন অনুভবে আসে না। গরম লাগা আছে, ঠান্ডা লাগা আছে; ভালো লাগা নেই । প্রকৃতির মুখের হাসিটা নেই। পাখির কলরব বড় ক্ষীণ। প্রজাপতিরা চারপাশে প্রায় অদৃশ্য; ফড়িঙ্ আছে কি নেই । কুসুমিত গাছ আর বাতাসে ঝিরিঝিরি পাতাদের কাঁপন দেখার মত দৃশ্যপট নগরজীবনে বড় দুর্লভ । এ সব খেয়াল করে চেয়ে দেখারও কেউ নেই। কে দেবে সময়? সময়ের কি দাম নেই? তাছাড়া মাটি টাকা। ঘাস-লতাপাতা-গাছালির জন্য নাহি ছাড়িব সূচ্যগ্র মেদিনী। ছাড়লে যে ব্যাহত হবে সমাজ ও সভ্যতার বিকাশ ! অতএব প্রাকৃতিক ঋতুবৈচিত্র্য নিয়ে সূক্ষ্ম বিলাসিতা তো এ যুগে অচল। আরে বাবা, প্রকৃতি ব্যাপারটাই আজকাল একটা সেকেলে বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রকৃতি কি আর অর্থনীতি বোঝে? নাকি অর্থনীতি প্রকৃতি বোঝে ?

পাখিরা মুখ লুকোলেই বা ! রংবেরঙের পাখিদের কাকলি না শুনলেই বা ! যারা থাকার তারা তো আছে। বাজারে মুর্গি রয়েছে অগুনতি। কাটো আর খাও। পথে-পাড়ায় কাক কি কম? তারা কি পাখি নয় ? সুন্দর সুরেলা পাখিদের জন্য হাপিত্যেশ আদিখ্যেতা নয় তো কী? তা ছাড়া চারদিকে মশা আছে, মাছি আছে, আরশোলা আছে; তারাও তো ওড়ে। কত রকমের জীবাণুরা আছে এবং আসছে নব নব রূপে। বাজারে কত জাতের মাছ আছে পেটপুজোর জন্য। পুকুর-দীঘি-সরোবর আধুনিক শহুরে পরিমণ্ডলে বুঝি বেখাপ্পা লাগে, তাই তারা একে একে নীরবে অদৃশ্য হয়ে পড়ছে। তাদের বোধহয় লজ্জা-সঙ্কোচ আছে, আমাদের না থাকলেও । ওরা না থাক, বাজারে মাছ থাকলেই তো হল। নদী-নালা হেজে মজে যায় তো সেটা পরিবেশতত্ত্বের মাথাব্যথা। পাতে মাছ তো আছে। কিন্তু কেউ কেউ তবু খোঁজে ছোট্ট চড়ুইগুলো পর্যন্ত হারিয়ে গেল। কিচিরমিচির স্তব্ধ হয়ে গেছে। কোথায় যে লুকোল? কী অভিমানে?

লুকিয়ে থাকে কালপুরুষ, সপ্তর্ষিমণ্ডল, ধ্রুবতারা, আরও কত তারকারা। আকাশ ঝাপসা, ঘোলাটে, ধোঁয়াটে; আধুনিক নগরের আলোর ঝলমলানিতে রাতের আকাশ ধাঁধিয়ে গেছে। ধাঁধিয়ে থাকে আমাদের চোখ, আমাদের আশপাশ । তারাগুলি বড় একটা চোখেই পড়ে না। দেখা মেলে না আকাশগঙ্গার। ঋতুতে ঋতুতে নক্ষত্রগুলি আকাশের নকশা পাল্টে দেয়। সেসব দেখার পথ নেই। দেখার ইচ্ছেও খুব কম জনেরই আছে। আমরা যে উন্নত হয়েছি! হুজুগমুগ্ধ নগরসভ্যতার ঝকমকে খ্যাতিমান খ্যাতিমতী ব্যক্তিরাই তো আমাদের এক-একটা তারা, মহাতারা । তাদের নিয়েই আমরা মশগুল।আকাশের তারারা কিন্তু লাজুক নাজুক গোছের। নিজেদের জাহির করে না। তারা চুপচাপ নিশাকাশের মাঝে মুখ গুঁজেই থাকে। আমরা মুখ না তুললে ওরাই বা মুখ তুলে চাইবে কেন? তেমনই নজরে আসে না চন্দ্রকলা; আলোতে-অন্ধ চোখে ধরা পড়ে না শুক্লারজনীতে জোছ্নাস্নানে স্নিগ্ধ চতুর্দশি । আমাদের শিশুগুলিও আজ হারিয়েছে চাঁদমামাকে। চাঁদ আছে, তবু সে নেই আমাদের জীবনে আর। আমাদের জন্য রয়েছে শুধু অপূর্ণিমা।

আঁধার লোপ পেতে চলেছে নগরে মহানগরে। রোশনাই আর জৌলুসের আতিশয্যে অন্ধকার অদৃশ্য। আলোর আলোয় ভরপুর চারিদিক, রাতভর। আঁধারেরও রূপ আছে, আলো-ছায়ার খেলা আছে; দেখতে হলে চোখের সঙ্গে মন চাই। আলোর আধিক্যে সন্ধ্যা রজনীর পরিচয় খোয়া গেছে। মনের হরষে জ্বালাই বিজলী বাতি। কে বলে জ্বালানির সংকট? ভবিষ্যৎ আঁধার করে আজ তাড়িয়ে ছেড়েছি আঁধার। তেমনই খুঁজে বেড়াতে হয় নৈঃশব্দ্যকে। গতিময় সভ্যতার উন্মত্ত কোলাহল আর চিৎকৃত উল্লাসে বিতাড়িত হয়েছে নীরবতা আর শান্ততা। মনে জিজ্ঞাসা জাগে, চোখের পাতা আছে, কানের ঢাকনা নেই কেন? নৈঃশব্দ্যে অমৃতের ছোঁয়া থাকে, শব্দে থাকে শক্তির অঙ্কুর। প্রকৃতিতে নৈঃশব্দ্য আর ধ্বনিময়তার এক যৌগিক রসায়ন থাকে। অত্যাধুনিক এই অপ্রকৃতিস্থ যুগে সে ভারসাম্য কি থাকতে পারে?

প্রকৃতির খোঁজে থাকা খ্যাপাকে শহরে বড় বেমানান লাগে; যাক না সে চলে পল্লী আর গাঁয়ে ! কিন্তু তাতেও লাভ নেই। সে পল্লী কই, সে গ্রাম কই? পল্লী তার মূল রূপ থেকে ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে দিন প্রতিদিন; গ্রামগুলি শহর হয়ে উঠছে। এদিকে আবার প্রতিটা শহর কালে একটু একটু করে মোটা হয়ে চারপাশের অঞ্চলগুলিকে গিলে নিচ্ছে । বাড়তে বাড়তে শহর গিয়ে শহরে জুড়ে যাচ্ছে। এক সময় দেখা যাবে চাষের জমি ছেড়ে সারা দেশের সমগ্র পরিসর জুড়ে টানা একটি মাত্র নিরবচ্ছিন্ন শহর বিরাজমান। তার নাম হতে পারে 'অতিনগর'। পল্লিগ্রাম আর পল্লিজীবন সম্ভবতঃ রূপকথায় স্থান পাবে। সবুজ প্রকৃতির মাঝে মানুষের বাস এক সোনার পাথরবাটি হয়ে দাঁড়াবে। তা সে দাঁড়ালেই বা ! উন্নতি সর্বব্যাপক ! পাহাড়-পর্বতের মাথা মুড়িয়ে উন্নতির মুকুট পরানো হলে তা এত মিষ্টি দেখায় যে তা বলবার নয়। পুরনো দিনের মতো সবুজে ঢাকা পাহাড় আজকাল যেটুকু রয়েছে সেটা বড় বিচ্ছিরি দেখায় যে! ইমারতে ইমারতে ছয়লাপ পাহাড়গুলি রাতে কেমন ঝলমল্ করে! গাছপালার আশেপাশে দেখা জোনাকির ঝিকিমিকি তাই লজ্জা পেয়ে চুপচাপ গা-ঢাকা দিয়েছে।

আরও কত কী হারিয়ে যায়, যাচ্ছে, যাবে। জীবনের শিকড়ে ঘটে কণা কণা ক্ষয়। চিরন্তন বাংলার মন আর মাটি জুড়ে ছিল সজীব লাবণ্যে ভরা বটবৃক্ষরা । বটগাছেরা ক্রমশ দুর্লভ হয়ে উঠছে ক্রমিক নগরায়ণের ঢেউয়ের অভিঘাতে। কমই তাদের দেখা মেলে নগরবৃত্তে । বটের ছায়া, অশ্বত্থের ছায়া মাটিতে আর তত পড়বে না। অত বড় বড় বৃক্ষের জন্য স্থান কে দেবে? কেনই বা দেবে? আরো বড় বড় বহুতল ইমারতের ছায়া আছে তো শহরময়। অভাব কিসের ? জানি সামাজিক সমৃদ্ধির সিঁড়ি আজ অসীম প্রগতির পথে ধায়, তবু কী জানি কিসের লাগি প্রাণ করে হায় হায় !

চর্চাবাসর ৮৯

সিঙ্গারা নামটি সংস্কৃত থেকে এসেছে, মূলত ত্রিভুজাকার আকৃতির কারণে এটি জলের ক্যালট্রপ (শ্রিংগতক) কে বোঝায়। উচ্চারণের দিক থেকে বোঝায় 'শিং-আ-রা' (সিঙ্গারা/শিঙ্গাড়া)। এতে কুঁচি করে কাটা আলু, মটরশুঁটি, ফুলকপি (বিশেষ করে শীতকালে) এবং ভাজা চিনাবাদামের মিশ্রণ থাকে।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

আরামবাগে সংগঠন বনাম সংগঠন
দেওয়াল লিখনে টক্কর তৃণমূল ও বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: হুগলি জেলার রাজনৈতিক মানচিত্রে আরামবাগ বিধানসভা দীর্ঘদিন ধরেই বিশেষ গুরুত্ব বহন করে আসছে। গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের মিশ্র চরিত্র, কৃষি নির্ভর অর্থনীতি, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঘিরে গড়ে ওঠা জনজীবন, সব মিলিয়ে এই কেন্দ্রের ভোটের ফলাফল প্রায়শই বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রবণতার ইঙ্গিত দেয়। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে তাই ইতিমধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি দুই প্রধান রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে জোরদার তৎপরতা শুরু হয়েছে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি এই কেন্দ্রে জয় লাভ করে। সেই সময় রাজ্যজুড়ে বিজেপির উত্থানের ঢেউ আরামবাগেও প্রভাব ফেলেছিল। বর্তমান বিধায়ক মধুসূদন বাগের সাংগঠনিক সক্রিয়তা ও ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি বিজেপির পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। স্থানীয় স্তরে রাস্তা, পানীয় জল, স্বাস্থ্য ও কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যুতে তাঁর উপস্থিতি বিজেপি সমর্থকদের আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে বলে দলীয় সূত্রে দাবি। ফলে এবারও আসন ধরে রাখতে বিজেপি মরিয়া। ইতিমধ্যেই বুথভিত্তিক বৈঠক, কর্মীসভা ও প্রচার কর্মসূচি জোরদার হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্তরের নেতাদের সফরও সংগঠনকে চাঙ্গা করার কৌশলের অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে। অন্যদিকে, রাজ্যে শাসক দল তথা তৃণমূল কংগ্রেসও এই আসন পুনর্দখলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

অন্যদিকে, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বিভিন্ন বিধানসভা এলাকায় তৃণমূলের ভোটের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিসংখ্যানকে সামনে রেখে তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, রাজ্য সরকারের সামাজিক প্রকল্প, যেমন লক্ষীর ভান্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, কৃষকবন্ধু, গ্রামীণ ভোটব্যাঙ্কে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। স্থানীয় স্তরে পঞ্চায়েত ও ব্লক নেতৃত্ব সক্রিয়ভাবে সংগঠন মজবুত করার কাজ করছে। তবে রাজনৈতিক সমীকরণ একমুখী নয়। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিজেপি লাগাতার প্রচার চালাচ্ছে। শিক্ষক নিয়োগ থেকে বিভিন্ন আর্থিক কেলেঙ্কারি, এইসব ইস্যুতে বিরোধী দল জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। বিজেপির দাবি, স্বচ্ছ প্রশাসন ও উন্নয়নমূলক রাজনীতির প্রতিশ্রুতি মানুষকে আবারও তাদের দিকে টানবে। পাল্টা তৃণমূলের বক্তব্য, বিরোধীরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ইস্যু তৈরি করছে এবং বাস্তবে রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজই শেষ কথা বলবে। ভোটের অঙ্ক কষলে স্পষ্ট, আরামবাগে লড়াই হবে মূলত সংগঠন বনাম সংগঠন। বিজেপি যেখানে ২০২১ সালের জয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চাইছে, সেখানে তৃণমূল চাইছে লোকসভা নির্বাচনের অগ্রগামিতা বিধানসভায় প্রতিফলিত করতে। সংখ্যালঘু ও গ্রামীণ ভোট, প্রথমবারের ভোটার, নারী ভোটার এবং কৃষিজীবী মানুষের মনোভাব, সবই এই নির্বাচনের নির্ণায়ক উপাদান হয়ে উঠতে পারে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, আরামবাগ বিধানসভা কেন্দ্রে এবারের নির্বাচন হবে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। প্রচারের তাপমাত্রা যেমন বাড়ছে, তেমনই সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রত্যাশা ও প্রশ্ন ও বাড়ছে, কার হাতে থাকবে উন্নয়নের রাশ? শেষ পর্যন্ত জনগণের রায়ই নির্ধারণ করবে, আরামবাগে আবারও কি বিজেপি তাদের দখল বজায় রাখবে, নাকি তৃণমূল কংগ্রেস ঘুরে দাঁড়িয়ে আসন পুনরুদ্ধার করবে।

মডেল পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল
প্রতিবাদে একযোগে সরব শাসক-বিরোধী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: সরকার স্বীকৃত মডেল পঞ্চায়েতে 'দুর্নীতির মিথ্যা অভিযোগ' তুলে বিপাকে বিজেপি বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর। বিজেপি এই ঘৃণ্য রাজনীতির প্রতিবাদে শাসক, বিরোধী, সরকারি আধিকারিক ও সাধারণ মানুষ সকলে একসুরে সরব হয়েছেন। এমনকি বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যা লজ্জায় দলীয় নির্দেশে আছে বলে মুখে কুলুপ এটেছেন। মিথ্যা অপবাদের জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা না চাইলে বিজেপি ও তাঁদের বিধায়কের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক উত্তেজনা।

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট ১ নম্বর ব্লকের সংগ্রামপুর শিবাটি গ্রাম পঞ্চায়েত। এটি জেলার প্রথম মডেল পঞ্চায়েত হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। চলতি মাসের ১৮ ফেব্রুয়ারি বিজেপির বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে বসিরহাট টাউন হলে তাদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গাইঘাটার বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর, বিজেপি নেতা সুকল্যাণ বৈদ্য, তাপস ঘোষ-সহ অন্যান্য বিজেপি নেতারা সাংবাদিক বৈঠক করেন। সেখানে সুব্রত ঠাকুর বসিরহাটের দক্ষিণের চাতসিটি নিয়ে বলেন, 'মেরেকদারি আদানি শ্মশান সংস্কার করার জন্য কেন্দ্র সরকার ১০ লক্ষ টাকা দিয়েছে। তা সংস্কার না করে সেই অর্থ নিয়ে দুর্নীতি করা হয়েছে।' সুব্রত ঠাকুর আরও অভিযোগ করেন, 'সংগ্রামপুর শিবাটি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান-সহ সমষ্টিগতভাবে সকলেই শ্মশান সংস্কার না করে দুর্নীতি করেছে।' বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে এই পঞ্চায়েতের ২২ জন পঞ্চায়েত সদস্য। যার মধ্যে ১৮ জন তৃণমূল কংগ্রেসের, ১ জন কংগ্রেসের, ১ জন বিজেপির, ১ জন নির্দল, ১ জন সিপিএম-এর। তাঁরা প্রত্যেকেই বিজেপির এই মিথ্যাচার বিরুদ্ধে একসঙ্গে প্রতিবাদ করেন। ওই পঞ্চায়েতের সেক্রেটারি গণেশ দাস, ইঞ্জিনিয়ার পার্থ মজুমদার, নির্বাহী সহায়ক অমিত বরণ মিস্ত্রি বলেন, 'কোন রাজনৈতিক দল কি বলছে জানি না। তবে এই অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা। সরকারি কর্মচারী হিসেবে বলতে পারি, যে পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

এসএসডি সিকিউরিটিজ প্রা. লি.
১১/১ শরৎ বোস রোড
কলকাতা-৭০০০২০
সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **এসএসডি সিকিউরিটিজ প্রা. লি.** (ডিপি নাম) ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর অংশগ্রহণকারী হিসেবে কাজ করার জন্য নিবন্ধন সমর্পণ করা হয়েছে। **এসএসডি সিকিউরিটিজ প্রা. লি.** কে প্রদত্ত নিবন্ধনের সার্টিফিকেট সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ০২.০২.২০২৬ তারিখ থেকে বাতিল করেছে। এখন থেকে, **এসএসডি সিকিউরিটিজ প্রা. লি.** এনএসডিএল-এর অংশগ্রহণকারী হিসেবে কোনও কার্যকলাপ পরিচালনা করবে না।

যদি **এসএসডি সিকিউরিটিজ প্রা. লি.**-এর কোনও ক্লায়েন্টের **এনএসডিএল**-এর অংশগ্রহণকারী হিসেবে কাজ করার সময় **এসএসডি সিকিউরিটিজ প্রা. লি.** -এর দ্বারা প্রদত্ত ডিপোজিটরি পরিষেবা সম্পর্কে কোনও অভিযোগ বা বিরোধ থাকে, তাহলে তিনি এই নোটিশ প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে "দি অফিসার ইনচার্জ", ইনভেস্টর রিলেশনশিপ সেল, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড, ৩০১, ৪র্থ তল, নমন চেম্বারস, প্লট সি-৩২, জি-ব্লক, বি অন্দ্র কুর্লা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা পূর্ব, মুম্বই, মহারাষ্ট্র - ৪০০ ০৫১-কে লিখিতভাবে জানাতে পারেন অথবা relations@nsdl.com ঠিকানায় ইমেল করতে পারেন। এই তারিখের পরে কোনও অভিযোগ/দাবি/বিরোধ ইত্যাদি গ্রহণ করা হবে না।

এসএসডি সিকিউরিটিজ প্রা. লি. এর পক্ষে
গৌতম ভারতিয়া
ডিরেক্টর

চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড

Chola
Enter a better life

কর্পোরেট অফিস : চোলা ক্রেস্ট, সুপার বি, সি৫৪ এবং সি৫৫,৪, থিরু ভি কেএ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, গুন্ডি, চেন্নাই - ৬০০ ০৩২

পরিশিষ্ট - ৪ [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু মেসার্স চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে, ২০০২ সালের ধারা ১৩(২) অধীনে নিম্নোক্ত দাবি নোটিশের তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নে বর্ণিত তারিখে ঋণগ্রহীতাগণকে (নাম এবং ঠিকানা নিচে বর্ণিত) এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন এবং ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের স্বত্ব দখল নিয়েছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন মেসার্স চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্সি কোম্পানি লিমিটেড নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ। ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	লোন এ/সি নং এবং ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	দাবি নোটিশের তারিখ	বকেয়া পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	দখলের তারিখ
১	লোন এ/সি নং **HL24KKT000067770** **শ্রী/শ্রীমতি সমীর রক্ষিত, শ্রী/শ্রীমতি মুনমুন রক্ষিত,** **উভয়ের ঠিকানা :** হাবড়া অশোকনগর কল্যাণগড় (এম), হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩২৬৩,রামকৃষ্ণ সরণি, যুবক বিন্দু ক্লাব, বারগুম, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪৩২৬৩। **উভয়ের আরও ঠিকানা :** মৌজা-তাবাবাড়িয়া, জেএল নং -৭১, সিএস দাগ নং ১৩০০, এলআর এবং আরএস দাগ নং ৭৮৪,এলআর খতিয়ান নং ৫৩২।এলওপি নং ৫১৬ / বি / ৪, হোল্ডিং নং -১৮/২৬৩/২, অশোকনগর পুরসভা রোড,পো এবং থানা : অশোকনগর, ওয়ার্ড নং ১৮, অশোকনগর কল্যাণগড় পুরসভা অধীন, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪৩২২২।	১৫.০৭.২০২৫	**২৫৭৬৯১৬ টাকা (পঁচিশ লাখ ছিয়াত্তর হাজার নশো ষোলো টাকা) ১০.০৭.২০২৫ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ**	মৌজা - তাবাবাড়িয়া, জেএল নং ৭১, সিএস দাগ নং - ১৩০০, এলআর এবং আরএস দাগ নং ৭৮৪, এলআর খতিয়ান নং ৫৩২, এলওপি নং ৫১৬/বি/৪, হোল্ডিং নং ১৮/২৬৩/২, অশোকনগর পুরসভা রোড,পো এবং থানা : অশোকনগর, ওয়ার্ড নং ১৮, অশোকনগর কল্যাণগড় পুরসভা অধীন, পিনকোড - ৭৪৩২২২, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, চৌহদ্দি নথি অনুযায়ী : উত্তরে : জমি প্লট নং ৫১৬/এ/৪। দক্ষিণে : ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। পূর্বে : জমি একই দাগ নং ৭৮৪। পশ্চিমে : ২০ ফুট চওড়া সিসি রোড। সাইট/প্রকৃত অনুযায়ী : উত্তরে : সলিল দাসের জি-১ তলা সম্পত্তি। দক্ষিণে : মালিকের জমি (সাধারণ চলার পথ), পরে আরও খালি জমি। পূর্বে : মালিকের জমি পরে পুকুর এরিয়া। পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া পুরসভা রোড।	দখলের তারিখ - ১৫.০২.২০২৬

তারিখ : ১৯.০২.২০২৬
স্থান - উত্তর ২৪ পরগনা

অনুমোদিত অফিসার
চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড

মৌমাছির আতঙ্কে বন্ধ মেডিক্যাল কলেজ গেট

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: মৌমাছির কামড়ের আতঙ্কে বন্ধ করে দেওয়া হল ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আউটডোর গেট। মৌমাছির কামড়ে আহত ডাক্তার-রোগী সহ একাধিক। মৌমাছির তাণ্ডবে কার্যত স্তব্ধ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আউটডোর পরিষেবা। শুক্রবার থেকে হাসপাতালের আউটডোর বিভাগের মূল গেট বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে কর্তৃপক্ষ। ফলে চরম ভোগান্তির মুখে পড়েছেন রোগী ও তাঁদের পরিজনেরা। জানা গিয়েছে, হাসপাতালের সামনের একটি পুরনো গাছে বিশাল একটি মৌচাক তৈরি হয়েছে। সেখান থেকেই আচমকা মৌমাছির ঝাঁক নেমে এসে হাসপাতাল চত্বরে ভিড় করা রোগী ও তাদের আত্মীয়-স্বজনদের হুল ফোটাতে শুরু করে। এই ঘটনায় এক চিকিৎসক, কয়েকজন হাসপাতাল কর্মী ও রোগীর পরিজনরা আহত হয়েছেন। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা হাসপাতালে। পরিস্থিতি সামাল দিতে শনিবার রাতে বন দপ্তর ও দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দীর্ঘক্ষণ চেষ্টা করেও মৌচাক সরানো সম্ভব হয়নি বলে জানা গেছে।

শুরু হল আন্তর্জাতিক জঙ্গলমহল উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উদ্যোগের আয়োজনে রবিবার সন্ধ্যায় কলকাতার গড়িয়াহাটে ট্রায়াঙ্গুলার পার্কে শুরু হয়েছে ১০ম আন্তর্জাতিক জঙ্গলমহল উৎসব ও ভেষজ মেলা। ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৭দিনের এই মেলা চলবে। রবিবার সন্ধ্যায় মেলার উদ্বোধন করেন জঙ্গলমহলের বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও সাঁওতালি সংস্কৃতির গবেষক ও প্রাবন্ধিক পূর্ণচন্দ্র সরেন। উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক ইমানুল হক, সংস্থার সাধারণ সম্পাদক প্রিয়ব্রত বেরা, সভাপতি সুরজিৎ সেনগুপ্ত, রিতা চক্রবর্তী ও ভেষজবিদ গৌরচন্দ্র দাস। অনুষ্ঠান শুরুর আগে পুরুলিয়ার ছৌনাচ ও মেদিনীপুরের রানপা-সহ গড়িয়াহাট বাজার এলাকা পরিক্রমা করেন সংস্থার সদস্যরা।

দোলযাত্রায় ভেষজ আবির তৈরিতে সফল কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: দোল উৎসবে বাজারে রঙের চাহিদা ব্যাপক। বাজারের এই বিপুল চাহিদাকে সামনে রেখেই ইনস্টিটিউশন ইনোভেশন কাউন্সিলের অধীনে ইনকিউবেশন সেল ও উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের যৌথ প্রচেষ্টায় 'কল্যাণবর্ণ' নামে তৈরি হল ভেষজ আবির। এই আবির সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক কল্লোল পাল জানালেন, 'বাজার চলতি যেসব আবিরের মাধ্যমে রাসায়নিক মানুষের শরীরে যাচ্ছে, টক্সিক যেভাবে শরীরে প্রভাব ফেলছে তা খুবই ক্ষতিকারক। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আমাদের একটা দায়িত্ব রয়েছে সমাজের প্রতি। সেই কারণে রাসায়নিকহীন ভেষজ প্রোডাক্ট আমরা তৈরি করেছি। আমার বিশ্বাস ধীরে ধীরে এটি মহীরুহ আকার ধারণ করবে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় তো বটেই, আগামীদিনে ধীরে ধীরে রাজ্যস্তর পার করে সারা ভারতে বাজারজাত করার দিকে এগোচ্ছি আমরা।'জানা গেল, সিন্দুর রাগ গাছের বীজ, অশোক হরিতার পাতা, কস্তুরী গৌরী উদ্ভিদের রাইজোম, মৃদু লীলার বিটারমূল, হরিদ্রা হলুদ রাইজোম প্রভৃতি উপকরণ দিয়ে তৈরি হয়েছে এই আবির। উদ্যোক্তাদের কথায় প্রাকৃতিক উপায়ে তৈরি এই আবির মানুষের ত্বকের তো কোনও ক্ষতি করবেই না, বরং আবির তৈরিতে ব্যবহৃত উপকরণে থাকা অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ত্বকের জন্য অত্যন্ত নিরাপদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী সুপ্রিয়া রায়ের তত্ত্বাবধানে তৈরি এই আবির নিয়ে তাঁর অভিমত, 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় একবার ভেষজ আবির তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছিল কিন্তু তাদের কাছে ছিল এটি অত্যধিক খরচ সাপেক্ষ। বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি, ফুলপাতা যেসব আমরা খাই, এইসব থেকে আবিরের কালারটা বের করে কম খরচে তৈরি করার পদ্ধতিটা আমি শিখেনি। আবিরে যেসব ভেষজ উপাদান ও অর্গানিক পাউডার ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলিতে কোনও এনার্জিক রি-অ্যাকশন নেই।' শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ না রেখে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ এই আবির বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জৈব পচনশীল এই আবির নিশ্চিতরূপে পরিবেশবান্ধব এই আবিরের প্রতি ১০০ গ্রাম ও ৫০ গ্রাম প্যাকের মূল্য যথাক্রমে ১০০ টাকা ও ৫০ টাকা। পাওয়া যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনকিউবেশন সেল ও উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে। আবির তৈরির যাবতীয় ভেষজ উপকরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োডায়ভার্সিটি পার্কেই রয়েছে। সেইসব দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের গবেষক এই আবির তৈরি করেছে। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে বাজার চলতি অন্যান্য আবিরের থেকে 'কল্যাণবর্ণ' আবির সম্পূর্ণ অভিনব বলে জানালেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক তথা ইনকিউবেশন সেলের কো-অর্ডিনেটর নীরা সেন সরকার।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/
৯০০৭২৯৯৩৫৩/
৯৮৭৪০ ৯২২২০

"ফর্ম নং ইউআরসি-২"
অধ্যায় ২১ এর অংশ ১ অধীনে নথিভুক্তি সম্পর্কিত নোটিশ এর বিজ্ঞাপন

(২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৩৭৪(বি) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলসের রুল ৪(১) অনুযায়ী)

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৩৬৬ এর উপ-ধারা (২) অনুসারে, পনেরো দিন পরে কিন্তু অতঃপর ত্রিশ দিন মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে রেজিস্ট্রারের কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হচ্ছে যে **'প্রিমিয়াম শেয়ারস অ্যান্ড সিকিউরিটিজ'**, একটি ব্যবসায়িক সত্তা কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর অধ্যায় XXI এর অংশ-I এর অধীনে শেয়ার দ্বারা সীমিত একটি কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধিত হতে পারে।

২. কোম্পানির মূল উদ্দেশ্যগুলি হল নিম্নরূপ-

ক) ভারতে বা বিদেশে, যেকোনো কোম্পানি, কর্পোরেশন, সরকার, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, কর্তৃপক্ষ, বা অন্য কোনো সত্তা কর্তৃক জারি করা বা গ্যারান্টিযুক্ত শেয়ার, স্টক, ডিবেঞ্চার, ডিবেঞ্চার-স্টক, বন্ড, ইউনিট, সিকিউরিটিজ, ডেরিভেটিভস এবং অন্যান্য আর্থিক উপকরণ অধিগ্রহণ, সাবস্ক্রাইব, বিনিয়োগ, ধারণ, মালিকানা, ক্রয়, বিক্রয়, স্থানান্তর, অঙ্গীকার বা অন্য কোনওভাবে লেনদেনের ব্যবসা পরিচালনা করা।

খ) প্রযোজ্য আইন এবং প্রবিধান সাপেক্ষে, স্বীকৃত এক্সচেঞ্জ বা ওভার-দ্য-কাউন্টার বাজারে লেনদেন করা হোক না কেন, ফিউচার, অপশন, সোয়াপ, ফরোয়ার্ড, কন্ট্রাক্ট ফর ডিফারেন্স এবং অন্যান্য কাঠামোগত আর্থিক পণ্য সহ বিভিন্ন ধরণের ডেরিভেটিভ উপকরণের ব্যবসায় জড়িত হওয়া।

৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া স্মারকলিপি এবং সংস্থার নিবন্ধের একটি অনুলিপি ১১১, পশ্চিম চৌভাগা, কলকাতা ৭০০১০৫, পশ্চিমবঙ্গে কর্মদিবসে সকাল ১০.০০ টা থেকে দুপুর ২.০০ টা পর্যন্ত পরিদর্শন করা যেতে পারে।

৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, এই আবেদনের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতে চাইলে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসর, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড- ১২২০৫০ রেজিস্ট্রারের নিকট লিখিতভাবে তাদের আপত্তি জানাতে পারেন, এবং একটি অনুলিপি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে পাঠাতে পারেন।

প্রিমিয়াম শেয়ারস অ্যান্ড সিকিউরিটিজ এর পক্ষে
তারিখ : ২৩-০২-২০২৬ স্বা/-
স্থান : কলকাতা **মাসুদ আহমেদ**

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
DEVELOPMENT OFFICER (HANDLOOM) SANTIPUR, NADIA

One day Awareness Cum Seminar on Handloom Enforcement / GI / IHB / Ecofriendly or Natural Dyeing / Handloom Mark.

Under scheme for: PROTECTION OF HANDLOOMS AND THE IMPLEMENTATION OF HANDLOOMS (RESERVATION OF ARTICLES FOR PRODUCTION) ACT. 1985 for the year 2025-26.

Date: 27.02.2026, Time: 11 A.M.
Place: FULIA PROGOTISIL TANTUBAY SAMABAY SAMITY LTD. FULIA. NADIA.
Organized by: DEVELOPMENT OFFICER (HANDLOOM) SANTIPUR, NADIA

NOTICE

UNIVERSAL CABLES LIMITED
Satna, Madhya Pradesh, PIN-485005,CIN: L31300MP1945PLC001114

NOTICE is hereby given that the certificates in name of Late R.B Mathur for the undermentioned securities of the company has/have been lost/misplaced and the holder(s) of the said securities/applicant(s) has/have applied to the company to issue duplicate certificate(s).

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the company as its Registered Office within 15 days from this date, else the company will proceed to issue duplicate certificate(s) without further intimation.

Name of the Shareholder(s)	Folio No	Certificate No.	Kind of Securities and face value	No. of Securities	Distinctive Number[s]
R B MATHUR	0008402	97460-97466 & 278969-278975	Equity shares Rs.10/-	700	3417514-3417863 13954422-13954771

Place : Kolkata
Date : 21.02.2026

Claimant:
NAVENDU MATHUR

DUM DUM MUNICIPALITY

44, Dr. Sailen Das Sarani, P.S. Dum Dum, Kolkata-700028.
Memo No- 1563/ DDM/ GEN/ 2026 **Date: 21-02-2026**

EMPLOYMENT NOTICE

1. Applications are invited from the eligible interested candidate who must have medical qualifications MBBS from a MCI recognized institute with one year compulsory internship and must be registered under West Bengal Medical Councils for filling up of the vacant post of Part Time Medical Officer under NUHM of Dum Dum Municipality purely on contractual.
2. Applications are invited from the eligible interested candidate who must have Madhyamik Pass or equivalent qualifications for filling up of the vacant post of Office Assistant under NUHM of Dum Dum Municipality purely on contractual.

Interested Candidates can apply within **6th March 2026 until 5:00 pm.** The candidates will have to apply in the prescribed application format to be downloaded from the official website of Dum Dum Municipality **(www.dumdummunicipality.co.in)** and Notice board of Dum Dum Municipality Office.

Chairman
Dum Dum Municipality

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ-২, কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং', ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১
ই-মেইল: sbi.18192@sbi.co.in

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ: নাম: সুরেশ চন্দ্র পান্ডা, ই-মেইল আইডি: clo1.samb2kol@sbi.co.in, মোবাইল: ৯৮১০৫৬২৮০৩
সি.ও.- সুস্মিতা পাইক, মোবাইল: ৯১২৩৮৫৪৩২০

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) তে বন্দোবস্ত দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন এন্ড ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট(এনফোর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) বন্দোবস্ত অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ১৩.০৩.২০২৬
সময়: ২৪০ মিনিট সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) -কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধক/ধার্যকৃত স্থাবর সম্পত্তির **বাস্তবিক দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত উত্তমর্ণ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা "যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১৩.০৩.২০২৬** তারিখে **১৯,০৮,০৭,৮৫৬/- টাকা** ১৭.০৪.২০২৩ অনুযায়ী এবং তদুপরি আরও সুদ, চার্জ, ব্যয় খরচ ইত্যাদি পুনরুদ্ধারের জন্য যা **ঋণগ্রহীতা: মেসার্স পি.টি.এস লিমিটেড এবং জামিনদারগণ: ক) শ্রী মনোজ কুমার গোয়েল,** পিতা- শ্রী রাম নিবাস গোয়েল, **খ) শ্রীমতী পূজা গোয়েল,** পিতা- শ্রী ভোলা রাম কেডিয়া, **গ) শ্রী রাম নিবাস গোয়েল** -এর বকেয়া আছে সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে।

ক্র. নং	সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ই-অকশনের বিশদ
১	আসাম রাজ্যের কামরূপ (মেট্রো) জেলার গুয়াহাটি-১৯, কাহিলিপাড়া, জনক নগর, রোদালি পার্কের পাট্টা নং ৮৮(পুরাতন)/১৫১২(নতুন)-এর দাগ নং ৪৫৯(পুরাতন)/২৯৬২(নতুন) ভুক্ত মৌজা- বেলতলা, গ্রাম- ওদালবাকরা-য় অবস্থিত **শ্রী মনোজ কুমার গোয়েলের নামীয় ৪৬০০ বর্গফুট পরিমাপের এবং ২০১৬ সালের ৮৯৬২ নং বিক্রয় দলিলভুক্ত** খালি জায়গার ওপর নির্মিত 'কোহিনূর ক্লাসিক', ব্লক- এ-এর ৪র্থ ফ্লোরে অবস্থিত ৪বি নং ফ্ল্যাট সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। এর সাথে গ্রাউন্ড ফ্লোরে চারটি গাড়ি রাখার ঢাকা জায়গা অন্তর্ভুক্ত। **ভবনটির চতুঃসীমা হলো:-** উত্তর- রাজেন গোহাইনের জমি, দক্ষিণ- হরেশ্বর ডেকার জমি, পূর্ব- উহাট কামালুর জমি, পশ্চিম- ২৩ ফুট চওড়া রাস্তা। **সম্পত্তি আইডি : SBIN00588485301**	**১. সংরক্ষিত মূল্য: ১,২৪,০০,০০০/- টাকা** **২. ইএমডি : ১২,৪০,০০০/- টাকা** **৩. বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ১,০০,০০০/- টাকা** ৪. দায়বদ্ধতার বিবরণ- সোসাইটির বকেয়া, বিদ্যুৎ, হোল্ডিং ট্যাক্স ইত্যাদি। ৫. পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: **০৮.০৩.২০২৬ এবং ০৯.০৩.২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ৩.০০ টে পর্যন্ত।** **দখলের ধরন : বাস্তবিক দখল**

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইট **https://bank.sbi/web/sbi-in-the-news/auction-notices, https://sbi.co.in/web/sbi-in-the-news/auction-notices** এ দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন। (*) নির্দিষ্ট এই অকশনের জন্য তৈরি করা লিঙ্ক: **https://baanknet.com/eauction-psb/x-login** সহায়তার জন্য- **support.BAANKNET@psballiance.com** দেখুন।

তারিখ: ২৩.০২.২০২৬
স্থান: কলকাতা

কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ-২, কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং', ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১
ই-মেইল: sbi.18192@sbi.co.in

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ: নাম: সুরেশ চন্দ্র পান্ডা, ই-মেইল আইডি: clo1.samb2kol@sbi.co.in, মোবাইল: ৯৮১০৫৬২৮০৩
সি.ও.- সুস্মিতা পাইক, মোবাইল: ৯১২৩৮৫৪৩২০

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) তে বন্দোবস্ত দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন এন্ড ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট(এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) বন্দোবস্ত অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ১৩.০৩.২০২৬
সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) -কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধক/ধার্যকৃত স্থাবর সম্পত্তির বাস্তবিক দখলদারী গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত উত্তমর্ণ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা "যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১৩.০৩.২০২৬** তারিখে **৫৮,৫৫,৮১,২৭৪.০০ টাকা দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২৭.০৩.২০২৩ অনুযায়ী** এবং তদুপরি আরও সুদ, চার্জ, ব্যয় খরচ ইত্যাদি পুনরুদ্ধারের জন্য যা ঋণগ্রহীতা **মেসার্স পূজা টাইলস অ্যান্ড স্যানিটারি প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা)** এবং **মনোজ কুমার গোয়েল, পূজা গোয়েল (জামিনদার)** -এর বকেয়া আছে সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে।

ক্র. নং	সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ই-অকশনের বিশদ
১	একটি বাণিজ্যিক স্থান/ইউনিটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার ইউনিট নং ১সি, ১ম ফ্লোর, বালাজী পয়েন্ট, আঠগাঁও, গুয়াহাটি -৭৮১০০১ (শহর), ৭৭৫ বর্গফুট পরিমাপের সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ও একটি গাড়ি পার্কিং স্পেস সহ ০.২৭ একর জমির অবিভক্ত আনুপাতিক এলাকার শেয়ার রয়েছে ২ (দুই) কাঠা ১০ (দশ) লেচা জমির উপর যার দাগ নং ৫৫৫ কে.পি. পাট্টা নং ১৪৫ গ্রাম-সহ গুয়াহাটি, পার্ট-১, আঠগাঁও, মৌজা- গুয়াহাটি আসামের কামরূপ (মেট্রো) জেলার মৌজার আওতাধীন এবং, **শ্রী মনোজ কুমার গোয়েলের নামে বিক্রয় দলিল নং ৬৪৫/২০১৪।**	**১. সংরক্ষিত মূল্য: ৭৬,০০,০০০/- টাকা** **২. ইএমডি : ৭,৬০,০০০/- টাকা** **৩. বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ১,০০,০০০/- টাকা** ৪. দায়বদ্ধতার বিবরণ: সোসাইটির বকেয়া, বিদ্যুৎ, হোল্ডিং ট্যাক্স ইত্যাদি। ৫. পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: **০৯.০৩.২০২৬ এবং ১০.০৩.২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ৩.০০ টে পর্যন্ত।** **দখলের ধরন : বাস্তবিক দখল**
২	কোহিনূর রেসিডেন্সি, ভাগদুত্তপুর, কাহিলিপাড়া, গুয়াহাটি, ৭৮১০১৯, (শহর) ১ম ফ্লোরে অবস্থিত আবাসিক ফ্ল্যাট নং ১ ডি২ এবং ১এফ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মোট পরিমাপ- ১৫৮৬.৬৫ বর্গফুট (কার্পেট এলাকা) এবং ১৭.২৬ পরিমাণ জমির উপর ৪.৫ লেচা মোট বা তার কম জমির আনুপাতিক পরিমাণ ১ বিঘা ১ কাঠা ৯ লেচা সমতুল্য,আসামের কামরূপ (মেট্রো) জেলার উদালবাকরা, মৌজা - বেলতোলা গ্রামের কে.পি. পাট্টা নং ৭/১১০ (পুরানো), ১৩৯(নতুন) দাগ নং ৪৭৫ (পুরাতন), ২৫৯০ (নতুন) দ্বারা আচ্ছাদিত **শ্রী মনোজ কুমার গোয়েলের নামে বিক্রয় দলিল নং ৫০২/২০১০**	**১. সংরক্ষিত মূল্য: ৬৬,০০,০০০/- টাকা** **২. ইএমডি : ৬,৬০,০০০/- টাকা** **৩. বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ১,০০,০০০/- টাকা** ৪. দায়বদ্ধতার বিবরণ: সোসাইটির বকেয়া, বিদ্যুৎ, হোল্ডিং ট্যাক্স ইত্যাদি। ৫. পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: **০৯.০৩.২০২৬ এবং ১০.০৩.২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ৩.০০ টে পর্যন্ত।** **দখলের ধরন : বাস্তবিক দখল**
৩	কে.পি. পাট্টা এর দাগ নং ৫৫৫ এর আওতাধীন ২ (দুই) কাঠা ১০ (দশ) লেচা জমির উপর কমবেশি ৭৪১ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া সহ ১ম ফ্লোরে একটি বাণিজ্যিক স্থান/ইউনিট নং ১ ডি এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ২(দুই) কাঠা ১০ (দশ) লেচা জমির উপর ১ (এক)টি গাড়ি পার্কিং স্পেস এবং ০.২৭ একর জমির অবিভক্ত আনুপাতিক এলাকার শেয়ার সহ , পাট্টা নং ১৪৫ এর দাগ নং ৫৫৫, গ্রাম- সাহার গুয়াহাটি, পার্ট-১, আটগাঁও, গুয়াহাটি মৌজার অন্তর্গত , কামরূপ (মেট্রো), আসাম, **বিক্রয় দলিল নং ৬৪৪/২০১৪ শ্রী মনোজ কুমার গোয়েল এর নামে।**	**১. সংরক্ষিত মূল্য: ৭২,০০,০০০/- টাকা** **২. ইএমডি : ৭,২০,০০০/- টাকা** **৩. বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ১,০০,০০০/- টাকা** ৪. দায়বদ্ধতার বিবরণ: সোসাইটির বকেয়া, বিদ্যুৎ, হোল্ডিং ট্যাক্স ইত্যাদি। ৫. পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: **০৯.০৩.২০২৬ এবং ১০.০৩.২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ৩.০০ টে পর্যন্ত।** **দখলের ধরন : বাস্তবিক দখল**
৪	আসামের কামরূপ (মেট্রো) জেলার গুয়াহাটির বেলতলা মৌজার অন্তর্গত দ্বারন্দ গ্রামের কে পি পাট্টা নং ১১৭ (পুরাতন) / ১৫২৪ (নতুন) এর দাগ নং ৪৯৭ (পুরাতন) / ২২৪৮ (নতুন) দ্বারা আচ্ছাদিত ২৬.৭১ আরেস এর মধ্যে ০.৫৪ আরেস জমির উপর আবাসিক ফ্ল্যাট নং ১০৪, প্রথম ফ্লোর, কোর রেসিডেন্সি, পাঞ্জাবাড়ি, গুয়াহাটি, ৭৮১০৩৭, (শহর) এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং অংশ, **শ্রী মনোজ কুমার গোয়েলের নামে বিক্রয় দলিল নং ৭৮২৩/২০১৩।**	**১. সংরক্ষিত মূল্য: ৬৫,০০,০০০/- টাকা** **২. ইএমডি : ৬,৫০,০০০/- টাকা** **৩. বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ১,০০,০০০/- টাকা** ৪. দায়বদ্ধতার বিবরণ: সোসাইটির বকেয়া, বিদ্যুৎ, হোল্ডিং ট্যাক্স ইত্যাদি। ৫. পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: **০৯.০৩.২০২৬ এবং ১০.০৩.২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ৩.০০ টে পর্যন্ত।** **দখলের ধরন : বাস্তবিক দখল**
৫	আবাসিক ফ্ল্যাট নং বি ৩এন, ব্লক বি, তৃতীয় ফ্লোর, লেক ভিউ অ্যাপার্টমেন্ট, ধারাপুর, গুয়াহাটি, ৭৮১১৩৩, (আধা-শহর), পরিমাপযোগ্য মোট পরিমাপ- ১৩৮৬ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) এবং ব্লক ডি-এর গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি গাড়ি পার্কিং স্পেস সহ আসামের কামরূপ (মেট্রো) জেলার গ্রাম - ধারাপুর, মৌজা - রামচরণীর অধীনে কে.পি. পাট্টা নং ১৮৮-এর দাগ নং ৮৩৯-এর আওতাধীন মোট ২ বিঘা, ২ কাঠা এবং ১ লেচা জমির জমির মধ্যে অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ, **শ্রী মনোজ কুমার গোয়েল এর নামে বিক্রয় দলিল নং ৭৫৪৫/২০১১**	**১. সংরক্ষিত মূল্য: ৩৯,০০,০০০/- টাকা** **২. ইএমডি : ৩,৯০,০০০/- টাকা** **৩. বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ৫০,০০০/- টাকা** ৪. দায়বদ্ধতার বিবরণ: সোসাইটির বকেয়া, বিদ্যুৎ, হোল্ডিং ট্যাক্স ইত্যাদি। ৫. পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ০৯.০৩.২০২৬ এবং ১০.০৩.২০২৬ সকাল **১১.০০ টা থেকে দুপুর ৩.০০ টে পর্যন্ত।** **দখলের ধরন : বাস্তবিক দখল**
৬	আবাসিক ফ্ল্যাট নং বি- ৩এস, তৃতীয় ফ্লোর, ব্লক বি, লেক ভিউ অ্যাপার্টমেন্ট, ধারাপুর, গুয়াহাটি, ৭৮১১৩৩, (আধা-শহর) এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ,মোট পরিমাপ - ১৩৮৬ বর্গফুট, ব্লক ডি-এর গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি গাড়ি পার্কিং স্থান সহ, আসামের কামরূপ (মেট্রো) জেলার গ্রাম - ধারাপুর, মৌজা - রামচরণীর অধীনে কে.পি. পাট্টা নং ১৮৮-এর দাগ নং ৮৩৯-এর আওতাধীন মোট ২ বিঘা, ২ কাঠা এবং ১ লেচা জমির উপর অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ, **শ্রী মনোজকুমার গোয়েল এর নামে বিক্রয় দলিল নং ৭৫৪৭/২০১১।**	**১. সংরক্ষিত মূল্য: ৩৯,০০,০০০/- টাকা** **২. ইএমডি : ৩,৯০,০০০/- টাকা** **৩. বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ৫০,০০০/- টাকা** ৪. দায়বদ্ধতার বিবরণ: সোসাইটির বকেয়া, বিদ্যুৎ, হোল্ডিং ট্যাক্স ইত্যাদি। ৫. পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: **০৯.০৩.২০২৬ এবং ১০.০৩.২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ৩.০০ টে পর্যন্ত।** **দখলের ধরন : বাস্তবিক দখল**
৭	**পার্ট-১ :** আসাম রাজ্যের কামরূপ (গ্রামীণ) জেলার গুয়াহাটি- ৭৮১০৩১-এর অন্তর্গত মৌজা- শিলা সিন্দুরী ঘোপা, রেভিনিউ ভিলেজ- শিলা-র গৌরীপুরস্থ ব্রহ্মপুত্র ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে অবস্থিত কে.পি পাট্টা নং ৬৭-এর অন্তর্ভুক্ত দাগ নং ৮০৮ (২ কাঠা ৫ লেচা) এবং ৮০৯ (২ কাঠা ৮ লেচা) দাগের প্লট সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। মোট জমির পরিমাণ- ৪ কাঠা ১৩ লেচা, যার **বিক্রয় দলিল নং ১৪৪৯/২০১৪ এবং মালিকানা শ্রী মনোজ কুমার গোয়েলের।** **পার্ট-২ :** আসাম রাজ্যের কামরূপ (গ্রামীণ) জেলার গুয়াহাটি- ৭৮১০৩১-এর অন্তর্গত মৌজা- শিলা সিন্দুরী ঘোপা, রেভিনিউ ভিলেজ- শিলা-র গৌরীপুরস্থ ব্রহ্মপুত্র ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে অবস্থিত কে.পি পাট্টা নং ৯৮-এর অন্তর্ভুক্ত দাগ নং ৮১৫-এর একটি বাণিজ্যিক প্লট সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। মোট জমির পরিমাণ- ১ কাঠা ১৪ লেচা, যার **বিক্রয় দলিল নং ১৪৫০/২০১৪ এবং মালিকানা শ্রী মনোজ কুমার গোয়েলের।** **পার্ট-৩ :** আসাম রাজ্যের কামরূপ (গ্রামীণ) জেলার গুয়াহাটি- ৭৮১০৩১-এর অন্তর্গত মৌজা- শিলা সিন্দুরী ঘোপা, রেভিনিউ ভিলেজ- শিলা-র গৌরীপুরস্থ ব্রহ্মপুত্র ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে অবস্থিত কে.পি পাট্টা নং ১৮৭-এর অন্তর্ভুক্ত দাগ নং ৮০৭ (৩ কাঠা ১৩ লেচা) এবং ৮১১ (৩ কাঠা ১০ লেচা)-এর অফিস ভবনসহ একটি বাণিজ্যিক প্লট সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। মোট জমির পরিমাণ- ১ বিঘা ২ কাঠা ৩ লেচা, যার **বিক্রয় দলিল নং ১৪৪৮/২০১৪ এবং মালিকানা শ্রী মনোজ কুমার গোয়েলের।**	**১. সংরক্ষিত মূল্য: ৩৬,৫০,০০,০০০/- টাকা** **২. ইএমডি : ৩,৬৫,০০,০০০/- টাকা** **৩. বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ৫০,০০০/- টাকা** ৪. দায়বদ্ধতার বিবরণ: সোসাইটির বকেয়া, বিদ্যুৎ, হোল্ডিং ট্যাক্স ইত্যাদি। ৫. পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: **০৯.০৩.২০২৬ এবং ১০.০৩.২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ৩.০০ টে পর্যন্ত।** **দখলের ধরন : বাস্তবিক দখল**

বিক্রির বিশদ, নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিওরড ক্রেডিটরস এর ওয়েবসাইট: **www.sbi.co.in** এবং ই-অকশন এর জন্য অনুগ্রহ করে **https://baanknet.com/eauction-psb/x-login** দেখুন।

তারিখ: ২৩.০২.২০২৬
স্থান: কলকাতা

কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

পাণ্ডবেশ্বরের কেন্দ্রার দেওয়াল জুড়ে নিত্যনতুন স্লোগান তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা হয়নি কিন্তু বেজেছে ভোটের দামামা। এখনও পর্যন্ত হয়নি প্রার্থীদের নাম ঘোষণা। ঠিক তার আগেই পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার কেন্দ্রা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস শুরু করে দিল দেওয়াল লিখনের কাজ। পাণ্ডবেশ্বরে নরেন, জিতেনের ডিজিটাল যুদ্ধের মাঝে চির পরিচিত দেওয়াল জুড়ে নতুন নতুন স্লোগান ও ১৫ বছরের মুখ্যমন্ত্রীর একাধিক প্রকল্প ফুটে ওঠায় প্রমাণ করে যে ভোট যুদ্ধে পাণ্ডবেশ্বর তৃণমূল কংগ্রেস সবদিক থেকেই প্রস্তুত। এদিন রং তুলি হাতে দেওয়াল লিখতে দেখা যায় কেন্দ্রা অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি যমুনা ধীবর-সহ দলের অন্যান্য কর্মী সমর্থকদের।

দেওয়াল জুড়ে ফুটে ওঠা বিভিন্ন স্লোগানের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষ্য করা যায় যুব সাথী এবং লদী ভান্ডারের ভাতা বৃদ্ধির বিষয়টি। নিত্যনতুন স্লোগান যেমন কোথাও দেখা গিয়েছে, 'তোমার বাংলা, আমার বাংলা, বিজেপি তুমি লেড়ি হ্যাংলা', আবার কোথাও 'যতই কর হাইফাই, বাংলাতে বিজেপির কোন জায়গা নাই'। এমনই সব স্লোগানে ভরে উঠল কেন্দ্রা অঞ্চলের একাধিক দেওয়াল। এ প্রসঙ্গে, পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কেন্দ্রা অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি যমুনা ধীবর জানান, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এবং আমাদের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নির্দেশ মতো সারা বছরই আমরা সাধারণ মানুষের পাশে থাকি। দিদি যেমন বেকার যুবক-যুবতীদের কথা চিন্তা ভাবনা করে এমনকি বাংলার মা-বোনেদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য দিন প্রতিদিন যে সমস্ত নিত্য নতুন প্রকল্প চালু করছেন, তাতে উপকৃত হচ্ছে বাংলার বহু গরীব মানুষজন।'

বহরমপুর সার্কিট হাউসে এসআইআরের শুনানি বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: এসআইআরের নথির শুনানির ভার নিলেন বিচারকরা। রবিবার বহরমপুর সার্কিট হাউসে ম্যারাথন বৈঠকের পর বিচারকরা নথি যাচাইয়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিলেন। জেলার ২২টি বিধানসভার দায়িত্ব নিলেন ১১ জন বিচারক। বিধানসভার সংশ্লিষ্ট বিডিও অফিসে হবে শুনানি। মুর্শিদাবাদ জেলা বিচারকের অধীনে রয়েছেন কান্দি, জঙ্গিপুর, লালবাগ মহকুমা দায়রা বিচারকরা বা সমতুল পদের বিচারকরা। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মুর্শিদাবাদ জেলায় এসআইআরের প্রায় সাড়ে নয় লক্ষ নথি স্ক্রুটনি করবেন এই এগারোজন বিচারক। এই বৈঠকে হাজির ছিলেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া-সহ দুই পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার ও হোসেন মেদেহী রেহমান। মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া বলেন, 'বিচারকদের হাতে সমস্ত নথি তুলে দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে বিচারকরা জেলার সাড়ে নয় লক্ষ ভোটারের নথি যাচাইয়ের জন্য শুনানি করবেন।' সুপ্রিম নির্দেশের পর এসআইআর-কাণ্ডে বিচারকদের দায়িত্ব বাড়ল। শনিবার কলকাতা হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের নেতৃত্বে রাজ্য প্রশাসন, জাতীয় নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের বৈঠকে স্থির হয় যে প্রতি জেলা বিচারকের অধীনে ১৫ জন করে অতিরিক্ত জেলা বিচারক বা সমতুল পদের বিচারকরা এসআইআর-এর শুনানির দায়িত্বে থাকবেন। শুনানি কীভাবে হবে সেই বিষয়ে একটি আদর্শ কার্য পদ্ধতিও ঠিক করা হয়েছে। ৯ মার্চ পর্যন্ত বিচারদের ছুটি বাতিল করে একটি বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়েছে। হাইকোর্টের নির্দেশ আসার পরই শনিবার বহরমপুর সার্কিট হাউসে বিচারক জেলা প্রশাসনের বৈঠক ডাকা হয়। মুর্শিদাবাদের ২২ টি বিধানসভার শুনানি করবেন জেলার ১১ জন বিচারক। শনিবার এই বিষয়ে প্রায় দু'ঘন্টা বৈঠক চলে সার্কিট হাউসে। বৈঠকের পরই বিচারকরা নির্দিষ্ট বিধানসভার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। বিধানসভা এলাকার প্রতিটি বিডিও অফিসে চলবে শুনানি। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত, আনম্যাপড-সহ লজিস্টিক ডিসক্রিপ্সেন্সি ইত্যাদিতে মুর্শিদাবাদ জেলায় ২ লক্ষ ৭৮ হাজার ৮৩৭ জনের নাম বাদ গিয়েছে। শুনানিতে আটকে রয়েছে আরও সাড়ে ৯ লক্ষ ভোটারের নাম। এই সাড়ে নয় লক্ষ ভোটারের ভাগ্য নির্ধারণ করবেন বিচারকরা। ফাইনাল তালিকা জমা হওয়ার পরই জাতীয় নির্বাচন কমিশন চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ঘোষণা করবেন এবং তারপরই নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করা হবে। তবে এদিনের বৈঠকের পর জেলা বিচারক সাংবাদিকদের সামনে মুখ খুলতে চাননি।

পরিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহে প্রশাসনিক ব্যর্থতায় উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: শনিবারের পর আবারও রবিবার রানিগঞ্জের ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের মঙ্গলপুর গ্রামের বাসিন্দারা ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোড অবরোধ করলেন পানীয় জলের দাবি নিয়ে। স্লোগান উঠল, 'পরিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহে ব্যর্থ প্রশাসন।' এই দাবি নিয়ে দীর্ঘক্ষণ চলে পথ অবরোধ, রাস্তায় নামে ৮ থেকে ৮০ সকলেই। আর গ্রামবাসীদের এই জোরালো বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে বন্ধ হয়ে যায় সার্ভিস রোডে যানবাহন চলাচল। দীর্ঘ প্রশাসনিক তৎপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। উল্লেখ্য, শনিবার রানিগঞ্জের ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের আমড়াসোতা গ্রামের মানুষজন পানীয় জলের দাবি নিয়ে হাতে হাত রেখে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখায় পরে অবশ্য প্রশাসনের আধিকারিক এবং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ঘটনাস্থলে পৌঁছে গ্রামবাসীকে আশ্বস্ত করলে তাঁরা অবরোধ তুলে নেয়। ঠিক সেই প্রতিবাদের ২৪ ঘণ্টা পেরোতে না পেরেতেই রানিগঞ্জেরই ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের মঙ্গলপুর গ্রামের মানুষজন রবিবার সকালে জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোড অবরোধ করলো। উঠে এল একটাই কথা, 'এখানকার প্রশাসন পর্যাপ্ত পানীয় জল সরবরাহে ব্যর্থ, আমরা চাই সামান্য পানীয় জল সেই কারণেই আমাদের পথে নামা।' এ বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি করেন, প্রায় ৮ থেকে ৯ মাস পর্যাপ্ত পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ এলাকায়, ট্যাঙ্কেরের মাধ্যমে জল সরবরাহ হলেও তা নিয়মিত নয়। এছাড়া এদিন তারা দাবি করেন এলাকায় কুয়ো, পুকুর , নলকূপ সমস্ত জায়গার জল শুকিয়ে গেছে। যার ফলে আরও ব্যাপক হারে পানীয় জলের হাহাকার ধরেছে এলাকায়। প্রশাসনের কাছে তাঁদের একটাই আর্জি নিয়মিত পানীয় জল চাই। অবশেষে প্রশাসনের আশ্বাসেই অবরোধ উঠে যায়।

পাণ্ডবেশ্বরে পথদুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: বারবার পাণ্ডবেশ্বরের খোট্টা মৌল সংলগ্ন এলাকায় ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর দুর্ঘটনার খবর সামনে আসে। ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় এভাবে যানবাহনের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনায় ট্রাফিক পুলিশের ভূমিকা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। রবিবার সাতসকালে যাত্রীবাহী বাস ও ছাই বোঝাই ডাম্পারের মুখোমুখি সংঘর্ষে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল পাণ্ডবেশ্বর থানার অন্তর্গত খোট্টাডিহি মোড় সংলগ্ন ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে। দুর্ঘটনায় সেভাবে হতাহতের কোনও খবর না মিললেও ঘটনার পরই ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দিয়েছে ডাম্পারের চালক ও খালাসি। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এদিন সকাল সাড়ে ছটা নাগাদ গৌরবাজার থেকে একটি যাত্রীবাহী এক্সপ্রেস বাস আসানসোল অভিমুখে যাচ্ছিল। অন্যদিকে হরিপুর দিক থেকে পাণ্ডবেশ্বরের দিকে আসছিল একটি ছাইবোঝাই ডাম্পার। খোট্টাডিহি মোড় সংলগ্ন এলাকা আসতেই যাত্রীবাহী বাস ও ডাম্পার গাড়িটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। জাতীয় সড়কে হঠাৎ এমন দুর্ঘটনায় নিমেষেই চাঞ্চল্য ছড়ায় ওই অংশে।

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যকে প্রণাম করে কর্মসূচি সুকান্ত মজুমদারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমতা: 'মৌমাছি মৌমাছি/কোথা যাও নাচি নাচি/দাঁড়াও না একবার ভাই' -- বাংলা শিশু সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় 'কাজের লোক' কবিতাটির স্রষ্টা নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের আবক্ষ মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে বিধানসভা নির্বাচনের আগে আমতা বিধানসভা এলাকায় রাজনৈতিক কর্মসূচি শুরু করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও রাজ্যের বিরোধী দল বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। রবিবার আমতা থানার বেতাই থেকে বাইক মিছিলে অংশ নিয়ে নারিট গ্রামে আসেন তিনি। নারিট গ্রামেই ১৮৬০ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শিশু সাহিত্যিক নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। পেশায় ছিলেন শিক্ষক। শিশুদের জন্য 'সাথী' নামের একটি পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন তিনি। 'শিশু রঞ্জন রামায়ণ', 'ছেলে খেলা', 'পুষ্পাঞ্জলি'-সহ বেশ কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। এ হেন শিশু সাহিত্যিককে শ্রদ্ধা অর্পন করে রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী। এদিন আমতা বিধানসভা কেন্দ্রের ২০টি পরিবার বিজেপিতে যোগদান করেন। উল্লেখ্য সিপিএম যুব নেতা প্রতিকুর রহমান তৃণমূলে যোগদান করায় রাজনৈতিক মহলে এটি এখন আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। সেই প্রশ্নের উত্তরে তিনি এদিন বলেন, 'প্রতিকুর রহমানকে নিয়ে মিডিয়া বেশি হৈচৈ করছে। উনি কোনও এম পি, এমএলএ বা কেউকেটা নন। অহেতুক তাঁকে নিয়ে চর্চা হচ্ছে।' উল্লেখ্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই সফর বিজেপি কর্মীদের অনেকটাই অক্সিজেন জোগালো বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

মাতৃভাষা দিবসকে সামনে রেখে মগরায় তৃণমূলের প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মগরা: বলাগড় ও সপ্তগ্রাম বিধানসভার ত্রিবেণী শিবপুর মাঠ থেকে মগরা পর্যন্ত মিছিলে পা মেলালেন হাজার হাজার কর্মী, সমর্থক। এদের মধ্যে মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলাভাষিদের উপরে অত্যাচার, খুন ও বাংলা ভাষার অপমানকে তুলে ধরে মাতৃভাষা দিবসে সুবিশাল মিছিল করল রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল। বিধানসভা ভোটের আগে সরকারের জনমুখী প্রকল্পগুলিকেও এদিন পদযাত্রার মাধ্যমে তুলে ধরেন শাসক দলের নেতা-কর্মীরা।

বর্ধমান সাহিত্য পরিষদের ভাষা দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা,পূর্ব বর্ধমান: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বর্ধমান শাখা বর্ধমান সাহিত্য পরিষদের আয়োজিত মহান ভাষা শহিদ দিবসের অনুষ্ঠান মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয় নিজস্ব ভবনে। শহিদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়, প্রথমে সম্পাদক কাশীনাথ গাঙ্গুলি ভাষা দিবসের তাৎপর্য নিয়ে মনোরম বক্তব্য রাখেন, প্রধান অথিতি ছিলেন পৌরবালক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অরুনাভ চক্রবর্তী, আলোচনাতে অংশগ্রহণ করেন কবি, নাট্যকার দেবেশ ঠাকুর, সাহিত্য গবেষক বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক সুজিৎ চট্টপাধ্যায়, সঞ্জীব চক্রবর্তী, মুসারফ আজম, শিক্ষক মানব সরকার, সমাজসেবী সঞ্জয় মন্ডল, ফজরুল হক, সাহিত্য প্রেমী দেবনাথ মুখার্জী, সায়ন্তি হাজরা, সৌম পাল, পার্থ সারথি চৌধুরী। সভাপতি ছিলেন নিতাই মুখার্জি, সঞ্চালনায় ছিলেন সুজিত চক্রবর্তী, দেবনাথ মুখার্জি, সঙ্গীতে অংশ নেন শিপ্রা সিনহা, আনোয়ার আলি-সহ প্রমুখ। কবিতা পাঠে অংশ নেন রথীন পার্থ মন্ডল, মিতা মন্ডল, সন্দীপন গুপ্ত, স্বর্ণ চাঁপা গোস্বামী-সহ বিশিষ্টরা। ভাষা দিবস নিয়ে সুন্দর আলোচনা উপস্থিত সকলের মন ভরিয়ে দেয়। অনুষ্ঠানে প্রয়াত সাহিত্যিক মণি শঙ্কর মুখোপাধ্যায় ও সংগঠনের অন্যতম সদস্য সাংবাদিক মধুসুদন হাজরা চৌধুরীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নীরবতা পালন করা হয়।

মাছে ভাতে বাঙালি উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: মাছে ভাতে বাঙালি উৎসবে জমজমাট দুর্গাপুর, পাঁচ বছরে পদার্পণ। দুর্গাপুরে অনুষ্ঠিত হল একদিনের 'মাছে ভাতে বাঙালি' উৎসব, যা এ বছর পাঁচ বছরে পদার্পণ করল। রবিবার শহরের রবীন্দ্রভবন প্রাঙ্গণে শুরু হয় বাঙালির প্রিয় খাদ্যকে কেন্দ্র করে এই অভিনব আয়োজন। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, পরিবারের জন্য প্রবেশ মূল্য ধার্য ছিল ১০০ টাকা। অংশগ্রহণকারীদের জন্য ছিল প্রায় ষোলো রকমের মাছের পদ যা সবাই পেট ভরে উপভোগ করেন। রবিবার ছুটির দিনে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ সপরিবারে উপস্থিত হয়ে আড্ডা, খাওয়া-দাওয়া আর মিলন মেলায় মাতেন। এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন দুর্গাপুরবাসী। ৯ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর পল্লব নাগের উদ্যোগে প্রতিবছর এই উৎসবের আয়োজন করা হয়, আর দেখতে দেখতে পাঁচ বছরে পৌঁছে গেল এই জনপ্রিয় অনুষ্ঠান।

দুর্গাপুরে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: বিধানসভা ভোটের আগে রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন চাঞ্চল্য। শনিবার রাত সাড়ে আটটায় দুর্গাপুরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের ধাঙাবাগ বাগদি পাড়ার শ্যামা সংঘ ক্লাবে দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লদণ ঘড়ুইয়ের হাত ধরে প্রায় ২৫০ জন তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন। যোগদানকারীদের দাবি, তৃণমূল থেকে তাঁরা কোনও সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছিলেন না বলেই দলবদলের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে তৃণমূলের পাল্টা দাবি, যোগদানকারীদের কেউই তাঁদের দলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন না। তাঁরা আগে থেকেই বিজেপি ও সিপিএমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এক কথায় দলবদল নিয়ে ও রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থাকলে বাগদা পুনরুদ্ধার সম্ভব নয় বিস্ফোরক: দুলাল বর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: 'পাঁচটা গ্রুপে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থাকলে বাগদা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়' মন্তব্য বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক দুলালের। নিজের দলের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক বাগদার প্রাক্তন বিধায়ক তথা বিজেপি নেতা দুলাল বর। 'বাগদায় বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল রয়েছে। চারটে পাঁচটা গ্রুপ গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থাকলে, বাগদা পুনরুদ্ধার করা অসুবিধা আছে' বললেন তিনি। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা বিধানসভা কেন্দ্র ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচন থেকে বিজেপির ভালো ফলাফল হয়েছে।

চক্ষু পরীক্ষা শিবির ও স্বেচ্ছায় রক্তদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, নতুনডাঙ্গা: দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা অঞ্চলের নতুনডাঙ্গা বিবেকানন্দ শক্তি সংঘ ক্লাবের উদ্যোগে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির ও স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিনের এই রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন গোগলা অঞ্চলের তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শুরু হয় এদিনের এই চক্ষু পরীক্ষা শিবির ও স্বেচ্ছায় রক্তদান প্রক্রিয়া। ক্লাবের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে অঞ্চল সভাপতি জানান, তাঁরা সব সময় সমাজ কল্যাণমূলক কাজে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। গৌতম বাবু বলেন, 'এই দিনের এই রক্তদান শিবিরে মোট ২৭ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। সংগৃহীত রক্ত পাঠানো হবে আসানসোল জেলা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংকে। পাশাপাশি এদিন বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের ও আয়োজন করা হয়েছিল। প্রায় ১১০ জন রোগী চক্ষু পরীক্ষা করাতে এই শিবিরে অংশ নিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ২৭ জনের অপারেশনের দায়িত্ব নেয় ক্লাব এবং ২৭ জন রোগীকে বিনামূল্যে এদিন চশমা দেওয়া হয়।'

বর্ধমানে ফ্রি কার্ডিওলজি কনসালটেশন ক্যাম্প

প্রীতলিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ● পূর্ব বর্ধমান

বর্ধমান ওয়েভ এবং পিয়ারলেস হসপিটাল-এর যৌথ উদ্যোগে বর্ধমানের ইঙ্কোনিয়ার লায়ন্স ক্লাব হল-৩ প্রাঙ্গণে আয়োজিত হল ফ্রি কার্ডিওলজি কনসালটেশন ক্যাম্প ও বেসিক লাইভ সাপোর্ট প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। হৃদ্ রোগ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জরুরি পরিস্থিতিতে প্রাথমিক জীবন রক্ষাকারী দক্ষতা গড়ে তোলাই ছিল এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডা. মৌসুমী বন্দ্যোপাধ্যায়, এভারেস্ট জয়ী পর্বতারোহী সৌমেন সরকার, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সুবীর কুমার দে-সহ অন্যান্যরা।

পিয়ারলেস হাসপাতালের গ্রুপ হেড ও এভিপি মার্কেটিং ইন্দ্রজিৎ ব্যানার্জী বলেন, 'কর্পোরেট স্বাস্থ্য পরিষেবার সীমা শহরকেন্দ্রিক হওয়া উচিত নয়। জেলা ও মফস্বলে বিশেষজ্ঞ পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া আমাদের সামাজিক দায়িত্বের অংশ। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রাথমিক জীবনরক্ষাকারী প্রশিক্ষণ এই দুই দিকেই আমরা সমান জোর দিচ্ছি।' পিয়ারলেস হাসপাতালের মার্কেটিং ম্যানেজার সপ্তর্ষী ঘোষ বলেন,'অনেক সময় হৃদ্ রোগের উপসর্গকে মানুষ অবহেলা করেন। সচেতনতার অভাবেই ঝুঁকি বাড়ে। এই ধরনের ক্যাম্পের মাধ্যমে আমরা চাই মানুষ উপসর্গ চিহ্নিত করতে শিখুন এবং জরুরি অবস্থায় কীভাবে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিতে হয়, তা জানুন।' বর্ধমান ওয়েভের পক্ষে অনির্বাণ হাজরা বলেন, 'স্বাস্থ্য কেবল চিকিৎসার বিষয় নয়, এটি সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ। স্থানীয় স্তরে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া এবং তরুণ প্রজন্মকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা এই লক্ষ্যেই আমরা এই যৌথ উদ্যোগ নিয়েছি।' শিবিরে হৃদ্ রোগের সাধারণ উপসর্গ, বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, অনিয়মিত হৃদস্পন্দন, মাথা ঘোরা, অতিরিক্ত ক্লান্তি, হাত-পা ফুলে যাওয়া প্রভৃতি বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়। পাশাপাশি ইসিজি, লিপিড প্রোফাইল, এনটি-প্রোবিএনপি ও এইচবিএ১সি পরীক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। রাজ কলেজের এনএসএস গ্রুপের সদস্যরা, বিভিন্ন কোচিং সেন্টারের খেলোয়াড় এবং অন্যান্য তরুণ-তরুণীরা বিএলএস প্রশিক্ষণে অংশ নেন। সিপিআর-সহ জরুরি পরিস্থিতিতে কীভাবে দ্রুত ও সঠিকভাবে সাড়া দিতে হয়, তার হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাম্প্রতিক সময়ে অল্প বয়সিদের মধ্যেও হৃদ্ রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি নিয়ে চিকিৎসক মহলে উদ্বেগ রয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে এই উদ্যোগকে সময়োপযোগী বলেই মনে করছেন উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা। আয়োজকদের দাবি, ভবিষ্যতেও জনস্বার্থে এমন স্বাস্থ্য-সচেতনতামূলক কর্মসূচি চালু থাকবে বলে বক্ষ বিশেষজ্ঞ মৈনাক চ্যাটার্জি।

মেরঠ মেট্রো ও নমো ভারত ট্রেনের উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রীর

মেরঠ, ২২ ফেব্রুয়ারি: উত্তর প্রদেশের মেরঠের শতাধী নগর নমো ভারত স্টেশন থেকে রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মেরঠ মেট্রো এবং নমো ভারত ট্রেনের সূচনা করেন। এই সময়ে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ-সহ অন্যান্যরা। এখান থেকে, প্রধানমন্ত্রী মেরঠ দক্ষিণ স্টেশন পর্যন্ত মেট্রোয় যাত্রা করেন। শতাধী নগর নমো ভারত স্টেশন থেকে মেরঠ দক্ষিণ স্টেশন পর্যন্ত মেট্রো যাত্রা করার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শিক্ষার্থী এবং আধিকারিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। সমগ্র দিল্লি-মেরঠ নমো ভারত করিডর এবং মেরঠ মেট্রো (মেরঠ দক্ষিণ-মোদীপুরম) দেশের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী প্রায় ১২,৯৩০ কোটি টাকার প্রকল্প উৎসর্গ করেছেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেন, 'আমরা দিল্লিতে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল এআই সামিটের জমকালো অনুষ্ঠানও প্রত্যক্ষ করেছি। অনেক দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। শতাধিক দেশের প্রতিনিধিরা সেই সামিটে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং এর মাধ্যমে আমরা সকলেই বিশ্ব নেতাদের আমাদের প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গির কার্যকর বাস্তবায়নের প্রশংসা করতে দেখেছি। আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করেছি, ফরাসি রাষ্ট্রপতি ম্যাক্রোঁ এআই সামিট-এ ডিজিটাল ইন্ডিয়ার সাফল্য সম্পর্কে বিস্তারিত বক্তব্য রেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ভারত এমন কিছু তৈরি করেছে যা বিশ্বের অন্য কোনও দেশ অর্জন করতে পারেনি। ১.৪ বিলিয়ন মানুষের জন্য একটি ডিজিটাল পরিচয়, যার অর্থ ১৪০ মিলিয়ন মানুষের ডিজিটাল পরিচয়।'

দুর্ঘটনায় মৃত ৫ পুলিশকর্মী

ঝাড়সুগুড়া, ২২ ফেব্রুয়ারি: ওড়িশার ঝাড়সুগুড়া জেলায় ট্রেলার ও পুলিশের এসইউভি গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে ৫ জন পুলিশকর্মীর। এছাড়াও ৩ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। রবিবার ঝাড়সুগুড়া সদর থানার কাছে ৪৯ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, পুলিশের এসইউভি গাড়িটিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে দ্রুতগামী একটি ট্রেলার। সংঘর্ষ এতটাই জোরালো ছিল যে পুলিশের বোলেরো গাড়িটি মারাত্মকভাবে দুমড়ে যায়। সংঘর্ষের তীব্রতার কারণে ঘটনাস্থলেই পাঁচ পুলিশকর্মীর মৃত্যু হয়।

আফগানে পাক হামলায় হত ১৭

কাবুল, ২২ ফেব্রুয়ারি: আফগানিস্তানের দুই প্রদেশে হামলা চালাল পাকিস্তানি সেনা। শনিবার থেকে পাকিস্তানের সঙ্গে আফগানিস্তানের সীমান্ত লাগোয়া নানগড়হর এবং পাকটিকা প্রদেশে হামলা চালিয়েছে পাক সেনা। সূত্রের খবর, সেই হামলায় শিশু ও মহিলা-সহ অন্তত ১৭ জন আফগান নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন বহু মানুষ। পাকিস্তান এই হামলার কথা স্বীকার করে নিয়েছে। আফগান সরকারের তরফে পাকিস্তানের এই হামলার কড়া নিন্দা করা হয়েছে। যদিও, সরকারি তরফে মৃতের সংখ্যা ঘোষণা করা হয়নি।

পঞ্জাবের সীমান্তে গুলিতে খুন দুই পুলিশ আধিকারিক

চণ্ডীগড়, ২২ ফেব্রুয়ারি: ভারত-পাকিস্তান সীমান্তবর্তী সেনাচৌকির কাছে দুই পুলিশ আধিকারিকের দেহ উদ্ধার। গুলি করে হত্যা করা হয়েছে পঞ্জাব পুলিশের ওই দুই আধিকারিককে। পঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় রবিবার এই ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি সামনে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে। ঘটনার গুরুত্ব বুঝে তদন্তে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন ফরেনসিক টিম ও বরিষ্ঠ পুলিশ আধিকারিকরা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার ভোররাতে এই হত্যাকাণ্ড চলে গুরুদাসপুর জেলার দোরাংলা থানা এলাকার আদিয়ান গ্রামে। মৃতদের নাম এএসআই অশোক কুমার ও হেড কনস্টেবল গুরনাম সিং। এই দুই জওয়ান ভারত-পাক সীমান্তবর্তী এক চেকপোস্টের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন। নিরাপত্তার দিক থেকে এই চেক পোস্টকে 'সেকেন্ড লাইন অফ ডিফেন্স' বলা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চেকপোস্টের কাছে হঠাৎ গুলির শধ শোনেন তাঁরা। এরপর নিরাপত্তারক্ষী ও পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে এসে দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় সেখানে পড়ে রয়েছেন দুই জন। দ্রুত উদ্ধার করে তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত্যুর কারণ জানতে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

কে বা কারা দু'জনকে হত্যা করল, এর নেপথ্যে পাক যোগ রয়েছে কি না, তার তদন্ত শুরু হয়েছে। যেহেতু ঘটনার কোনও প্রত্যক্ষদর্শী নেই তাই পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে দু'টি সম্ভাবনা উঠে আসছে। হতে পারে দু'জনের মধ্যে কোনও বিষয়ে ঝগড়া হয়েছিল, এরপর দু'জন একে অপরের দিকে গুলি ছোড়েন। কিংবা কোনও তৃতীয় ব্যক্তি বা সীমান্তের ওপার থেকে এই হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছে। যেহেতু এলাকাটি আন্তর্জাতিক সীমান্তের খুব কাছে, তাই নিরাপত্তা সংস্থাগুলি এই ঘটনাকে গুরুত্ব সহকারে দেখছে। এই হত্যাকাণ্ডের পর পুলিশের তরফেও কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি।

ঘটনার পর, সীমান্তে টহলদারি বাড়ানো হয়েছে এবং অন্যান্য চেকপয়েন্টগুলিকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

স্যাম পিত্রোদা 'লস্কর-ই-কংগ্রেসে'র প্রধান উপদেষ্টা: বিজেপি

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি: ভারতীয় প্রতিভা অন্য দেশে সেবা করছে। এটা লজ্জার বিষয় ১৫০ কোটির জনসংখ্যার দেশে কোনও পরিকাঠামো নেই। এমনই বেফাঁস মন্তব্য করে ফের বিতর্কে জড়ালেন কংগ্রেস নেতা স্যাম পিত্রোদা। এরপরই কংগ্রেস নেতাকে পালটা তোপ দেগেছে বিজেপি। পিত্রোদাকে 'লস্কর-ই-কংগ্রেসে'-এর প্রধান উপদেষ্টা বলে কটাক্ষ করেছে গেরুয়া শিবির।

সম্প্রতি একটি ইউটিউব চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন স্যাম। সেখানে তিনি বলেন, 'আমরা প্রচুর তরুণ প্রতিভা তৈরি করেছি, কিন্তু তা এখনও অপ্রতুল। ভারতীয় প্রতিভা অন্য দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেবা করছে। ভারত নিজের জন্য কোনও প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে পারেনি। প্রতিভারা দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা আমাদের নিজস্ব সমাজমাধ্যম গড়ে তুলতে পারিনি। মোবাইল ফোনের জন্য অপারেটিং সিস্টেম তৈরি করতে পারিনি। মাইক্রোসফটের মতো বড় কোম্পানিও তৈরি করতে পারিনি। এটা লজ্জার বিষয় ১৫০ কোটির জনসংখ্যার দেশে কোনও পরিকাঠামো নেই।'

কংগ্রেস নেতার এই মন্তব্যের কড়া নিন্দা করেছে বিজেপি। পিত্রোদাকে নিশানা করে করে বিজেপির মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'সম্প্রতি কংগ্রেস নগ্ন হয়েছে। এবার আসরে নেমেছেন আরও এক নেতা। পিত্রোদা লস্কর-ই-কংগ্রেস-এর প্রধান উপদেষ্টা। মিথ্যা কথা বলে তিনি ভারতকে নিয়ে উপহাস করছেন।' তিনি জানান, ভারত একাধিক অপারেটিং সিস্টেম তৈরি করেছে। যেমন- বস লিনাক্স, মায়া ওএস, প্রাইম ওএস, ভার ওএস, ইন্দাস ওএস ইত্যাদি। এছাড়াও তিনি ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম ইউপিআই এবং সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পরিসংখ্যানের কথাও উল্লেখ করেছেন। শেহজাদের কথায়, 'কংগ্রেসের একমাত্র লক্ষ্য হল মিথ্যার চাদর পড়িয়ে ভারতকে ধ্বংস করা।

গুজরাত উপকূলে আটক সিগারেট বোঝাই ট্রলার

আমদাবাদ, ২২ ফেব্রুয়ারি: গুজরাত উপকূলে আটক সিগারেট বোঝাই ট্রলার ভারতের উপকূলরক্ষা বাহিনীর তৎপরতায় রুখে দেওয়া গেল পাচারের বিরাট ষড়যন্ত্র। আরব সাগরে গুজরাত উপকূলে আটক করা হল একটি সন্দেহজনক ট্রলারকে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ২০০ কার্টুন সিগারেট। যার বাজার মূল্য ৫ কোটি টাকা। উপকূলরক্ষা বাহিনী জানিয়েছে, শনিবার দোওয়ারকা উপকূলে এআই মুখতার নামের একটি ট্রলারের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হয়। এর পরেই সেটিকে ঘিরে ফেলে তল্লাশি শুরু হয়। দেখা যায় জলযানটিতে রয়েছেন চার জন ইরানি নাগরিক।

পাশাপাশি ট্রালারটি থেকে উদ্ধার হয় ২০০ কার্টুন সিগারেট। যা বেআইনি ভাবে পাচারের উদ্দেশে আনা হচ্ছিল। ওই সিগারেটের আনুমানিক বাজার মূল্য ২.৫ থেকে ৫ কোটি টাকা! উপকূলরক্ষা বাহিনী গোটা অপরেশনের বিষয়টি এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছে, তদন্তের পরবর্তী ধাপের জন্য এআই মুখতার নামের ট্রলারটিকে গুজরাতের পোরবন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়। এর আগে ১৬ ফেব্রুয়ারি আইসিজি এবং গুজরাত সন্ত্রাসবিরোধী স্কোয়াডের (এটিএস) যৌথ অভিযানে গুজরাত উপকূল ২০০ কেজির বেশি মাদক উদ্ধার হয়। ওই অভিযানেও দুই ইরানি নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

ময়দান

সুপার এইটে ভারতের বিশ্বকাপ স্বপ্নে বড় ধাক্কা!
আমেদাবাদে ফিরল দুঃস্বপ্নের সেই রাত?

নিজস্ব প্রতিবেদন: আহমেদাবাদ;এই নামটির সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে ভারতের সাম্প্রতিক বিশ্বকাপ-আতঙ্ক। একদিন এই মাঠেই ভেঙেছিল একদিনের বিশ্বজয়ের স্বপ্ন। আর এবার কি এখানেই থেমে যাবে টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আশা? সুপার এইটের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৭৬ রানে হেরে সেই ভয় আরও ঘনীভূত হল। শুধু হার নয়, এই পরাজয় তারকাখচিত ভারতীয় দলের জন্য রীতিমতো লজ্জাজনক। ১৮৮ রান তাড়া করতে নেমে মাত্র ১১১ রানে গুটিয়ে গেল ভারতের ইনিংস।

টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক আইডেন মার্করাম। আহমেদাবাদের মতো ব্যাটিং,সহায়ক পিচে, যেখানে শিশির বড় ভূমিকা নেয়, এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। কিন্তু মার্করামের কাছে দু'টি বিষয় স্পষ্ট ছিল; এক, বড় ম্যাচে রানের চাপ সামলে তাড়া করা সহজ নয়; দুই, চাপ পড়লেই ভারতের ব্যাটিং ভেঙে পড়ে। ম্যাচের চিত্রই তার প্রমাণ।

যদিও শুরুটা ছিল ভারতের পক্ষেই। জশপ্রীত বুমরাহ ও অর্শদীপ সিং আগুন ঝরানো বোলিংয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম সারি ভেঙে দেন। বুমরাহ ফেরান কুইন্টন ডি'কক ও রায়ান রিকেলটনকে, অর্শদীপ তুলে নেন মার্করামের উইকেট। চার ওভারে ২০ রানে ৩ উইকেট;ম্যাচ তখন ভারতের নিয়ন্ত্রণে।

কিন্তু এখানেই গড়ে ওঠে পার্থক্য। দ্রুত উইকেট পড়লেও দক্ষিণ আফ্রিকা ধৈর্য হারায়নি। পাওয়ার প্লে শেষ হতেই আক্রমণে যান ডেভিড মিলার ও ডেওয়াল্ড ব্রেভিস। মিলারের ৩৫ বলে ৬৩ ও ব্রেভিসের ৪৫ রানে ভর করে ইনিংস দাঁড়ায় শক্ত ভিতের উপর। শেষ দিকে হার্দিক পাণ্ডিয়ার এক ওভারের ২০ রান দক্ষিণ আফ্রিকাকে পৌঁছে দেয় ১৮৭-এ।

এই রান আহমেদাবাদের পিচে তাড়া করা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু সমস্যা ছিল ভারতের মানসিকতায়। বিশ্বকাপে প্রথমবার রান তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই চাপে পড়ে যান ব্যাটাররা। ওপেনিংয়ে ঈশান কিষান শূন্য ও অভিষেক শর্মার অস্বস্তিকর ইনিংস চাপ বাড়ায়। মাঝের সারিতে তিলক বর্মা ও ওয়াশিংটন সুন্দর অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি নিয়ে আউট হন। অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব চেষ্টা করলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

দক্ষিণ আফ্রিকার বোলিংয়ে মার্কো জানসেন ২২ রানে ৪ উইকেট ও কেশব মহারাজ ২৪ রানে ৩ উইকেট নিয়ে ভারতের ব্যাটিংকে শিকলবন্দি করে রাখেন। লুঙ্গি এনগিডি উইকেট না পেলেও নিখুঁত নিয়ন্ত্রণে রান আটকে দেন। শেষ পর্যন্ত ভারতের ইনিংস থামে ১১১ রানে।

পরের ম্যাচে প্রতিপক্ষ জিম্বাবোয়ে ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সমীকরণ জটিল হলেও এখনও সব শেষ নয়। তবে সবার আগে এই হারের আতঙ্ক ঝেড়ে ফেলতে হবে। দলের মানসিক জড়তা ভাঙাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ;যেটা যত দ্রুত কোচ গৌতম গম্ভীর করতে পারবেন, ততই ভারতের সেমিফাইনালের স্বপ্ন বেঁচে থাকবে।

শ্রীলঙ্কাকে হারাল ইংল্যান্ড

কলম্বো, ২২ ফেব্রুয়ারি: গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে জিম্বাবোয়ের কাছে হারের পরই অস্বস্তি শুরু হয়েছিল শ্রীলঙ্কা শিবিরে। সুপার এইটের প্রথম ম্যাচেও সেই হতাশার ছবিটাই ফের দেখা গেল।

পাল্লেকেলেতে ইংল্যান্ডের কাছে ৫১ রানে হেরে সেমিফাইনালে ওঠার স্বপ্নে বড়সড় ধাক্কা খেল লঙ্কা বাহিনী। নিজেদের চেনা কন্ডিশন, পরিচিত পিচ, সবই ছিল শ্রীলঙ্কার পক্ষে।

তবু ব্যাটে-বলে তারা পুরোপুরি পিছিয়ে পড়ল ইংল্যান্ডের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সামনে।

এই ম্যাচে অধিনায়ক পাথুম নিশঙ্কা টসে জিতে প্রথমে ইংল্যান্ডকে ব্যাট করতে পাঠান। সিদ্ধান্তটা কাগজে-কলমে যুক্তিযুক্তই ছিল। কারণ পিচ স্পিন সহায়ক, বল থেমে আসছে; যা সাধারণত লঙ্কান বোলারদের অস্ত্র।

শুরুতে ইংল্যান্ডের ব্যাটাররাও যে খুব স্বচ্ছন্দ ছিলেন, এমন নয়। জস বাটলার, হ্যারি ব্রুক, স্যাম কারান; কেউই বড় ইনিংস খেলতে পারেননি। একের পর এক উইকেট পড়ায় চাপ বাড়ছিল ইংল্যান্ড শিবিরে।

কিন্তু সেই চাপ সামলে একপ্রান্ত আগলে রাখেন ফিল সল্ট। ৪০ বলে তাঁর ৬২ রানের ঝকঝকে ইনিংসই ম্যাচের ভিত গড়ে দেয়।

ছয়টি চার ও দু'টি ছয়ের সাহায্যে তিনি রানের গতি বজায় রাখেন, যাতে ইংল্যান্ড সম্মানজনক স্কোরে পৌঁছতে পারে। মাঝের দিকে উইল জ্যাকস ২১ রান যোগ করেন। লঙ্কান বোলারদের মধ্যে ডুনিথ ওয়েল্লাগে (২৬/৩) ও মহেশ থিকসানা (২১/২) যথেষ্ট লড়াই করলেও ইংল্যান্ড শেষ পর্যন্ত ১৪৬ রান তুলতে সক্ষম হয়।

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এই রান তাড়া করা সাধারণত খুব কঠিন নয়। কিন্তু পাল্লেকেলের পিচে সেটাই যে কতটা চ্যালেঞ্জিং, তা শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং ব্যর্থতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

ইংল্যান্ডের বোলিং আক্রমণের সামনে শুরু থেকেই ধসে পড়ে লঙ্কান টপ অর্ডার। জোফ্রা আর্চারের গতি ও বাউন্সের সামনে দাঁড়াতেই পারলেন না ব্যাটাররা। তাঁর সঙ্গে স্পিনে দাপট দেখান লিয়াম ডসন ও আদিল রশিদ।

একজন ব্যাটারও টপ অর্ডার থেকে ১০ রানের গণ্ডি পেরোতে পারেননি। বল থেমে আসছে, স্পিনে বিষাক্ত ছোবল; সব মিলিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন লঙ্কান ব্যাটাররা।

মিডল অর্ডার আগের ম্যাচগুলিতেও চাপ সামলাতে পারেনি, এদিন টপ অর্ডার ভেঙে পড়তেই ম্যাচ কার্যত হাতছাড়া হয়ে যায়।

একমাত্র অধিনায়ক দাসুন শনাকা ২৪ বলে ৩০ রান করে কিছুটা লড়াইয়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে আর ফল বদলায়নি। শ্রীলঙ্কার ইনিংস থামে মাত্র ৯৫ রানে।

এই হারের ফলে শ্রীলঙ্কার সামনে চাপ আরও বেড়ে গেল। সামনে নিউ জিল্যান্ড ও পাকিস্তানের মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। অন্য দিকে, সঠিক সময়ে ছন্দে ফিরে ইংল্যান্ড সেমিফাইনালের দৌড়ে এক পা এগিয়ে রইল।

E-TENDER NOTICE

The Prodhan, **Garibpur Gram Panchayat** invites e-Tender through e-Procurement System from the bonafied and resourceful Contractors for **NIeT No-11/ PRODHAN/GORIBPUR GP/ 2025-26. (For 06 nos Work) Dated- 18/02/2026. Last date of Bid Submission 03/03/2026 upto 02.00PM.** For details please visit website **www: //wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Garibpur G.P.
Domkal Block, Murshidabad

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯৭৯১

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/2112/25-26 Dated 21.02.2026	Construction of Concrete Road with Surface Drain at R.R.Ghosh Road Bye Lane at Ward No-17 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.5,24,559.00

Bid Submission end date : **04.03.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- /- E.O.
Rajpur-Sonarpur Municipality

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.myhmc.in

NIT No. 09-TN/EE/P&D/25-26 তারিখ : ২০.০২.২০২৬

ই-টেন্ডার নোটিশ

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (পিঅ্যান্ডডি), এইচএমসি- **এনআইটি অনুযায়ী হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এলাকায় ১ টি কাজের জন্য** প্রখ্যাত, সঙ্গতিপন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত এবং একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং পিঅ্যান্ডডি বিভাগীয় https://wbtenders.gov.in থেকে। **টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ০২.০৩.২০২৫ সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত।**
এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।
৩১০(১)/২৫-২৬ এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
২১.২.২৬ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA - 700 123.
TENDER NOTICE
No. 64/25-26/FCXVSWM/T Dated 21.02.2026.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **03.03.2026 up to 12.0 noon**. The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in**, Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/2113/25-26 Dated 21.02.2026	Construction of Concrete Road at R.R. Ghosh road and M.N Roy road at Ward No- 17 Under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs. 2,87,686.00
WBMAD/ULB/ RSM/2114/25-26 Dated 21.02.2026	Construction of Concrete Road near Baisali park and Bhuri pukur, at Ward No - 17, under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs. 3,46,777.00

Bid Submission end date : **03.03.2026 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/2003/25-26/2nd Call Dated 20.02.2026	Upgradation of Covered Drain & Culvert from H/O Karna to H/O Bhaskar Dutta at Ward No.-34 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.9,01,513.00
WBMAD/ULB/ RSM/2028/25-26/2nd Call Dated 20.02.2026	Road restoration work at A) Mach Bazar Katpole to Loknath Mandir via Amantran Club B)Saha Pachil to shop of Nanna C) Policepara auto stand to Cake Factory in Ward no...02 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.9,08,071.00

Bid Submission end date: **04.03.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রবাসী ক্রিকেটারদের কুর্নিশ মোদীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সহযোগী সদস্য দেশগুলির পারফরম্যান্স এবার ক্রিকেটপ্রেমীদের নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছে। আমেরিকা, নেদারল্যান্ডস, ইটালির মতো দলগুলি শুধু অংশগ্রহণ করেই থেমে থাকেনি, লড়াই করে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে ক্রিকেটবিশ্বের আলোচনায়। এই সাফল্যের পিছনে অন্যতম বড় কারণ; এই দলগুলিতে থাকা ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্রিকেটারদের নিষ্ঠা, দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস। বিশ্বকাপ চলাকালীনই তাঁদের প্রশংসায় মুখ খুললেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার তাঁর জনপ্রিয় বেতার অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এ প্রধানমন্ত্রী 'ভারতীয়তা'র গভীর তাৎপর্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষ যেখানেই যান না কেন, তাঁদের হৃদয়ে মাতৃভূমির টান অটুট থাকে। একই সঙ্গে তাঁরা তাঁদের কর্মভূমির উন্নতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। খেলাধুলোর প্রসঙ্গে মোদী স্পষ্ট করেন, খেলাই এমন এক মাধ্যম যা মানুষকে শৃঙ্খলা, দলগত চেতনা ও বিশ্বজনীনতার পাঠ শেখায়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এখন নিশ্চয়ই আপনারা সকলে টি-২০ ওয়ার্ল্ড কাপ দেখছেন। ম্যাচ চলাকালীন হঠাৎ এমন কোনও ক্রিকেটারের দিকে চোখ চলে যায়, যিনি অন্য দেশের জার্সি গায়ে খেলছেন, কিন্তু নাম শুনেই বোঝা যায় তিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত। এই মুহূর্তটা গর্বের।' তাঁর কথায় স্পষ্ট, প্রবাসী ভারতীয়দের সাফল্য শুধু তাঁদের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব নয়, তা ভারতের সাংস্কৃতিক শক্তিরও প্রতিফলন। মোদী বিশেষভাবে উল্লেখ করেন কানাডা দলের কথা। তিনি জানান, এই দলে সবচেয়ে বেশি ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্রিকেটার রয়েছেন। দলের অধিনায়ক দিলপ্রীত বাজওয়ার জন্ম পঞ্জাবের গুরদাসপুরে। নবনীত ঢালিওয়াল চণ্ডীগড়ের ছেলে। পাশাপাশি হর্ষ ঠাকের ও শ্রেয়স মোভার অবদানের কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। আমেরিকা দল নিয়েও গর্বের কথা বলেন মোদী। আমেরিকার টিমে এমন অনেক ক্রিকেটার রয়েছেন, যাঁরা ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলে নিজেদের তৈরি করেছেন। মোনাঙ্ক পটেল গুজরাতের অনূর্ধ্ব-১৬ ও অনূর্ধ্ব-১৮ দলের হয়ে খেলেছেন। মুম্বইয়ের সৌরভ নেত্রাভালকর, পঞ্জাবের হরমীত সিং এবং দিল্লির মিলিন্দ কুমার এখন আমেরিকার ক্রিকেটের মুখ।

প্রীতমদের ডিফেন্স ভেঙে জয়ই লক্ষ্য লোবেরার

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবারের যুবভারতীতে আইএসএলে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে চেন্নাইয়ান এফসির বিরুদ্ধে খেলতে নামবে মোহনবাগান। কেরালা ব্লাস্টার্সকে ২-০ গোলে হারিয়ে আইএসএলের শুরুটা ভালোই করেছে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। ম্যাচের আগে প্রতিপক্ষ দল চেন্নাইয়ানকে বেশ সমীহ করছেন বাগান কোচ সের্জিও লোবেরা। প্রীতম কোটালদের দলের ডিফেন্স বেশ প্রশংসনীয়। লোবেরার লক্ষ্যই থাকবে কোচ ক্লিফোর্ড মিরান্ডার ছক ভেঙে গোলমুখ খুঁজে বের করা।

গত ম্যাচে দুটি গোল হলেও দ্বিতীয়ার্ধে মোহনবাগান আক্রমণ ভাগ বিশেষ সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে ভুলত্রুটি গুলি শুধরে নিতে চাইবেন সবুজ-মেরুন হেডস্যার লোবেরা। অন্যদিকে চেন্নাইয়ান কোচ মিরান্ডা এর আগে মোহনবাগান দলের সহকারী কোচের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি এই বাগান দলের অনেক ফুটবলারদের সঙ্গেই পরিচিত। তাই সেটা একটা বাড়তি সুযোগ চেন্নাইয়ানের। এদিন প্রাক ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে এসে কোচ সের্জিও লোবেরা বলেন, 'কোনও অজুহাত নয়, ম্যাচের আগে একেবারে নিজেদের নিয়ে ভাবছি।

আমরা প্রত্যেক ম্যাচ আলাদা ভাবে খেলি। চেন্নাইয়ান খুব ভালো দল। অল্প সময়ের প্রস্তুতিতে তারা যথেষ্ট ভালো দল গুছিয়ে নিয়েছে। গত ম্যাচের ভুলগুলি শুধরে নিতে চাই। জিতলেও ভুলগুলি শুধরে নেওয়া জরুরি। প্রথম ম্যাচে স্লো লাগে সব দলকেই, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দল আরও ভালো করবে।ক্ষ্ম

সেই সঙ্গে লোবেরা আরও যোগ করেছেন, 'আমাদের গোল করে যেতে হবে। পিছিয়ে পড়লে চলবে না। আমাদের লক্ষ্যে স্থির থাকতে হবে। গত ম্যাচে এক গোলে এগিয়ে গিয়েও আমরা হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম,

তখনই প্রতিপক্ষ সুযোগ পায়।'

চেন্নাইয়ান ম্যাচের আগের দিন অনুশীলনে সেটপিসে জোর দিয়েছিল মোহনবাগান গত ম্যাচের মতোই রবসন, দিমিত্রি পেত্রাতোস, ম্যাকলারেনের আক্রমণকে মাঠে নামাবেন লোবেরা। রক্ষণে আলবার্তো, মেহতাব সিং, শুভাশিস বোস এবং অভিষেক টেকচাম সিং। পরিবর্ত হিসেবে নামবেন টম অলড্রেড। মাঝমাঠে অনিরুদ্ধ থাপা, আপুইয়া এবং দুই উইংয়ে রবসন ও লিস্টন কোলাসো। মোহনবাগান দলের নয়া ডিফেন্ডার অময় রানাওয়াড়ের কথায়, 'কোচ লোবেরা আমার কেরিয়ারে বড় ভূমিকা রেখেছে। আমি আরও শিখতে চাই। আমি আগেও মোহনবাগানে খেলেছি। সবাই চায় জাতীয় ক্লাবের প্রতিনিধিত্ব করতে। আমরা দলগত ভাবে উন্নতি করার চেষ্টা করি।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন:০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

আরোগ্য

সোমবার • ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ • পেজ ৮

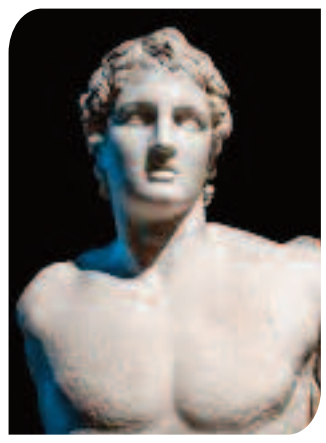

চিকিৎসাবিজ্ঞানে অ্যারোমাথেরাপি

ডাঃ শামসুল হক

অ্যারোমাথেরাপি হল আমাদের এই নির্মল প্রকৃতির বুকে জন্ম নেওয়া বিভিন্ন ধরণের বনস্পতির ভিন্ন ভিন্ন অংশ থেকে সংগ্রহ করা নির্যাসের অনুসন্ধান করা এবং তা থেকে প্রস্তুত বিভিন্ন ধরণের সুগন্ধি সামগ্রীর বাহ্যিক প্রয়োগের মাধ্যমে চিকিৎসা কর্মের সুস্পাদন ঘটানোর অতি পুরাতন একটা পদ্ধতি মাত্র। যতদূর জানা গেছে মিশর ই হল এই ধরণের চিকিৎসা কার্যের মূল উৎপত্তি স্থল এবং সেটা পাঁচ হাজার বছরের পুরাতন একটা প্রথাও । মিশরের চিকিৎসা তথা সংবাহনের দেবতা ইমাহতেপই হলেন এই চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূল উদ্ভাবক। এই বিষয়ের উপর দীর্ঘদিন গবেষণাকর্ম চালিয়েছিলেন তিনি এবং পেয়েছিলেন আশাতীত সাফল্যও ।

ইমাহতেপের বহুবিধ চিন্তাধারা এবং সেইসঙ্গে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ পদ্ধতিকে

সার্থকতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে যে উৎসাহব্যঞ্জক ঘটনা তাঁকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল সেটা হল, মিশরের মমি সংরক্ষণ পদ্ধতি। তিনি জানতেন দেবদারু ফল থেকে পাওয়া তেলের আছে জীবাণু ধ্বংস করার বিপুল ক্ষমতা। শুধু তাই নয়, সেই তেলর আছে জীবদেহের পচন রোধ করার বিশাল ক্ষমতাও । তাই সেটা দিয়েই সেই দেশের মানুষজন তাঁদের আপনজনদের দেহ সংরক্ষিত রাখতেন বছরের পর বছর। অত এব মহার্ঘ সেই তেল নিয়েই তখন মাথা ঘামাবার বিশেষ চেষ্টা চালিয়েছিলেন তিনি এবং দেখেছিলেন সফলতার মুখও।

সেইসময় ইমাহতেপ শুধুমাত্র সেটুকু জেনেই চুপচাপ বসে থাকেননি । চালিয়েছেন নিরলস গবেষণাকর্মও। আর তখন কেবলমাত্র দেবদারুর বীজের গোপন রহস্য জেনেই তুষ্ট থাকার চেষ্টা করেননি তিনি। পাশাপাশি আরও অনেক উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ এবং সেইসঙ্গে তাদের ফল থেকে পাওয়া তেল মানবদেহে প্রয়োগয় করে পরখ করেছিলেন তার ফলাফল এবং তারপর সেটা নিয়ে চালিয়ে ছিলেন আরও অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজও।

সেইসময় তিনি সহযোগী হিসেবে পেয়েছিলেন আরও অনেক জ্ঞানীগুণী মানুষজনকেও এবং সকলে মিলে চালিয়েছিলেন নতুন নতুন অনেক গবেষণার কাজ এবং তারপর তাঁরা নিয়েছিলেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও। তাঁরা তখন লক্ষ্য করেছিলেন যে, বিভিন্ন উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ থেকে পাওয়া তেল মানুষের নাসারন্ধ্রের মাধ্যমে টেনে দেহে প্রবেশ করালে সেটা অতি সহজেই পৌঁছে যায় মস্তিষ্কেরই বিভিন্ন কোষে । আর তার ই ফলস্বরূপ মানুষের দেহ এবং মনের মধ্যে অতি আচম্বিতেই ঘটে যেতে পারে নানান ধরণের পরিবর্তনও ।

গবেষকরা আরও লক্ষ্য করেছেন, সেইসব তেলের নানান সুফল সম্প্রসারিত হতে শুরু করে দেহের বিভিন্ন অংশে এবং তারপর ই মেলে ঈপ্সিত অনেক ফলাফলও। আর সেটা যে নিশ্চিতভাবেই ব্যবহৃত হতে পারে মানুষের শরীর এবং স্বাস্থ্যের মূল্যবান এক রক্ষাকবচ হিসেবে সেই বিষয়েও একশো শতাংশ নিশ্চিত ও হয়েছিলেন তাঁরা।

প্রকৃতিক নিয়মেই সেইসব তেল অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং মিষ্টি সুগন্ধযুক্ত হত বলে সেটা সকলের কাছে ভীষণ গ্রহণযোগ্য ও হয়ে উঠেছিল। শরীরের বিভিন্ন ধরণের জ্বালা যন্ত্রণা দূর করা থেকে শুরু করে স্নায়ুর শক্তি বৃদ্ধি, দেহের বিভিন্ন অংশের চর্মের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি সহ অন্যান্য আরও অনেক রোগে সেটা বিপুলভাবে ব্যবহার করার সুযোগ ও এনে দিয়েছিল। এই জাতীয় তেল আবার দেহের প্রয়োজনীয় চাহিদাটুকু মেটাবার পর অবশিষ্ট অংশ মল - মূত্র হিসেবে আমাদের দেহ থেকে নির্গত হয়ে যায় বলে দেহকে অতিরিক্ত ভার বহন করতেও হয় না।

অ্যারোমাথেরাপি অর্থাৎ এই সুগন্ধী চিকিৎসা পদ্ধতি কিন্তু অতি সহজে পায়নি তার প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বিশ শতকের প্রথম দিকে মেলে তার স্বীকৃতি। ফরাসি রসায়নবিদ রানে মারিস গ্যাটেফস সাহেব অ্যারোমাথেরাপি নিয়ে চালিয়েছেন দীর্ঘ গবেষণাকর্ম। অত এব আজকের দিনের এই সিস্টেমের জনক ও যে তিনিই সেটা সকলে স্বীকার ও করে নিয়েছেন। তারপর মাদাম মুরে মার্কেরিও নামক এক মহিলা চিকিৎসা বিজ্ঞানীও এই বিষয়ের উপর প্রচুর কাজ করেছেন এবং পেয়েছেন উল্লেখযোগ্য সফলতাও।

আজ ও বিজ্ঞানের এই চরম অগ্রগতির যুগে এই বিষয় নিয়ে চলছে নিরলস গবেষণাকর্মও। আর এই সত্যটাও সকলে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, বিভিন্ন সুগন্ধী তেল বা হরেক রকম প্রসাধনী সামগ্রী মানুষের নিজস্ব অনুভূতির উপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রেও সফল একেবারে পুরোপুরিভাবেই ।

আশ্চর্যজনকভাবে মৃত্যুর পরেও বেঁচেছিলেন আলেকজান্ডার

অরিন্দম ঘোষ

শোনা যায় আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট ৩২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দের ১০ জুন (মতান্তরে ১১ জুন) মারা যান। কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয় মৃত্যু হলেও তাঁর দেহে কোনো পচন ধরেনি। এই ঘটনা বড়ই অত্যাশ্চর্য। শুধু তাই নয়, আলেকজান্ডার কীভাবে মারা যান, তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত।

ম্যাসিডনিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ ও তাঁর চতুর্থ স্ত্রী অলিম্পাসের সন্তান ছিলেন আলেকজান্ডার। অন্যদিকে তিনি ছিলেন প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের ছাত্র। এই বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক তাঁর ছাত্রের মনে সঞ্চারিত করেছিলেন লৌহকঠিন দৃঢ়তা। জীবনে চলার পথে তিনি তাঁর এই গুরুর কথা বারবার স্বীকার করেছেন। আলেকজান্ডার যখন সিংহাসন আরোহণ করেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র ২০ বছর । এরপর তিনি অভাবনীয় কৃতিত্বের সঙ্গে ১১ বছর রাজত্ব করেন। মেসোপটেমিয়া থেকে হিন্দুকুশ পর্বতমালা পর্যন্ত প্রায় ২১ হাজার মাইল ছিল তাঁর সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি।

অনেক রাজ্য আর অনেক দেশ জয় করার পর তিনি বাড়ির পথে অগ্রসর হন। মনের একান্ত ইচ্ছা এবার তিনি ফিরে যাবেন মায়ের কোলে। কিন্তু যাত্রার মাঝখানে হঠাৎই প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হন। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় ব্যাবিলনিয়ায়। সেখানে দ্বিতীয় নেবুচাদনেজারের প্রাসাদে শুয়ে আছেন ম্যাসিডনিয়ান বীর। প্রাসাদের সবচেয়ে বড় ও খোলামেলা ঘরটিতে রাখা হয়েছে তাঁকে। বাকশক্তি প্রায় হারিয়ে ফেললেন সেইসময়।মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন তখন। ব্যাবিলনের মানুষ শেষবারের মতো সাক্ষাৎ করছেন তাঁর সঙ্গে। চোখের ইশারায়, কখনও মাথা নেড়ে অতি কষ্টে তিনি তাঁদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছেন। এর আগে জ্বরে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও ব্যাবিলনের কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে রাত জেগে মাত্রাতিরিক্ত সুরাপান করেছেন। তাতে রোগের মাত্রা কিছুটা কমলেও পরবর্তীকালে সেটা মারাত্মক আকার ধারণ করে। চলাফেরার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেন একসময়। ভাবলে অবাক হতে হয় যে, প্রিয় বুকিফেলাসের বুকে চড়ে উদ্দাম গতিতে দাপিয়ে বেড়াতেন গ্রীক বীর আলেকজান্ডার।

মৃত্যুশয্যায় শুয়ে এই ম্যাসেডনিয়ান বীর মৃত্যুর পর তাঁর ৩ টি অন্তিম ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেন বিশ্বস্ত সেনাপতিদের কাছে। আলেকজান্ডারের প্রথম ইচ্ছা ছিল যে, মৃত্যুর পর চিকিৎসকগণ তাঁর কফিন বহনের দায়িত্ব নেবেন। দ্বিতীয়ত তাঁর কফিন যে পথ দিয়ে গোরস্থানে বহন করে নিয়ে যাওয়া হবে, সেখানে আলেকজান্ডারের কোষাগারে সংরক্ষিত যাবতীয় ধনসম্পদ রাস্তার দুধারে ছড়িয়ে দিতে হবে। তৃতীয়ত কফিন বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর হাত দুটো কফিনের বাইরে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। সেনাপতিরা আশ্বাস দেন তাঁর সকল মনোবাঞ্ছা যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পূরণ করা হবে। কিন্তু, এই বিচিত্র অভিপ্রায়ের কথা জানতে চাওয়া হলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সম্রাট আলেকজান্ডার জবাব দিলেন যে, তিনি জগতের সামনে ৩ টি মহান শিক্ষা রেখে দিতে চান। চিকিৎসকগণ তাঁর কফিন বহন করবেন, কারণ এতে মানুষজন অনুধাবন করতে পারবেন যে মৃত্যুর থাবা থেকে কেউ কাউকে রক্ষা করতে পারে না। কফিন বহনের সময় ধনসম্পদ রাস্তার দুপাশে ছড়ানোর অর্থ হলো সারা জীবন ধরে এগুলো পাওয়ার জন্য তিনি অনেকটা সময় ব্যয় করেছেন। কিন্তু, সবই সময়ের অর্থহীন অপচয় মাত্র। কোনো কিছু সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা কারও নেই। আর তৃতীয় অভিপ্রায়ের অর্থ হলো শূন্য হাতে এই পৃথিবীতে তিনি এসেছিলেন। আবার খালি হাতেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছেন। এটাই নির্মম সত্যি।

আগেই বলেছি যে, ৩২৩ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের ১০ জুন (মতান্তরে ১১ জুন) আলেকজান্ডার ইহজগতের মায়া ত্যাগ করেন। এদিন সকালে সেনাপতিরা তাঁর কাছ থেকে জানতে চান যে তাঁর সিলমোহর বসানো আংটিটা তিনি মৃত্যুর পর কাকে দান করবেন। এক্ষেত্রে তাঁর উত্তর ছিল যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী তাঁকেই তিনি এটা দিয়ে যেতে চান। বিকেল ৪ টে থেকে ৫ টার মধ্যে কোনো এক সময় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩৩ বছর।

এখন প্রশ্ন হলো ১১ দিন জ্বরে আক্রান্ত হয়েই কি আলেকজান্ডারের মৃত্যু হয়েছিল ? বর্তমান সময়ের অনেক ঐতিহাসিক ও গবেষকগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন। ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, মেনিনজাইটিস, স্পন্ডিলাইটিস প্রভৃতি রোগও তাঁর মরণের কারণ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পিছনে গভীর ষড়যন্ত্র লুকিয়ে আছে বলে অনেকের অনুমান। এশিয়া জয়ের উদ্দেশে দেশ ছাড়ার আগে তিনি সেনাপতি অ্যান্টিপটারের হাতে ম্যাসিডনিয়ার দায়িত্ব দিয়ে চলে যান। এই ষড়যন্ত্রে অ্যান্টিপটারের জড়িত থাকার প্রবল সম্ভাবনা বলে অনেকে মনে করে থাকেন। এখানে স্মরণীয় যে, তাঁর মৃত্যুর পর ম্যাসিডনিয়ার দায়িত্বভার কাঁধে তুলে নেন অ্যান্টিপটার।

আলেকজান্ডারের জীবনী লেখক জাস্টিন ও কার্টিয়াসের মতে বিষ প্রয়োগের ফলেই তিনি মারা গিয়েছিলেন। এই চক্রান্তে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন গ্রিসের ক্যাসান্ডার। তিনি ছিলেন অ্যান্টিপটারের ছেলে। ক্যাসান্ডার জানতেন যে পারস্য থেকে বিষ জোগাড় করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। কারণ পারসিয়ানদের কাছে আলেকজান্ডার তখন ভীষণ জনপ্রিয়। গ্রিস থেকে ক্যাসন্ডার বিষ সংগ্রহ করলেন। পারস্যে সেটা বয়ে নিয়ে আসা ছিল যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। আলেকজান্ডারকে হত্যার ষড়যন্ত্র কোনোরকমভাবে ফাঁস হয়ে গেলে শাস্তিস্বরূপ মৃত্যুদণ্ড অবধারিত।অবশেষে খচ্চরের খুরের মধ্যে লুকিয়ে বিষ নিয়ে আসা হয় ব্যাবিলনে। এরপর তিনি তাঁর আইওয়ালাসের সাহায্যে হত্যার ছক কষতে থাকেন। আলেকজান্ডারের রাজ কর্মচারী আইওয়ালাস ছিলেন ক্যাসন্ডারের ভাই । এই সুযোগে আইওয়ালাসের মাধ্যমে সুরায় বিষ মেশানো শুরু হয়। প্রাচীন গ্রিসে আয়ুর্বেদিক ওষুধ হিসাবে হোয়াইট হেলিবার বা ভেরাট্রাম অ্যালবাম নামে এক বিষাক্ত লতা ব্যবহৃত হতো। গবেষক লিও শেপ মনে করেন যে এই লতাকে পচিয়ে তৈরি করা হয়েছিল ভয়ংকর বিষ। তীব্র কটু স্বাদের এই বিষ আলেকজান্ডারের পানপাত্রে মিশিয়ে দেওয়া হয়। সেই বিষ মেশানো সুরা পান করেই মৃত্যু হয় আলেকজান্ডারের ।

আলেকজান্ডারকে নিয়ে গবেষণা করা অনেক গবেষক মনে করে থাকেন যে মৃত্যুর পর তাঁর দেহে ৬ দিন কোনো পচন ধরেনি। তাঁদের ব্যক্ত করা মতানুযায়ী আলেকজান্ডারের সমস্ত শরীরে সেইসময় পক্ষাঘাত হয়ে গিয়েছিল ঠিকই, তবে তিনি বেঁচেছিলেন। যদিও চিকিৎসকগণ তাঁকে সেইসময় মৃত ঘোষণা করেন। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে সম্রাটের অনুরাগীদের মধ্যে বদ্ধমূল ধারণা জন্মায় যে তিনি মানুষ ছিলেন না। এইভাবে পেরিয়ে গিয়েছে আড়াই হাজার বছর। বিভিন্ন মহলে দানা বেঁধেছে অনেকরকম তর্ক বিতর্ক, চলেছে মতের বিনিময়। ২০১৮ সাল নাগাদ আবার নতুন করে এক দাবি উঠে এসেছে। নিউজিল্যান্ডের ডুনেদিন স্কুল অব মেডিসিনের প্রবীণ অধ্যাপক ক্যাথরিন হল মনে করেন সেইসময় আলেকজান্ডার যে ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন তার নাম গুলিয়ানি - বার - সিনড্রোম।এই রোগে সমস্ত শরীরে পক্ষাঘাত হয়ে যায়। ফলে শ্বাস প্রশ্বাসের গতিও খুব মন্থর হয়ে যায়। সেই শ্বাসকে চিহ্নিত করাই তখন কঠিন হয়ে পড়ে। এই তত্ত্বানুযায়ী, যেহেতু নাড়ি দেখার পদ্ধতি তখন অধরা ছিল, তাই প্রায় স্থবির হয়ে যাওয়া সম্রাটের দেহকে তখনকার চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুযায়ী 'মৃত' বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

মহান সম্রাট আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর মৃতদেহের সৎকার নিয়ে গ্রিক সর্দারদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা যায়। কবর দিতে নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর দেহ ছিনতাই হয়ে যায়। প্রতিপক্ষের সর্দাররাই এমন ঘটনার জন্য দায়ী বলে অনেকে মনে করে থাকেন। এরপর কোথায় তাঁর দেহ কবরস্থ করে রাখা হয়েছে, সেই রহস্যের স্থায়ী কোনো কিনারা এখনও করা যায়নি।

চিকিৎসাব্যবস্থার মেরুদণ্ড বনাম পেশাগত অবমাননা

টেকনিশিয়ান নয়, 'মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট' তথা 'টেকনিক্যাল অফিসার' পদে নিয়োগ শুরু করা নিশ্চিত করা হোক

শুভজিৎ বসাক

বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর স্বাস্থ্যব্যবস্থা মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া কার্যত অচল। বাস্তব সত্যটি অনস্বীকার্য হলেও এই প্রযুক্তির মূল চালিকাশক্তিরা আজও প্রথাগত অবহেলার আড়ালে রয়ে গিয়েছেন। স্বাস্থ্যব্যবস্থায় চিকিৎসকদের পরেই যাদের অবস্থান হওয়ার কথা, সেই মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের সরিয়ে নার্সিং বিভাগকে গুরুত্বের শীর্ষে রাখা হয়েছে। নার্সিং পরিষেবার উন্নতি অবশ্যই প্রশংসনীয়, কিন্তু তা মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের উপেক্ষা করে হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আক্ষেপের বিষয় হলো, উচ্চশিক্ষিত এই পেশাজীবীদের আজও অনেকের কাছে ' টেকনিশিয়ান ' হিসেবে পরিচিত হতে হয়; যে শব্দটি মূলত সাধারণ কারিগরি মিস্ত্রী বা মেকানিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একজন উচ্চতর ডিগ্রিধারী স্বাস্থ্যকর্মীকে এই বিশেষণে বিশেষিত করা শুধু ভুল নয়, বরং তাঁদের দীর্ঘদিনের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার প্রতি চরম অবমাননা। তাই এই দীর্ঘকালীন অবমাননা মেটাতে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে যেমন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চিকিৎসকদের মেডিক্যাল অফিসার, ডিপ্লোমা ও গ্র্যাজুয়েট নার্সিং যোগ্যতায় চাকরিরত নার্সদের নার্সিং অফিসার পদে নিয়োগ করা হয় সেভাবেই অভিজ্ঞতাসম্পন্ন গ্র্যাজুয়েট ও ডিপ্লোমা ডিগ্রীধারী মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের টেকনিক্যাল

অফিসার পদে নিয়োগ কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে বাধ্যতামূলক হোক- যা সময়ের দাবি।

ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায়, আধুনিক নার্সিংয়ের প্রবর্তক ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জন্মের প্রায় ২৮ বছর আগে ১৭৯২ সালে আধুনিক মেডিক্যাল টেকনোলজির সূচনা হয়েছিল নেপোলিয়ন বোনাপার্টের প্রধান সার্জন জিম ডমিনিক ল্যারির হাত ধরে। আজ যখন নার্সিং বিভাগ সমস্ত সরকারি সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদার শিখরে, তখন ' ট্রাইজ সিস্টেম '-এর অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়েও মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টরা ব্রাত্য থেকে যাচ্ছেন। শিক্ষাগত যোগ্যতার নিরিখে নার্সিং ও মেডিক্যাল টেকনোলজি পড়ুয়াদের মধ্যে মৌলিক কোনো তফাত নেই। বরং অত্যাধুনিক প্যাথলজিক্যাল সরঞ্জাম, রেডিওলজি বা অপারেশন থিয়েটার ও ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিভাগে জটিল লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম পরিচালনার জন্য প্রতিটি নির্দিষ্ট পরিসরের মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের অনেক বেশি নিবিড় কারিগরি ও প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ নিতে হয়। উভয়ক্ষেত্রেই সরকার স্বীকৃত কাউন্সিল বা স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করতে হয়। এই সমতা থাকা সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্রে যে পাহাড়প্রমাণ বৈষম্য দেখা যায়, তা অনভিপ্রেত।

এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিছুটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ২০১৮ সালে 'টেকনিশিয়ান' শব্দটির অবলুপ্তি ঘটিয়ে স্বতন্ত্র 'মেডিক্যাল টেকনিক্যাল পার্সোনাল' (MTP) ক্যাডার অন্তর্গত মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট পরিসর তৈরি করা হয়। তবে নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে বৈষম্য এখনও বিদ্যমান। নার্সিং বিভাগে সুসংগঠিত কাউন্সিল ও কাঠামোর ফলে তাঁরা উচ্চপদে আসীন হতে পারেন, কিন্তু টেকনোলজিস্টরা পর্যাপ্ত প্রশাসনিক কাঠামোর অভাবে (মূলতঃ রাজ্যস্তরে সুসংগঠিত মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট কাউন্সিলের অভাবে) সাধারণ কর্মী হিসেবেই অবসর নিচ্ছেন। কেন্দ্রীয় স্তরে এই বৈষম্য আরও প্রকট। সেখানে নার্সিং কর্মীরা গ্রেড-১ অফিসার হিসেবে গেজেটেড পদে শেষ করেন, অথচ উচ্চশিক্ষিত টেকনোলজিস্টরা অনেক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর নিম্নস্তরে (মূলতঃ টেকনিশিয়ান পদে) নিযুক্ত হন- দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা নিয়োগভিত্তিক এই বিষয় আধুনিক বিভিন্ন ক্ষেত্র পর্যালোচনা করে পরিবর্তিত হওয়া অত্যাবশ্যক। সবচেয়ে বড় অসংগতি পরিলক্ষিত হয় স্থানীয় হাসপাতাল প্রশাসনে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্বাস্থ্য মন্ত্রকের স্পষ্ট নির্দেশিকা থাকা সত্ত্বেও (যেখানে বলা হয়েছে টেকনোলজিস্টরা সরাসরি বিভাগীয় প্রধান চিকিৎসকের অধীনে থাকবেন), অনেক প্রতিষ্ঠানেই নার্সিং ইনচার্জদের অধীনে মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের কাজ করতে বাধ্য করা হয়। এই অযাচিত হস্তক্ষেপ এবং অমর্যাদাকর পরিবেশ তাঁদের পেশাগত মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে চলেছে।

সময়ের দাবি মেনে এই অহেতুক বৈষম্যের অবসান হওয়া প্রয়োজন। অভিন্ন জাতীয় নীতি মেনে ' টেকনিশিয়ান ' শব্দটির চিরতরে বিলোপ ঘটিয়ে দেশজুড়ে ' মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট ' তথা ' টেকনিক্যাল অফিসার ' পদে নিয়োগ শুরু করা নিশ্চিত করা হোক যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। তাঁদের জন্য স্বতন্ত্র বা নিজস্ব পরিসরে গেজেটেড অফিসার পদের পদোন্নতি কাঠামো তৈরি করা এবং সমযোগ্যতার ভিত্তিতে নার্সিং ও মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট ক্যাডারের মধ্যে বেতন বৈষম্য দূর করা জরুরি। পাশাপাশি, এই পেশার পথিকৃৎ জিম ডমিনিক ল্যারির স্মরণে প্রতি বছর কৃতি টেকনোলজিস্টদের রাষ্ট্রীয় সম্মাননা প্রদান করা উচিত। যথাযথ সম্মান ও স্বীকৃতি ছাড়া প্রযুক্তিনির্ভর স্বাস্থ্য পরিষেবা কখনোই সমৃদ্ধ হতে পারে না। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের উচিত এই অদৃশ্য সৈনিকদের উপযুক্ত মর্যাদা প্রদান করে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় প্রকৃত ন্যায়বিচার ও পেশাগত ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠা করা।